চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 121 Monday, 1 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১২১ সংখ্যা ❋ ১৮ চৈত্র , ১৪৩০ সোমবার, ১ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পয়লা এপ্রিল মুম্বই সফরে যাবেন। এই সফরকালে তিনি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর মুম্বই সফরের জন্য প্রশাসনিক প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। ...বিস্তারিত পাতা ২

শনিবারের পর রবিবারেরও মথুরাপুরের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের হাত ধরে বিরোধী দল থেকে তৃনমুল কংগ্রেসে যোগদান ক রলো বহু কর্মী। ...বিস্তারিত পাতা ৩

প্রত্যন্ত গ্রামের একমাত্র সাবমারসিবল পাম্প মেশিন চুরি করে পালালো দুস্কৃতীরা। রবিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামপুর এলাকায়। ...বিস্তারিত পাতা ৭

পোহালেই ঘরের মাঠে এ বারের আইপিএলের প্রথম ম্যাচ খেলবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে ওয়াংখেড়েতে জিততে চায় এমআই ব্রিগেড। ...বিস্তারিত পাতা ৮

ম্যাচ ফিক্সিং' না হলে ৪০০ পার হবে না, ভোটে কারচুপি নিয়ে মোদীকে তোপ রাহুলের

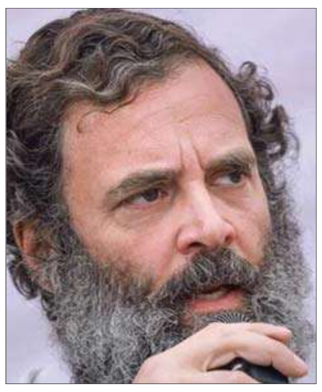

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ 'তিসরি বার মোদি সরকার, আব কি বার ৪০০ পার।' ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এটাই বিজেপি তথা এনডিএ জোটের স্লোগান। যদিও রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিবাদ সমাবেশে রাহুল গান্ধী দাবি করলেন, 'ম্যাচ ফিক্সিং ছাড়া ৪০০ পার সম্ভব নয়। কংগ্রেস নেতার ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য, চারশোর বেশি আসন পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নিজে 'আম্পেয়ার পছন্দ করেছেন। ঘুরিয়ে নির্বাচন কমিশনের 'পক্ষপাতিত্ব এবং বিরোধী দলগুলির উপর সিবিআই, ইডির মত কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে চাপ তৈরির প্রসঙ্গ টানেন রাহুল। রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের মেগা র‍্যালিতে অংশ নিয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ অধিকাংশ বিরোধী দল। সেখানেই নিজের বক্তব্যে রাহুল বলেন, 'ভ্রজ আইপিএল খেলা হচ্ছে। যেখান আম্পেয়ারদের চাপ রাখা হয়, টাকার বিনিময়ে খেলোয়াড়দের কেনা হয়, আবার অধিনায়কদের ম্যাচ জেতার জন্য হুমকি দেওয়া হয়, ক্রিকেটে এমন অবস্থাকেই ম্যাচ ফিক্সিং বলা হয়। সামনে লোকসভা ভোট। আম্পেয়ার পছন্দ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। খেলা শুরুর আগেই আমাদের খেলোয়াড়দের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।' রাহুল আরও বলেন, 'কংগ্রেস সবচেয়ে বড় বিরোধী দল, নির্বাচনে মুখে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ করা হয়েছে। অথচ আমাদের প্রচার চালাতে হবে, রাজ্যগুলিতে কর্মী পাঠাতে হবে, পোস্টার লাগাতে হবে, কিন্তু সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটা কোন ধরনের নির্বাচন?' গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করেন, ' ম্যাচ ফিক্সিং, সোশাল মিডিয়া ব্যবহার এবং সংবাদমাধ্যমকে চাপ না দিয়ে ওরা (বিজেপি) ১৮০টির বেশি আসন জিততে পারবে না।' 'ম্যাচ ফিক্সিং'য়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাহুল বলেন, ' ভারতবাসীর কাছ থেকে সংবিধান ছিনিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী এবং ৩-৪ জন পুঁজিবাদী ম্যাচ ফিক্সিং করছে।' সাধারণ নাগরিকদের প্রতি কংগ্রেস নেতার আহ্বান, 'এবারের নির্বাচন সাধারণ নয়। দেশ এবং সংবিধান বাঁচানোর নির্বাচন। আপনারা যদিও উজার করে ভোট না দেন তবে ওদের ম্যাচ ফিক্সিং সফল হবে। আর সত্যি তাই হলে সংবিধান ধ্বংস হবে। সংবিধান হল জনতার কণ্ঠ, তা ধ্বংস হলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।' রাহুল মনে করিয়ে দেন, সম্প্রতি একজন বিজেপি সাংসদ বলেছেনস আমরা ৪০০-র বেশি আসন পেলে সংবিধান বদলে দেব। দেশের প্রতিক্রিয়া বুঝতেই এই মন্তব্য করা হয়েছে।

কৃষ্ণনগরে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মমতার

'ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করেছি, ভোটের পর দেখব'

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৩১ মার্চ ঃ বাংলায় লড়াই হবে একা একা। বহু আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগরের সভায় আরও একবার সেই কথাই স্পষ্ট করলেন, বাংলায় বিজেপির বিরুদ্ধে একাই লড়ছে তৃণমূল। সিপিএম এবং কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোটের নামে লড়লেও, ওরা আসলে বিজেপির সহযোগী। কিন্তু ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গেও যে তৃণমূলের সম্পর্ক পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি, সেটাও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে গেলেন তৃণমূল নেত্রী। শারীরিক অসুস্থতা শেষে রবিবার কৃষ্ণনগরের মহুয়া মৈত্রর সমর্থনে সভা করে লোকসভার প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল নেত্রী। কৃষ্ণনগরের সভা থেকেই তিনি বলে গেলেন, ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করেছি। নামটাও আমার দেওয়া। ভোটের পর ওটা দেখে নেব। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ভোটের আগে আসন সমঝোতা না হলেও প্রয়োজনে ভোটের পর যে তিনি ফের ইন্ডিয়া জোটে যোগ দিতে পারেন, সে ইঙ্গিত এদিন মমতা দিয়ে রাখলেন। তৃণমূল নেত্রী এদিন একযোগে ইন্ডিয়া জোটেরই শরিক বাম-কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন।

কৃষ্ণনগরের সভায় তিনি বলেছেন,সিপিএম-কংগ্রেস এখানে ইন্ডিয়া নামে লড়ছে। এখানে তো জোটই হয়নি। এখানে তো ঘোট হয়েছে। সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি এক হয়ে লড়ছে। আর এক দিকে আমরা একা লড়ছি। অর্থাৎ মমতার বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, যারা বাংলায় ইন্ডিয়া নামে লড়ছে, প্রকৃত ইন্ডিয়া জোটে তাঁরা নেই। বাংলায় বিজেপির আসল বিরোধী তৃণমূলই। দরকারে ভোটের পর যে আবার ইন্ডিয়া জোটে সরাসরি তিনি অংশ নিতে পারেন, সেটাও বুঝিয়ে দিলেন মমতা। তৃণমূল সুপ্রিমোর কথায়, বাংলায় সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএমকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে ভোট দেওয়া। কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে ভোট দেওয়া। আরেকটা ল্যাজুড় পার্টি হয়েছে, মুসলিম পার্টি। ওদের ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে ভোট দেওয়া। আর বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানেও বিজেপিকে ভোট দেওয়া। বিজেপি একটা দাঙ্গাবাজ দল। তাঁদের সঙ্গ দিচ্ছে কংগ্রেস এবং সিপিএম। নিজের সর্বনাশ নিজে না করতে চাইলে ওদের ভোট দেবে না। যদি সিএএ না করতে হয়, যদি এনআরসি না করতে হয়, যদি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতে চান, তাহলে তৃণমূলকে ভোট দিন। তৃণমূলই আপনাদের পাশে সব সময় থাকবে। রবিবার বিকেল তিনটে নাগাদ জলপাইগুড়িতে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়। এদিন ঘন্টায় অন্তত ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বয়ে যায় বিস্তীর্ণ এলাকায়। ঝারে পাশাপাশি ছিল শিলাবৃষ্টিও হয়।দুর্গতদের উদ্ধারের কাজ শুরু করে। বিপর্যস্তদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে আহতদের পরিবারের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে আছি।

ভোটের মুখে বিস্ফোরক মোদী

নির্বোধের মতো' শ্রীলঙ্কাকে 'ভারতীয় ভুখণ্ড' উপহার ইন্দিরার!

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের মুখে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি দাবি করলেন, ১৯৭৪ সালে অবিবেচকের মতো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় ভুখণ্ড শ্রীলঙ্কাকে উপহার দিয়েছিল। যার ফল আজও ভুগতে হচ্ছে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের। মোদীর সাফ কথা, ভারতের অখণ্ডতার সঙ্গে আপস করেছে কংগ্রেস। ওদের কোনওভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। সম্প্রতি একটি আরটিআইয়ের উত্তর প্রকাশ্যে এসেছে। যাতে ভারত সরকার জানিয়েছে অধুনা যে কাটচাথিভু দ্বীপটি শ্রীলঙ্কার জলসীমায় পড়ছে, সেই কাটচাথিভু দ্বীপ একসময় তামিলনাড়ুর অংশ ছিল। ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত সরকার ওই দ্বীপটি শ্রীলঙ্কার হাতে 'মৈত্রীর উপহার' হিসাবে তুলে দেয়। যদিও কাটচাথিভু-তে সেসময় কেউ বাস করতেন না, কিন্তু কৌশলগত দিক থেকে এই দ্বীপটি ভীষণ জরুরি। ভারতীয় মৎস্যজীবীদের জন্যও এটা ভীষণ জরুরি। সেই আরটিআইয়ের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনেই মোদী বললেন,এটা চোখ খুলে দেওয়ার মতো বিস্ফোরক তথ্য। নতুন তথ্য বলছে কংগ্রেস অবিবেচকের মতো কাটচাথিভু দ্বীপটি ছেড়ে দিয়েছিল। এটা সব ভারতবাসীকে রাগিয়ে দিয়েছে। আরও একবার জনমানসে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেল যে কংগ্রেসকে বিশ্বাস করা যায় না। দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে দুর্বল করা। ৭৫ বছর ধরে এটাই কংগ্রেসের নীতি। এভাবেই ওরা কাজ করে, আগামী দিনেও করবে। ভোটের মুখে মোদীর নয়া আক্রমণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে প্রধানমন্ত্রী আরও একবার বুঝিয়ে দিতে চাইলেন জাতীয় সংহতির ব্যাপারে অন্তত কংগ্রেসকে বিশ্বাস করা যায় না। তাছাড়া প্রতিবছর তামিলনাড়ুর বহু মৎস্যজীবী ওই কাটচাথিভু দ্বীপে গিয়েই শ্রীলঙ্কার নৌসেনার গুলিতে প্রাণ হারান, তা শ্রীলঙ্কার হাতে আটক হন। তামিলনাড়ুতে এই ধরনের মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যের সংখ্যাটা বহু। তাঁদের ভোটব্যাঙ্ককেও টার্গেট করলেন মোদী। লোকসভা ভোটের প্রচারে বাংলায় এসে ১৫টি সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী।

কোচবিহারে উদয়ন গুহর গাড়ি ভাঙচুর, হামলা! কাঠগড়ায় বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩১ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের মুখে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার। রবিবার সন্ধেবেলা দিনহাটা থেকে কোচবিহার ফেরার পথে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর কনভয়ে হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। গাড়ির কাচ ভাঙা হয় বলে অভিযোগ। তাতে উদয়ন গুহ নিজেও অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন বলে খবর। তাঁর আপ্ত সহায়কও জখম হয়েছেন। এনিয়ে ঘুঘুমারি এলাকায় তীব্র উত্তেজনা। তৃণমূলের অভিযোগ, কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের মিছিল থেকে এই হামলা ঘটেছে। প্রতিবাদে পথে বসে অবরোধে শামিল হলেন তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এদিন সন্ধেবেলা ঘুঘুমারি এলাকায় বিজেপির প্রচার চলছিল। হুডখোলা গাড়িতে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক প্রচার করছিলেন। সেখান দিয়ে কোচবিহার যাচ্ছিলেন উদয়ন গুহ। আগামী সপ্তাহে জেলায় যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সফর রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। সেসবের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে উদয়নবাবু কোচবিহারে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, ঘুঘুমারি এলাকা দিয়ে তাঁর কনভয়ে যাওয়ার সময়ে মুখোমুখি হয়ে যায় দুজনের কনভয়। অভিযোগ, তৃণমূল-বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। হামলা চলে। পুলিশ ঘটনাস্থলে থাকায় কোনওক্রমে উদয়ন গুহর গাড়িটিকে অশান্তি থেকে বাঁচিয়ে বের করে নিয়ে যায়। কিন্তু তার পরের গাড়ির কাচ ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। উদয়নবাবু গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। তাঁর আপ্ত সহায়ক আহত হন। এই হামলার পর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয় তৃণমূলের কর্মী, সমর্থকরা। ঘুঘুমারির রাস্তায় বসে অবরোধ করতে শুরু করেন। যোগ দিয়েছেন মন্ত্রীও।

রাজ্যপালদের 'হুঁশিয়ারি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ বিধানসভায় পাশ হওয়া রাজ্য সরকারের বিল আটকে রাখছে কিছু রাজ্যপাল। এই বিষয়ে সরাসরি মুখ খুললেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি ভি নাগারত্ন। সম্প্রতি হায়দরাবাদের নালসার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ক একটি কর্মশালায় যোগ দেন তিনি। সেখানেই নিজের ভাষণে বিচারপতি নাগরত্ন বলেন, কিছু রাজ্যপাল রাজ্যের বিলে সম্মতির বদলে আটকে রাখছেন। প্রত্যেক রাজ্যপালের নিজের কর্তব্যপালন করা উচিত। এই বিষয়ে আদালতের নির্দেশিকা জারি ভালো দেখায় না। নালসার বিশ্ববিদ্যালয়ে আদালত এবং সংবিধান বিষয়ক কর্মশালার সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নাগরত্ন। নিজের ভাষণে বিজেপি সরকারের নোটবন্দির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, নোটবন্দির সুবিধা নিয়েছে কালো টাকার কারবারিরা, হেনস্তার শিকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ। এইসঙ্গে সাম্প্রতিকালে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন নাগরত্ন। বলেন, ইদানীংকালে দেশে রাজ্যপালদের

বিধানসভায় পাশ বিল আটকে রাখা যায় না!

মধ্যে নতুন একটি বিষয় চোখে পড়ছে। বিল আটকে রাখবেন না, সংবিধান মেনে কর্তব্যপালন করুন, রাজ্যপালকে এমন নির্দেশ দেওয়া আদালতের জন্য অস্বস্তির। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেরলে রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান ও বাম সরকারের সংঘাত চরমে পৌঁছেছে। কেরালা ও কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে রাজ্যপালের মনোনীত লোকজনকে সেনেটে নিয়োগ নিয়ে মতান্তরের সূত্রপাত হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের অভিযোগ, সঙ্ঘ পরিবারের লোকজন দিয়ে সেনেট ভরে দিয়েছেন রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই-ও। মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন অভিযোগ করেছেন, একের পর এক উস্কানিমূলক কাজ করে কেরলে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করছেন রাজ্যপাল। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নকে 'খুনী' এবং 'মস্তান' বলে অভিহিত করেছেন রাজ্যপাল। এইসঙ্গে জানিয়ে দেন, নিজের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি মাথা নত করবেন না। এই অবস্থায় বিধানসভায় পাশ হওয়া একাধিক বিল আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। মনে করা হচ্ছে, সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই বিচারপতি নাগরত্ন সাম্প্রতিক মন্তব্য করেছেন। উল্লেখ্য, বাংলাতেও রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের জেরে কম নিউজপ্রিন্ট খরচ করেনি সংবাদমাধ্যমগুলি।

রাতেই জলপাইগুড়িতে মমতা, বাতিল অভিষেকের সফর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মার্চ ঃ ঝড়ে বিপর্যস্ত জলপাইগুড়ি। হয়েছে প্রাণহানিও। বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে রবিবার রাতেই জলপাইগুড়ি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাতিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফর। পূর্বপরিকল্পনা মতো সোমবার বিকেল পাঁচটায় শিলিগুড়িতে সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। রবিবার বিকেল তিনটে নাগাদ জলপাইগুড়িতে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়। এদিন ঘন্টায় অন্তত ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বয়ে যায় বিস্তীর্ণ এলাকায়। ঝারে পাশাপাশি ছিল শিলাবৃষ্টিও হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ময়নাগুড়ির রাজারহাট, বার্নিশ, বাকালি, জোরপাকড়ি, মাধবডাঙা, সাপ্টিবাড়ি গ্রামে। প্রাণ হারান অন্তত পক্ষে ৪ জন। প্রচুর পাকাবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চাল উড়েছে কয়েক হাজার বাড়ির। গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে জখম শতাধিক। বিঘার পর বিঘা ভুট্টা, বেগুন, ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো, লঙ্কা খেত তছনছ হয়েছে। শিলের আঘাতে জখম হন প্রচুর পথচারী। জলপাইগু।রি মহকুমা শাসক তমোজিত চক্রবর্তী বলেন, বিপর্যয় মোকাবিলা দলকেও কাজে লাগানো হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠনের তরফে হেল্পডেস্ক খোলা হয়েছে।

প্রচারে ঝড় তুলতে পর পর রাজ্যে মোদী-শাহ-নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরের পরই উত্তরবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সব ঠিক থাকলে এপ্রিলের শুরু থেকেই লোকসভার প্রচারে ঝড় তুলবে বিজেপি নেতৃত্ব। মোদি-শাহ-নাড্ডা পর পর সভা করবেন এই রাজ্যে। আসবেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। রবিবার নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের সমর্থনে লোকসভা ভোটের নির্বাচনী প্রচার শুরু করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর আগামী ৪ থেকে ৬ এপ্রিল টানা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে রোড-শো, জনসভা ও জনসংযোগ কর্মসূচিতেও অংশ নেবেন তিনি। ফিরে এসে ৭ ও ৮ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় নির্বাচনী সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে মুখ্যমন্ত্রী ফিরে আসার পরই উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী ও কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কারণ, ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট রয়েছে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে। বিজেপি সূত্রে শনিবার জানা গিয়েছে, লোকসভা ভোটের প্রচারে বাংলায় এসে ১৫টি সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও কমপক্ষে ১২টি সভা করবেন। ভোট ঘোষণার পর বাংলায় উত্তরবঙ্গ দিয়েই মোদীর নির্বাচনী প্রচার শুরু হচ্ছে। এপ্রিলের

প্রথম সপ্তাহের শেষে কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেই মোদী-শাহর জনসভা শুরু হবে বাংলায়। বস্তুত সেই কারণেই আগামী ৪ এপ্রিল থেকে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারেও দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে পর পর জনসভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী চলে আসার পর উত্তরবঙ্গে প্রচারে যেতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বাংলায় অর্ধেকের বেশি আসনে প্রার্থী নিয়ে তীব্র ক্ষোভ চলছে বিজেপির অন্দরে। অধিকাংশ কেন্দ্রে গেরুয়া সংগঠনের হাল খারাপ। তাই মোদি-শাহকে এনে যত বেশি সভা করে পদ্মের পক্ষে যতটা হাওয়া তোলা যায় সেই চেষ্টায় নেমেছেন বঙ্গ-বিজেপির নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পদ্ম নেতারা দাবি করলেও, একুশের বিধাসভা ভোটের পর ছবি বদলে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ারে জন বার্লার বদলে মনোজ টিগ্গাকে প্রার্থী করায় বার্লা শিবিরে যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে। আবার জলপাইগুড়িতেও খুব একটা ভাল পরিস্থিতিতে নেই বিজেপি। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে দু'টি জনসভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। মার্চের শুরুতেই শিলিগুড়িতে একটি সভা করেছেন মোদী। ফলে জলপাইগুড়িতে আর সভা নাও করতে পারেন তিনি। উত্তরবঙ্গে রায়গঞ্জ, বালুরঘাট ও মালদহ উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে পাঁচটি সভা করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। দক্ষিণবঙ্গে বর্ধমান-দুর্গাপুর, আসানসোল, বীরভূম, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কাঁথিতে তাঁর সভা করার কথা। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একটি সভা করতে পারেন মোদী। কলকাতায় শহিদ মিনার ময়দানে মোদি অথবা শাহকে দিয়ে জনসভা করাবে বঙ্গ বিজেপি। অমিত শাহ জনসভা করবেন দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বোলপুর, বনগাঁ, তমলুক, ঘাটাল, দমদম, বসিরহাট, বারাসত ও কলকাতায়। জলপাইগুড়ি, বহরমপুর, বারাকপুর, উলুবেড়িয়া, ঝাড়গ্রাম-সহ নানা কেন্দ্রে সভা করবেন জে পি নাড্ডা। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহারাও বাংলায় প্রচারে আসবেন। প্রচারে আসবেন স্মৃতি ইরানি, মুক্তার আব্বাস নকভি, সতপাল মহারাজরা।

চন্দ্রযানে চড়াও হয়তো এর থেকে সস্তা! ৬২ টাকায় উবার অটো বুক করে বিল এল ৭,৬৬,৮৩,৭৬২ টাকার

নয়ডা,৩১মার্চঃরোজই যাতায়াত করেন অটোয়। কত ভাড়া লাগে, তাও জানা। কিন্তু ৬২ টাকার অটো বুক করে এক যুবকের কাছে যা বিল এল, তা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো। দেখলেন, ৬২ টাকার বদলে বিল এসেছে ৭.৬৬ কোটি টাকার! অটো থেকে নামার আগেই অ্যাকাউন্টে এই বিল দেখে যাত্রীর মনে একটাই প্রতিক্রিয়া, চন্দ্রযানে চেপে এলেও হয়তো এর থেকে কম খরচ পড়তো!এমনই অদ্ভুতুড়ে ঘটনা ঘটেছে দীপক তেঙ্গুরিয়া নামক এক যুবকের সঙ্গে। নয়ডার বাসিন্দা ওই যুবক অফিসে যাওয়ার জন্য উবার অ্যাপ থেকে অটো বুক করেছিলেন, ভাড়া দেখিয়েছিল ৬২ টাকা। কিন্তু নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছনোর পর তিনি যখন পেমেন্ট করতে গেলেন, দেখলেন ৬২ টাকা নয়, অ্যাপে দেখাচ্ছে তাঁর ভাড়া বাবদ বকেয়া ৭.৬৬ কোটি টাকা!ট্রিপ যেখানে শেষ হয়নি, তার আগেই কোটি টাকার বিল পেয়ে হকচকিয়ে যান যুবক। উবারের এই কীর্তি তিনি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টও করেন। পোস্টটি ভাইরাল হওয়ার পরই উবার কর্তৃপক্ষের তরফে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানানো হয়।দীপক ও তাঁর বন্ধু আশীষ মিশ্র এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। তাতে তাদের উবারের পাঠানো বিল নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। ভিডিয়োয় আশীষ দীপককে বলেন, কত টাকা বিল এসেছে, তা দেখাতে। দীপক তাঁর মোবাইল খুলে দেখান, ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৬২ টাকা বিল পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ওয়েটিং চার্জ বাবদ ৫ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯ হাজার ১৮৯ টাকা এবং প্রোমোশন কস্ট বাবদ ৭৫ টাকা নেওয়া হয়েছে। এদিকে, মজার বিষয় হল উবারের যে অটো চালক এসেছিলেন, তা ১ মিনিটও অপেক্ষা করতে হয়নি।দীপক নামের ওই যুবক, যাকে কোটি টাকার বিল পাঠিয়েছে উবার, তিনি বলেন, জীবনে কখনও একসঙ্গে এতগুলি শূন্য একসঙ্গে গোনেননি। তাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরেই আশীষ মিশ্র নামক তাঁর বন্ধু বলেন, তুমি চন্দ্রযান বুক করলেও হয়তো এত টাকা খরচ হত না।আশীষ মজা করেই লেখেন, আজ সকালে উবার ইন্ডিয়া দীপককে এত বড়লোক করে দিল যে ওঁ উবারের ফ্রাঞ্চাইজি নেওয়ার কথা ভাবছে। এটা ভাল বিষয় যে ট্রিপ এখনও ক্যানসেল হয়নি। ৬২ টাকার অটো বুক করে নিমেষে কোটিপতি দেনাগ্রস্ত হয়ে গেল।

রাম নবমীতে অযোধ্যায় এলে ভক্তদের সঙ্গে আনতে হবে ছাতু!

অযোধ্যা,৩১মাচঃঅযোধ্যায় রাম মন্দিররের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের পর থেকে, মন্দিরে ভক্তের সমাগম বেড়েই চলেছে। রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের মতে, বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে এক থেকে দেড় লক্ষ ভক্তের ভিড় হচ্ছে মন্দিরে। এর মধ্যে আসছে রাম নবমী। স্বাভাবিকভাবেই এই সময়, অযোধ্যায় ভক্তদের আরও বড় সমাবেশ দেখা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গরমই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করছেন ট্রাস্ট সদস্যরা। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায়, রামনবমীর সময় অযোধ্যার রাম মন্দিরে এলে, সঙ্গে করে ছাতু আনার পরামর্শ দিয়েছেন রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই।শনিবার চম্পত রাই বলেছেন, সামনে রাম নবমী আসছে। এই সময় ২ লক্ষেরও বেশি দর্শনার্থী আসবেন বলে আশা করছি। কিন্তু, অযোধ্যা কি এই বিপুল সংখ্যক অতিথিকে স্বাগত জানাতে পারবে? গরমই আমাদের সামনে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। ভক্তদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। বিশেষ করে তারা যাতে খাদ্য এবং জল পর্যাপ্ত পরিমাণে পায়, তা আমাদের অগ্রাধিকার। জলের সমস্যা হবে না। কিন্তু খাদ্যের ব্যবস্থা করা একটা চ্যালেঞ্জ। অযোধ্যা দর্শনার্থীদের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনও পদদলিত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। আশা করছি ভবিষ্যতেও ঘটবে না। আমি দর্শকদের অনুরোধ করব, নিজেদের নিরাপত্তার কারণে, রাম মন্দির পরিদর্শন করার সময় দলবদ্ধভাবে থাকুন। আগত ভক্তদের আমি তাদের সঙ্গে ছাতু আনতে অনুরোধ করছি। ছাতু খেলে তাঁরা গরমের হাত থেকে রক্ষা পাবেন।নয় দিনের চৈত্র-নবরাত্রি উদযাপনের সমাপ্তিতে, রাম নবমী উসব পালন করা হয়। এই দিনেই বিষ্ণুর অবতার হিসেবে রামের জন্ম হয়েছিল বলে কথিত আছে। হিন্দুদের একাংশের

ভোটের মুখে বড় ভাঙন বিজেপিতে, মুর্শিদাবাদে তৃণমূলে যোগ বহু বিজেপি সমর্থক পরিবারের

মুর্শিদাবাদ, ৩১ মার্চ ঃ ভোটের আগেই ভাঙন শুরু বিজেপিতে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ধাক্কা খেল বিজেপি। গত শনিবার মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের জঙ্গিপুর বিধানসভায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল প্রায় দুশো বিজেপি সমর্থক পরিবার। জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেন গত শনিবার বিজেপি সমর্থক পরিবারগুলির হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে তাদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ান।জাকির হোসেন বলেন, ' ১ ব্লকের বংশবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে স্থানীয় বিজেপি নেতা দেবাশিস মাঝি এবং দুলাল মাঝির নেতৃত্বে প্রায় ২০০টি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করল।"

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন নিয়ে অভিযোগ? স্ট্রেট জানান কমিশনকে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হলেও তাদের ঠিকমতো কাজে লাগানো হচ্ছে না! এমন অভিযোগ নতুন কিছু নয়, এবারও একইরকমের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে কমিশনের দপ্তরে। এরপরেই বিরোধীরা দাবি তুলেছে, রেকর্ড সংখ্যক বাহিনীকে যেন যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা হয়। সেই দাবি মেনে নতুন ব্যবস্থা নিতে চলেছে কমিশন। কোথায়, কত বাহিনী কখন রুটমার্চ করছে, রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে আম ভোটারেরাও তা জানতে পারবেন। যদি সেই তথ্যের সঙ্গে বাস্তবের মিল না থাকে, তা হলে কমিশনের কাছে সেই বিষয়ে সরাসরি অভিযোগও জানানো যাবে।রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রুটমার্চ সংক্রান্ত অভিযোগ উঠতেই পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পুরো বিষয়ে স্বচ্ছতা আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রুটমার্চ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে তা পৌঁছে দেবে তারা। এজন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ২৯ মার্চ থেকে কমিশনকে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ওয়েবসাইট ceowestbengal.nic.in-এ সেই তথ্য প্রকাশিত হবে। ওয়েবসাইটে 'রুটমার্চ' -এ ক্লিক করলেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটমার্চ সম্পর্কে জানতে পারবেন যে কেউ।কেন্দ্রীয় বাহিনীর মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন বুথে রুটমার্চ করানোর উদ্দেশ্য হলো ভোটারদের মনে ভরসা তৈরি করা। কিন্তু কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, বাহিনীর 'গাইড' হিসেবে থাকে স্থানীয় পুলিশ। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, যদি কোনও ব্যক্তি বা দল মনে করেন যে, কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় রাজ্য পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে যাচ্ছে না, বা রুট মার্চ করাচ্ছে না, তা হলে জেলার নির্বাচনী আধিকারিককে সরাসরি অভিযোগ জানানো যাবে।গত ১৬ মার্চ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে তার আগেই দু'দফায় মোট ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এ রাজ্যে এসে গিয়েছে। ১ মার্চ প্রথম দফায় ১০০ কোম্পানি এবং ৭ মার্চ দ্বিতীয় দফায় এসেছে আরও ৫০ কোম্পানি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এপ্রিলের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গে আরও ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে। এই ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যের কোথায় কোথায় মোতায়েন করা হবে, সে ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছে কমিশন।

ভয়েস ডেটার চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে

নয়াদিল্লি,৩১মার্চঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স(এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘণ্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ ডলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বংটন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দুঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও । চোপড়া বলছেন, আমরা ভালো টাকা দিই, তাই ওরা খুশি । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হল এটা খুব একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজও নয় । কনকরাজতো চমকেই গিয়েছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়া প্রথম মজুরির পরিমাণ দেখে । কনকরাজ প্রথমে ভেবেছিল কারিয়া অন্য অনেক চিটফাণ্ডের মতোই, যারা বেশি টাকার লোভ দেখায় এবং তাতে ভুলে গ্রামবাসীরা ঠকে । আর আছে মহাজন । স্থানীয় মানুষ অনেক সময়েই বাধ্য হয়ে অতিমাত্রায় সুদে টাকা ধার করে । আর জড়িয়ে পড়ে ঋণের ফাঁদে । চন্দ্রিকা যেমন কারিয়া থেকে পাওয়া তার মজুরির অনেকটাই দেয় পরিবারকে অসুস্থ বোনের চিকিৎসার জন্য নেওয়া ধার মেটাতে । বোনতো বাঁচেইনি, বরং তার সন্তান এবং ঋণের বোঝা চেপেছে পরিবারের কাঁধে । এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে অনেক কারিয়া কর্মীই । মায়ের জন্য ঋণের বোঝায় ডুবে আছে ২৫ বছরের অজয় কুমার । আবার ঋণ না থাকলেও ৩৮ বছরের শিবান্না এন ছোটবেলায় ডান হাত হারিয়েছিলেন বাজি বিস্ফোরণে ।বর্তমানে ওই গ্রামবাসীরা যে কাজটি করছেন সেটি কারিয়ার নতুন প্রকল্প । টিবি নিয়ে একটি এনজিও কথা বলার তথ্য জোগাড় করছে । তাদের হয়ে কাজ করছে কারিয়া । কন্নড় ভাষায় ১০ টি বিভিন্ন ধরনের বাকভঙ্গীর রেকর্ড করা হয়েছে যাতে যক্ষ্মা সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন বোঝা যায়, এবং সেইমতো পরামর্শ দেওয়া যায় । আশা করা হচ্ছে, এই অ্যাপটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে অশিক্ষিত মানুষজন সহজেই ঠিকঠাক তথ্য পেয়ে যাবেন । যতবার এই তথ্য বিক্রি হবে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের একশো শতাংশই বিলি করে দেওয়া হবে কর্মীদের মধ্যে ।কারিয়ার গ্রাহক তালিকায় আছে মাইক্রোসফ্ট, এমআইটি, স্ট্যানফোর্ডের মতো নামকরা প্রতিষ্ঠান । ফেব্রুয়ারিতে কারিয়া বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউণ্ডেশনের জন্য একটি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে । মারাঠি, তেলুগু, হিন্দি, বাংলা এবং মালয়ালম ভাষার ভয়েস ডেটাসেট তৈরি করা হচ্ছে । এরলক্ষ্য, একটি চ্যাটবট তৈরি করা যাতে স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিচ্ছন্নতা, ব্যাঙ্কিং এবং কেরিয়ার বিষয়ে নিজের মাতৃভাষা বা বাগধারায় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

১ এপ্রিল মুম্বই সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

মুম্বই, ৩১ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পয়লা এপ্রিল মুম্বই সফরে যাবেন। এই সফরকালে তিনি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর মুম্বই সফরের জন্য প্রশাসনিক প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। জানা গিয়েছে, পয়লা এপ্রিল ২০২৪-এ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৯০-তম বছরে পদার্পণ করছে। এই উপলক্ষে, মুম্বইয়ের নরিমান পয়েন্টে অবস্থিত ন্যাশনাল সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টস(এনসিপিএ)-এ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল রমেশ বাইসহ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে অরাজনৈতিক বলে অভিহিত করা হচ্ছে।

হাত চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সামসেরগঞ্জের কাকুরিয়ায় মিছিল ও সভা সিপিআইএমের

নিজস্ব সাংবাদাতা, সুতিঃদক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ঈসা খাঁন চৌধুরীর সমর্থনে সামসেরগঞ্জের কাকুরিয়ায় মিছিল ও সভা করলো সিপিআইএম। রবিবার কাকুরিয়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় সভা করার পাশাপাশি হাত চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহবান জানিয়ে একটি মিছিল করে সিপিআইএম নেতৃত্ব। মিছিলটি কাকুরিয়া সংলগ্ন এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিলে পা মেলান সিপিআইএমের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সোমনাথ সিংহ রায়, প্রাক্তন বিধায়ক তোযাব আলী, সিপিআইএমের ধুলিযান এরিয়া কমিটির সম্পাদক মোদাসসার হোসেন, রোবজুল ইসলাম, আজাদ আলী সহ অন্যান্য নেতৃবন্দ। বিজেপি ও তৃণমূলকে পরাস্ত করতে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে বাম এবং কংগ্রেস মনোনীত জোটপ্রার্থী ঈসা খান চৌধুরীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান সিপিআইএমের নেতারা। মিছিল ও সভায় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

'২-৩টে বিয়ে পারলে এখনই করুন, ভোটের পর হবে না', মুসলিম সাংসদকে চরমবার্তা হিমন্তের

গুয়াহাটি,৩১মাচঃলোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই শাসক-বিরোধী তরজা বাড়ছে। এবার বদরুদ্দিন আজমলকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। লোকসভার সাংসদকে ঠুকে বললেন, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করার যদি পরিকল্পনা থাকে, তবে ভোটের আগেই বিয়ে করে ফেলুন।লোকসভার সাংসদ তথা অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দিন আজমলকে আক্রমণ করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওঁর যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করার পরিকল্পনা থাকে, তবে এখনই বিয়ে করে নেওয়া উচিত। নির্বাচনের পরে অসমে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি চালু হবে, তারপরে তখন গ্রেফতারি শুরু হবে। তাই নির্বাচনের আগে বিয়ে করে নিলে কোনও সমস্যা থাকবে নাআমি যতদূর জানি, ওঁর একজন স্ত্রী আছে। ওঁ চাইলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করতে পারে কিন্তু নির্বাচনের পরে আমরা বহুগামিতা বন্দ্ধ করে দেব।সংখ্যালঘু সাংসদকে আরও খোঁচা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনি যদি এখন বিয়ে করেন, তবে আমাদেরও ডাকবেন, কারণ এটা এখনও আইনত। নির্বাচনের পরে কিন্তু এটা (বহুগামিতা) নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনার কথা বলছেন। গত বছরই অসমে বহুগামিতা নিষিদ্ধ করতে বিশেষ বিল আনা হয়। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রুখতেও অভিযান চালানো হয়। উত্তরাখণ্ডে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হওয়ার পরই তিনি বলেছিলেন, লোকসভা নির্বাচনের পর অসমেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা হবে। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করা হবে।এদিকে, অসম সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেই বদরুদ্দিন আজমল বলেছিলেন, বহুগামিতার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি না করে, বরং একাধিক বিয়ের সপক্ষে প্রচার করা উচিত। এবার তারই পাল্টা জবাব দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।

ভারতের নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন সানিয়া মির্জা?ওয়েইসির বিরুদ্ধে হায়দরাবাদে প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ভারতের লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন সানিযা মির্জা! গুঞ্জন রয়েছে কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচনে লড়বেন সানিয়া মির্জা?হাওয়ায় ভাসছে তেমনই খবর। শোনা যাচ্ছে, এবার রাজনীতির কোর্টে দেখা যেতে পারে প্রাক্তন টেনিস তারকাকে।গত বুধবার চারটি রাজ্যের লোকসভার (Lok Sabha Election) প্রার্থী চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসেছিল কংগ্রেস। গোয়া, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ আর ঝাড়খণ্ডের বেশ কয়েকটি আসনে প্রার্থী ঘোষণাও করে দিয়েছে হাত শিবির। তার মধ্যেই জল্পনা শুরু হয়, সানিয়াকেও এবার লোকসভার টিকিট দেবে কংগ্রেস। হায়দরাবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ভাবা হচ্ছে তাঁর নাম। উল্লেখ্য, বুধবার রাতে তেলেঙ্গানার বেশ কয়েকটি আসনে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। কিন্তু সেই তালিকায় নেই হায়দরাবাদের নাম।ন্তনেতৃত্বের কাছে সানিয়ার (Sania Mirza) নাম প্রস্তাব করেছেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়কের সঙ্গে সানিয়ার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বহুদিন ধরেই। কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আজহার। গত বছর তেলেঙ্গানার বিধানসভা নির্বাচনেও কংগ্রেসের টিকিটে ল।ছিলেন। তবে সেরাজ্যে কংগ্রেস সরকার গ।লেও জিততে পারেননি আজহার।ন্ড তিনিই কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে সানিয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ভারতের সফলতম মহিলা টেনিস তারকার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে হায়দরাবাদে বাজিমাত করা যায় কিনা, সেই নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে কংগ্রেসও। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সাল থেকে হায়দরাবাদ কেন্দ্রটি রয়েছে ওয়েইসিদের দখলে। বর্তমানে সেখানকার সাংসদ এআইএমআইএমের আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। ইতিমধ্যেই ওই কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে বিজেপি আর বিআরএস। সেখানে কি সানিয়া মির্জাকে প্রার্থী করে চমক দেবে কংগ্রেস? জল্পনা তুঙ্গে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১এপ্রিল মার্ট ঃ সোমবার, ১৮ চৈত্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১এপ্রিল ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১৮চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১এপ্রিল মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৮চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃস্ত্রীর স্বাস্হ্যের সঠিক দেখভাল এবং নজরের প্রয়োজন। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে- না আজ।

বৃষভ রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল।

মিথুন রাশিঃআজ আপনি পিছনের সারিতে বসে আরাম করুন- এবং শখে জায়ে থাকুন এবং যে জিনিসে আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন তাই করুন।

কর্কট রাশিঃআপনার স্বাস্থ্যের পুনরায় উন্নতির জন্য সেরা দিন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা

সিংহরাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। শুভদিন ।

কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।

তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। া

বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে

ধনু রাশিঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে

মকর রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে।

কুম্ভ রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন।সংসারে শান্তি হবে

মীন রাশিঃশ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন খুব একটা লাভদায়ক দিন নয়- কাজেই আপনার টাকাকড়ির অবস্থা দেখে নিয়ে আপনার খরচ সীমিত করুন। কোন বন্ধু তার ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার উপদেশ চাইতে পারে।

গত পঞ্চায়েতের নির্দল প্রার্থী এবং তাঁর দুই শতাধিক অনুগামী রবিবার যোগ দিলেন তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩১ মার্চ ঃ শনিবারের পর রবিবারেরও মথুরাপুরের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের হাত ধরে বিরোধী দল থেকে তৃনমুল কংগ্রেসে যোগদান করলো বহু কর্মী। রবিবার দিন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাপি হালদারের হাত ধরে গত পঞ্চায়েত

মথুরাপুর

নির্বাচনের নির্দল প্রার্থী জামাল জামাদার ও তার দুই শতাধিক অনুগামী নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। রবিবার মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের দেবীপুর অঞ্চলের সাতঘড়া থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত তৃণমূলের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাপি হালদার এবং মথুরাপুর এক নম্বর ব্লক সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার এবং দেবীপুর অঞ্চলের প্রধান আমির হোসেন লস্কর সহ ১০০০ তৃণমূল নেতৃত্বরা। সেখানে নির্দলের প্রায় দুই শতাধিক কর্মী বাপি হালদারের হাত ধরে বেলগাছিয়া এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। জানা যায় দেবীপুর অঞ্চলে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তেঁতুল বেড়িয়া গ্রামে তৃণমূলের তরফ থেকে আমির হোসেন লস্করের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী দিয়েছিলেন, নির্দল থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন জামাল জামাদার।

১৮১ ভোটে হারিয়ে তৃণমূলের তরফ থেকে জয়ী হয়েছিলেন আমির হোসেন লস্কর। তারপরে রবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের গতিবিধি দেখে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্দল প্রার্থী জামাল জামাদার সহ তার ২০০ অনুগামী মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাপি হালদারের হাত ধরে যোগদান করেন তৃণমূল কংগ্রেসে।

তাতে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্তিশালী হচ্ছে বলে এদিন বাপী হালদার জানালেন।

এর আগে শনিবার রায়দীঘি বিধানসভা কেন্দ্রে গতবারের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী শান্তনু বাপুলী ও মন্দিরবাজার বিধানসভা আসনে গতবারের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী দিলীপ জাতুয়া সহ ৫০ জন তৃনমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কুলপির এক জনসভায়।

টাকা না দেওয়ায় মাকে মারধরের অভিযোগ

হাওড়ায় মায়ের দেহ ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মার্চ ঃ মায়ের কাছে টাকা দাবি ছেলের। না দেওয়ায় মাকে মারধরের অভিযোগ। অনুমান, এর জেরে অপমানে আত্মঘাতী হন মা। তাঁর দেহ ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আত্মীয়দের অভিযোগে আটক ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে হাওড়ার ডোমজুড় থানা এলাকার মাকড়দহ শ্রীমানী পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আটক যুবক শ্রীমানী পাড়ার বাসিন্দা। অভিযোগ, প্রতিদিন নেশাদ্রব্য কেনার জন্য তিনি মায়ের কাছে টাকা দাবি করতেন। টাকা না দেওয়ায় মাকে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। এর জেরেই সম্ভবত অপমানে রবিবার সকালে মা সুতপা শ্রীমানী আত্মঘাতী হন বলে অভিযোগ। সুতপা দেবীকে ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। সুতপা দেবীর আত্মীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে ডোমজুড় থানার পুলিশ আটক করেছে ছেলেকে। মৃতার ভাইপো সঞ্জীব আইচ বলেন, পিসিকে দীর্ঘদিন যাবৎ মারধর, অত্যাচার করা হতো। মারধরের জন্য অবশেষে পিসি নিজেকে শেষ করে দিল। পিসির ছেলে কিছু কাজ করত না। নেশা করে টাকার জন্য অত্যাচার করত। সেই কারণেই আজ এই অবস্থা। মৃতার বন্ধু সুনিতা দেবী বলেন, সকালে মায়ের কাছ থেকে ছেলে ৩০ টাকা চেয়েছিল। সেই টাকা দিতে অস্বীকার করেন মা। তখন রেগে গিয়ে হাতুড়ি দিয়ে মাকে আঘাত করে ছেলে। এরপর সে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই অবস্থায় মায়ের সঙ্গে ছেলের কথা কাটাকাটি হয়। মনে হয় ছেলের জন্যই মা আত্মহত্যা করেছে।

তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গুরে বৈঠক করেন বিধায়ক বেচারাম মান্না ও হরিপালে তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগকে নিয়ে বৈঠক করেন বিধায়ক করবী মান্না

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩১ মার্চ ঃ রাজ্য সরকারের উন্নয়ন, আর্থিক অনুদান ও কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনাকে প্রচারে এনে কেন্দ্র বিরোধী জনমত গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তৃণমূল। লোকসভা ভোটের ময়দানে রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, বার্ধক্যভাতা, জাতিগত শংসাপত্র ও কৃষকদের জন্য কিষান ক্রেডিট কার্ডের মতো প্রকল্পে যাঁরা সুবিধা পাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থীদের বৈঠক করিয়ে ভোট বাক্স সুরক্ষিত রাখার কৌশল নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। হুগলি কেন্দ্রে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সিঙ্গুরের গোপালনগরে সরকারি সুবিধাপ্রাপ্তদের সঙ্গে বৈঠক করেন সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না। সেখানে উপভোক্তাদের কাছে রচনা সরাসরি জানতে চান রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পে তাঁদের কতটা সুবিধা হয়েছে? উত্তর দিতে গিয়ে একাধিক মহিলা জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। গ্রামের মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসে মাসে নগদ টাকা মেলায় আর্থ সামাজিক অবস্থার বদল হয়েছে। এক মহিলা বলেন, 'আমার স্বামী পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কোনও রকমে খেয়ে পরে বেঁচে আছি। কিন্তু কয়েক বছর ধরে বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছি। এখন আমার ওষুধেরও টুকটাক হাত খরচ এই টাকায় হয়ে যায়।' মেয়ের বিয়ের খরচ মেটাতে অনেকাংশে সহায়ক হয়েছে রাজ্য সরকারের রূপশ্রী প্রকল্প বলে জানান আরেক মহিলা। তিনি বলেন, 'আমাদের মতো

আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির মেয়েদের বিয়ের খরচ নিয়ে কোনও সরকার মাথা ঘামায়নি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী রূপশ্রী প্রকল্প চালু করে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এটা অনেক বড় প্রাপ্তি।' সিঙ্গুরের পাশাপাশি হরিপাল বিধানসভার দ্বারহাট্টাতে আরামবাগের তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগকে নিয়ে সরকারি সাহায্য প্রাপ্তদের সঙ্গে বৈঠক করে খোঁজখবর নেওয়া হয়। সেখানে ছিলেন বিধায়ক করবী মান্না। লোকসভা নির্বাচনে প্রথম ভোটে দাঁড়িয়েছেন মিতালি। তাঁকে হাতের কাছে পেয়ে একজন বলেন, 'আমাদের হরিপালে বাড়ি। আমফান ঝড়ে মাটির বাড়ি ধসে গিয়েছিল। বিধায়কের উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েত আবাস যোজনায় ঘর তৈরি করে দিয়েছেন।' প্রবীণ মহিলা বলেন, 'বার্ধক্য ভাতা পাওয়ায় আমরা বয়স্করা একটু ইচ্ছে মতো খরচ করতে পারছি। ছেলেমেয়ের থেকে হাত পাততে হচ্ছে না।' বেচারাম মান্না বলেন, 'কেন্দ্র গরিব মানুষের টাকা আটকে রেখে পুঁজিপতিদের সুবিধা দিচ্ছে। রেকর্ড সংখ্যক আসন নিয়ে দিল্লিতে অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই করবে তৃণমূল।'

চালাকিতে ও কার্যসিদ্ধি হলোনা, চোরকে পাকড়াও করলো গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ , ৩১ মার্চ ঃ জল তোলার মটোর চোরকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসীরা। ধৃতের নাম আজহার শেখ। হাসনাবাদ থানার খেজুরবেড়িয়া এলাকার ঘটনা।

অভিযোগদীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় মাছের ভেড়িতে লাগানো জলের পাম্প এবং বাড়িরতে লাগানো জলের পাম্প চুরি হচ্ছে। একই রকম ভাবে খেজুরবেড়িয়ার মাছের ভেড়ির মালিক বিদ্যুৎ মন্ডলের জলের মটোর চুরি হয়ে যায় কয়েকদিন আগে। এরপর চোর কে ধরতে বিদ্যুৎ মন্ডল এলাকায় প্রচার করেন যে তার একটি পুরনো সেকেন্ড হ্যান্ড মটোর দরকার , তিনি কিনবেন। এরপরই রবিবার সকালে একটি পুরানো জলের মটোর নিয়ে তার বাড়ি হাজির হয় এক ব্যক্তি। সেই মটোর দেখেই চিনতে পারেন বিদ্যুৎ বাবু, যে এই মটোর তারই চুরি হয়ে যাওয়া মটোর।

প্রতিবেশীদের কে ডেকে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সে বলে এলাকারই যুবক আজহার শেখ এর থেকে ঐ মটোর সে কিনেছে। এরপর ওই মটোর বিক্রেতাকে নিয়ে আজার শেখ এর বাড়ি যায় গ্রামের মানুষ এবং তাকে ধরে। এরপর হাসনাবাদ থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে ওই আজাহার শেখ কে গ্রেফতার করে ।

বহিরাগতদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩১ মার্চ ঃ বহিরাগতদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ, হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে উত্তেজনা, জখম উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন। প্রতিবেশীর সাথে গন্ডগোলের জেরে একটি পরিবারের উপর বহিরাগতদের নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলা এবং পাল্টা হামলায় আহত হয়েছেন উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের শঙ্করহাটি এলাকায়। শনিবার রাতের ওই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার দুই পরিবারের বিবাদে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ।

গঙ্গা স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক বৃদ্ধা

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৩১ মার্চ ঃ গঙ্গা স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক বৃদ্ধা, খোঁজ পেতে নামানো হল ডুবুরি। দেবাশীষ কংশ বণিক, নবদ্বীপ। প্রাচীন মায়াপুর শ্রীচৈতন্য কলোনী ঘাটে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়া বৃদ্ধার খোঁজে নামানো হলো দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তরের ডুবুরিকে। রবিবার সকালে নবদ্বীপ পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাচীন মায়াপুর শ্রীচৈতন্য কলোনীর বাসিন্দা সোহাগী রাজবংশী বয়স আনুমানিক ৭০ নামক এক বৃদ্ধা নেমেছিলেন গঙ্গায় স্নান করতে।সেই সময় কোনও ভাবে তলিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে নবদ্বীপ থানার পুলিশ ও এলাকার অসংখ্য মানুষ।পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিলা সাহা। খবর দেওয়া হয় জেলা দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তরকে। তারা বেলা দুটো নাগাদ ঘটনা স্থলে এসে পৌঁছান।

এরপর দুপুর দুটো পনেরো নাগাদ ডুবুরি নামিয়ে শুরু হয় ঐ বৃদ্ধার খোঁজে তল্লাশি অভিযান,যদিও খোঁজ পাওয়া যায়নি ওই বৃদ্ধার। চলছে দুর্যোগ মোকাবেলা দপ্তরে তলাশী অভিযান। অপরদিকে গত বৃহস্পতিবার থেকে আজ রবিবার এই চার দিনে তীর্থ নগরী নবদ্বীপের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমে আসানসোলের বাসিন্দা এক মেধাবী ছাত্র সহ চার চার জনের জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় ভাবিয়ে তুলেছে প্রশাসনকে। বারবার এমন ঘটনা ঘটলেও দু-একটি ছাড়া প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন ঘাটেই নেই স্নানের বিষয়ে সতর্কবার্তার বোর্ড বা মাইকিং। তীর্থ নগরী নবদ্বীপ এবং মায়াপুরে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক আসলেও কোনও রকম নজরদারি না থাকায় উঠছে প্রশ্ন।

বারুইপুরে মিনি ম্যারাথনে পড়ুয়াদের ভিড়

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর , ৩১ মার্চ ঃ রবিবার সকালে সাড়ে তিন মাইল তথা ৫ কিমি ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হল। এদিনের ম্যারাথনে ফ্ল্যাগ অফ করেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী সৃজনী মিত্র ও ফ্রান্সের প্রতিনিধি এলেক্স বোনাফায়েড ও জিএমআইটির ভাইস চেয়ারম্যান বোধিসত্ব ব্যানার্জি। শিক্ষার প্রসারের জন্য এই ম্যারাথনের আয়োজন করেছেন উদ্যোক্তারা। পাশাপাশি শরীর সুস্থ রাখতে দৌড়ের বিকল্প নেই, তাই এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা। প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করেও বারুইপুরের বলরামপুরে আয়োজিত এই ম্যারাথনে ছশোর বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছেন। আশপাশের স্কুল, কলেজের পড়ুয়ারাই মূলত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।

চারটি থানার গ্রাম টিঠি ডাঙার ব্রাহ্মণীর সেতুর দাবি শতাব্দী রায়ের প্রচারে

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ৩১ মার্চ ঃ নলহাটি দুই জেলার দুই লোকসভা এবং চারটি থানার গ্রাম টিঠিডাঙা। একটি গ্রাম, চারটি থানা। তারই নাম টিঠি ডাঙা। এমন আজব কাহিনী জুড়ে আছে এই গ্রামের নামের সঙ্গে। গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই অদ্ভুত! টিঠি ডাঙা গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে ব্রাহ্মণী নদী। সেতু না থাকায় টিঠি ডাঙার সঙ্গে সাহেবগঞ্জ, তিলডাঙা সহ বিভিন্ন গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে এক দ্বীপের রূপ নেই বর্ষাকালে। আজকে বিদায়ী সাংসদ শতাব্দী রায়কে কাছে পেয়ে তাঁরা সেই পুরানো আব্দারটা ফের তুলে ধরেন। এর আগেও নির্বাচন প্রাক্কালে তদানীন্তন কংগ্রেস বিধায়ক মিল্টন রসিদ ভোট প্রচারে গেলে তাঁকেও তাঁরা একই আব্দার করেন। টিঠিডাঙার বাসিন্দা সুনীল পাল বলেন, আমরা বছরের পর বছর ধরে এই গ্রামে সেতুর জন্য আবেদন জানাচ্ছি। কিন্তু গ্রামের বিচিত্র ভৌগলিক অবস্থানের কারণে কোনো আমলেই সুরাহা মেলে নি। আবার শতাব্দী রায়ের কাছে আবেদন জানালাম। তিনি ভোটের মুখে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে চান নি। ভোট মিটে গেলে বিষয়টি সঠিক জায়গাই তুলে ধরবেন বলে জানান। কাগজে কলমে মুর্শিদাবাদের ঝিল্লি পঞ্চায়েতের অধীন খড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রাম। সমস্ত বাজার হাট এই গ্রাম সংলগ্ন আরোও বেশ কয়েকটি গ্রামের। কিন্তু নদী বিভাজিত এই গ্রাম একই সঙ্গে দুই জেলা বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ সীমান্ত এলাকার। একই সঙ্গে চারটি বিধান সভার। বীরভূম লোকসভার নলহাটি, হাঁসন এবং মুর্শিদাবাদের

নবগ্রাম ও খড়গ্রাম যা জঙ্গিপুর লোকসভার অন্তর্গত। প্রচারে দুই লোকসভার প্রার্থীরা আসেন। এই গ্রামে জনসংখ্যা প্রায় বারোশো। থানাও চারটি এই গ্রামে। সেগুলো হলো বীরভূমের মাড়গ্রাম, নলহাটি এবং মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম ও খড়গ্রাম। এরফলে প্রয়োজনে কোন থানায় অভিযোগ জানাতে হলে ফাঁপড়ে পড়েন এই গ্রামের বাসিন্দারা।

সবথেকে মুশকিলে পড়েন যখন বন্যা হয়। ব্রহ্মানী নদী এমনভাবে গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে যে এই গ্রামের মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে পড়েন।

যাবেন নাকি গজলডোবা রকমারি মাছের চপ খেতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি কাছে পিঠে ঘুরতে যাওয়ার অন্যতম সেরা ঠিকানা গজলডোবা। গজলডোবার ভোরের আলো ইতিমধ্যেই পর্যটকদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গজলডোবার প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম। তিস্তা নদী, জঙ্গল সব মিলিয়ে পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় এই স্থান। তার উপর এইখানে একটি নবনির্মিত ব্রিজ , অনেকের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।সপ্তাহের শেষে শনি ,রবিবার, এছাড়া ছুটির দিনগুলিতে গজল ডোবায় পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। আজ রবিবার ছুটির দিনে অনেকেই ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে গজল ডোবায় পাড়ি দিয়েছেন। অপরুপ তিস্তা নদীর সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার, পাশে পাশে পেট পুরে খানাপিনা করতে দেখা গেল অনেককেই। তিস্তা ব্রিজের পাশে রয়েছে একটি বাজার, এই বাজারে পাওয়া যায় রকমারি চপ, বিভিন্ন মাছের চপের স্বাদ আস্বাদন করতে অনেকেই পাড়ি দেন গজল ডোবায়।বিভিন্ন রকমের মাছের চপ গুলি ডোবায় যথেষ্ট জনপ্রিয়। চিংড়ি মাছ থেকে শুরু করে বোরলি মাছ, এছাড়া আরো বিভিন্ন রকমের মাছের চপ পাওয়া যায় সংলগ্ন বাজারের বিভিন্ন দোকানগুলিতে।

রকমারি চপ খেতে দেখতে পাওয়া গেল অনেককেই। এই ব্যাপারে এক দোকানদার জানান সকাল থেকে দোকান চালু হয়ে যায় রাত অব্দি চলে। সারাদিন ধরে ভালোই বিক্রি বাট্টা হয়। তবে আজ হঠাৎ বৃষ্টি নামার কারণে কিছুটা হলেও এদিন ব্যবসায় ভাটা পড়েছে।

প্রসঙ্গত বাজারের মধ্যে ভাজাভোজির দোকান রয়েছে, দোকানগুলি কাছে বিভিন্ন শাড়িতে রয়েছে ধনেপাতা চপ থেকে আরম্ভ করে পেঁয়াজি ও রকমারি বিভিন্ন মাছের চপ।

যতদিন না এই সরকারটা ভেঙে পড়ছে ততদিনই নির্মিয়মাণ বাড়ি ভেঙে পরে মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চ ঃ যতদিন না এই সরকারটা ভেঙে পড়ছে ততদিনই নির্মিয়মাণ বাড়ি ভেঙে পরে মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে। কাটমানি খেয়ে,ঘুষ দিয়ে পুরাতন বাড়ি গুলিতে মানুষকে রেখে তাদের জীবন সঙ্কটে রাখা হয়েছে। দূঘটনার দায় কে নেবে, কটা টাকা দিলেই সব হয়ে যাবে। এই সরকারের হাতে কিছু নাই, এরা কিছু করতে পারবে না। এই ভাবে চলবে। কলকাতায় ফের নির্মিয়মাণ বাড়ি ভেঙে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনই মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। রবিবাসরীয় সকালে দৈনন্দিন কর্মসূচির মতোই বর্ধমানের মোহনবাগান মাঠে প্রাতভ্রমণে যান বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। মোহনবাগান মাঠ থেকে তিনি চলে যান গোলাপবাগের বিধান চন্দ্র রায়ের স্ট্যাচুর কাছে। সেখানে মাল্যদান করার সাথে সাথে কিছু ষাটোর্ধ ব্যক্তির সঙ্গে সৌজন্যে বিনিময়ে করেন। এরপর তিনি শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে যান। সেখানে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের পাশাপাশি তিনি পুরোনো আর এস এস কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর রাজবাড়ির লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দিরে যান । সেখান থেকে আসার পথে রাজবাড়ির সামনে রাজার মূর্তিতে মাল্যদান করেন। তারপর তিনি সোনাপট্টির বটতলায় চায়ে পে চর্চার আসরে অংশ নেন।

সিভিক ভলান্টিয়ার ডিউটিতে এসে অসুস্থ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ মার্চ ঃ ট্রাফিক গার্ডের সিভিক ভলান্টিয়ার ডিউটিতে এসে অসুস্থ, ভর্তি করা হলো হাসপাতালে। রবিবার ডিউটি চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। ঘটনাটি ঘটে রবিবার দুপুরে হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে। জানা গিয়েছে, ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম সঞ্জয় মল্লিক। তিনি কোনা ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত। এদিন ডিউটিতে এসে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হাওড়া সিটি পুলিশের অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে আনা হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। বর্তমানে হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

পড়ুয়াদের নিয়ে নাটকের প্রশিক্ষন শিবির

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৩১ মার্চ ঃ নাট্য দল আমরা অমলকান্তির পরিচালনায় পড়ুয়াদের নিয়ে একদিনের নাটকের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। বসিরহাট বাংলানী দক্ষিণপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪৫ জন পড়ুয়া এই নাটকের প্রশিক্ষণে যোগ দেয়। উপস্থিত ছিলেন অংশগ্রহনকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক - শিক্ষিকা সহ অভিভাবকরা। শিবিরে নাটকের প্রশিক্ষন দেন আমরা অমলকান্তি পরিচালক সুদীপ্ত ব্যানার্জী, মূকাভিনয় শিল্পী, রণজিৎ অধিকারী ও অম্লান চক্রবর্তি। প্রশিক্ষন শেষে মানপত্র প্রদান করা হয় আমরা অমলকান্তির তরফে।

মানবীর জন্য অনলাইন থেকে তার পছন্দের একটি চকলেট কেক খেয়ে মৃত্যু

পাঞ্জাব,৩১ মার্চ ঃ জন্মদিনে ১০ বছরের মানবীর জন্য অনলাইন থেকে তার পছন্দের একটি চকলেট কেক অর্ডার করা হয়েছিল। সন্ধ্যায় বাড়িতেই পরিবারের সবাই মিলে কেক কেটে ও খেয়ে আনন্দ করে। এর কয়েক ঘণ্টা পরই পরিবারের সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মানবীর অবস্থার অবনতি ঘটলে হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয়নি। হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণ পর মারা যায় শিশুটি। মর্মান্তিক এই ঘটনা পাঞ্জাব প্রদেশের পাতিয়ালা শহরে। মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে কেক কেটে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মানবীর জন্মদিন উদ্‌যাপনের হাস্যোজ্জ্বল একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক ছড়িয়ে পড়েছে। মানবীর দাদা হারবান লাল বলেন, গত রোববার সন্ধ্যা সাতটার দিকে কেক কাটে মানবী। এরপর চলে খাওয়াদাওয়া। কিন্তু রাত

১০টার দিকে পরিবারের সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। দুই বোন বমি করতে থাকে। প্রচণ্ড তৃষ্ণায় মুখ শুকিয়ে আসছিল মানবীর। সে বারবার পানি খাচ্ছিল। এরপর সে ঘুমিয়ে পড়ে। মানবীর দাদা আরও বলেন, মানবীর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটলে পরদিন ভোরে দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে অক্সিজেন দেওয়া হয় ও ইসিজি পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি। কিছুক্ষণ পরই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, 'কেক কানহা' বেকারি থেকে অর্ডার করা কেকটিতে বিষাক্ত উপাদান ছিল।

এই ঘটনায় বেকারি মালিকের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। পুলিশ বলেছে, 'শিশুটির সুরতহাল করা হয়েছে। কেকের কিছু নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১২১ সংখ্যা, সোমবার, ১৮ চৈত্র, ১৪৩০

‘ভারতরত্ন’ অনুষ্ঠান

‘ভারতরত্ন’ পুরস্কার দেওয়াকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে শুরু করে দিয়েছে সবাই। ‘ভারতরত্ন’ পুরস্কার বিজেপি সরকার দিচ্ছে এখন কোনখানে বেশি ভোট বিজেপির থলিতে এসে পড়বে তার দিকে লক্ষ্য রেখে বলতে শুরু করে দিয়েছে বেশ কিছু বিরোধী দলের নেতারা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে এখন তো ভারতরত্ন দেওয়া হচ্ছে বিজেপির তার রাজনীতির লাভ দেখে। শাসক দলের থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে দেখতে পাওয়া গিয়েছে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় বিরোধী দলের নেতারা তাদের সমর্থকদের দিকে তাকিয়ে রাজ্যের পুরস্কার বিতরণ করা হচ্ছে। ভারতরত্ন দেওয়া হয়েছে এবারে নরসীমা রাও, কর্পূরী ঠাকুর, চৌধুরী চরণ সিং, এম এস স্বামীনাথনকে। নয়াদিল্লিতে গতকালই ছিল ভারতরত্ন দেওয়ার অনুষ্ঠান। সেখানে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধি এবং মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদির দিকে এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন। পাশে ছিলেন বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা। তাঁকেও নীতীশ কুমার নমস্কার করলেন।কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জ্জুন খড়্গে নীতীশ কুমারের পাশে থাকলেও তাঁর দিকে তাকিয়ে একবারও নীতীশ কুমার নমস্কার বিনিময় করেননি। পাশে বসেছিলেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি বিষয়টিকে উপভোগ করেছিলেন। তবে মুখে কিছুই বলতে পারেননি। রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাওয়া গেল ভারতরত্ন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। রাজনৈতিক সম্পর্ক কার সঙ্গে কখনও ভালো আবার কখনও কালো। ভালো থাকলে নমস্কার বিনিময়। আবার কালো হলে মুখ ঘুরিয়ে চলা। এটাই এখনকার রাজনৈতিক আদব কায়দা। কিন্তু এই রকম দৃশ্য্য আগে দেখতে পাওয়া যেত না। বিরোধী দল হোক বা শাসক দল হোক সবাই ছিল পরস্পরের বন্ধু। কেউ কারোর শত্রু নয় বা অবন্ধুও নয়। বিপদে সবাই একযোগে কথা বলতো কারোর কোনও সময় বিপদ হলে এগিয়ে অসে সাহায্য করতো। বলা যেতে পারে বিরোধী দলের নেতা এবং শাসক দলের নেতারা ছিল পরস্পরের বন্ধু। কেউ কারোর শত্রু ছিল না। আজকে রাজনীতিতে কে যে কখন বন্ধু বা শত্রু হচ্ছে তা বোঝা খুবই মুশকিল। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারই আগ্রহ নিয়ে বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করতে এগিয়ে এসেছিলেন। যখন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের একটি স্থানে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তখন এই নীতীশ কুমারই দিল্লিতে গিয়ে বিরোধীদের একজোট করেন। তিনি কংগ্রেসকে পাশে নিয়ে বিরোধী জোট করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব নীতীশ কুমারকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। নেত্রী মমতা একটি মাত্র গোঁ ছিল তিনি কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে জোট করবেন না। আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে জোট করবেন। তার ফলে শরদ পাওয়ার থেকে উদ্ধব থাকরে মমতার ওপরে ভরসা করতে পারেননি । সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এখনও কংগ্রেসই বিজেপি বিরোধী স্ট্যাণ্ড নিয়ে চলেছে।বিজেপি কৌশল করে নীতীশ কুমারকে সঙ্গে করে নিয়ে ফেলে। তার ফলে বিরোধী জোট শক্তিশালী হতে পারলো না। রাজনীতিবিদরা মনে করতে শুরু করে দিয়েছন যে মোদি এবারে দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর রাখতে শুরু করেছেন। তার ফলে তিনি নরসীমা রাওকে ভারতরত্ন দিয়েছেন। কৃষকদের পাশে পেতে চৌধুরী চরণ সিং এবং এম এস স্বামীনাথনকে ভারতরত্ন দিয়েছেন। তার ফলে কৃষকমহল খুশিতে ভরপুর। বিহারের কর্পূরী ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার ফলে বিহারের বিজেপির পকেটে ভোট তৈরি হল

ভারতের চাশিল্পে নজর চিনের

ভারতের চা শিল্পের বাজার কেড়ে নিল চিন। ভারত এক সময়ে চা শিল্পে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রধান ছিল। ‘ব্রুক বন্ড, ’ ‘লিপটন’ কোম্পানি থেকে শুরু করে বিড়লারাও চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এছন টাটারাও এসে চা শিল্পে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু চা শিল্পে যেভাবে ভারত অতীতে একচেটিয়া কারবার করে গিয়েছিল তা এখন আর করতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চা শিল্পকে সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণ করতে পারেনি। চিন ভারতের চা শিল্পকে পিছন ফেলে রেখে দিয়ে চিন সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। চা শিল্পকে আরও উন্নত করা যে পরিকল্পনা প্রয়োজন সে দিকে ভারত উদাসীন ছিল। তার ফলে ভারতের চায়ের বাজার দখল করে নিয়েছে চিন। চিন এখন প্রায় বলতে গেলে সবার বাজার গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন অতি সস্তায় স্টিল সববরাহ করতে পারছে চিন অতি সস্তায় মোবাইল থেকে শুরু করে ল্যাপটপ কম্পিউটার দিতে পারছে যা অন্য কোনও দেশ দিতে পারছে না. তার ফলে অন্য দেশগুলি বাজার ধরতে পারছে না। এদিকে দার্জিলিং শিলিগুড়িতে প্রখর রোদ পড়তে শুরু করেছে। তার ফলে সেখানকার চা বাগানগুলি শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। বৃষ্টির দেখা নেই। গ্রীষ্মেকর তাপপ্রহাবে পড়তে শুরু করে দিয়েছে গোটা উত্তরবঙ্গ। গত মাসে কিছুটা বৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। তার পর কিন্তু বৃষ্টির আর দেখা নেই। তার ফলে বাজাগানগুলি একেবারে শুকিয়ে মরে যেতে শুরু করেছে। জনতার মতোই হাঁসফাঁস করতে শুরু করে দিয়েছে চাবাগানগুলি। চা গাছের পাতা শুকিয়ে পড়তে শুরু করেছে। প্রচণ্ড গরমে চা গাছগুলি নেতিয়ে পড়তে শুরু করেছে। ফাস্ট ফ্লাশ বলে পরিচিত চায়ের উৎপাদন ব্যাহত হতে শুরু করেছে। চায়ের গুণগত মান ক্রমশ খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে শুরু করেছে। চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত থাকা শিল্পগুলি এখন প্রহর গুনতে শুরু করেছে। তারা মনে করছে এই রকমভাবে প্রবল উত্তাপ দেখা দিতে শুরু করলে এক সময়ে চা শিল্প একেবারে মাথা নত করে ছাড়বে। তার ফলে চা থেকে আয় করা খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। চা শিল্পে চাপ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, সৃষ্টি করার প্রেরণা তৈরি করতে হবে। জাগতিক শক্তি সেই মাতৃশক্তি থেকে উৎসারিত। মাকে প্রমাণ করতে হবে দেবী রূপে। তাঁকে দেবীর ওপরে মনের মধ্যে স্থান দিতে হবে। মানুষের মনটা হচেছ আসল মন্দির। সেখানে মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে জীবনে কোনওদিন বড় হওয়া যায় না। বড় হতে গেলে বড় মনের পরিচয় দিতে হয়। সেটা কিন্তু সবার দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। যাদের সেই ক্ষমতা থাকে তাদেরকে বলতে হয় না। তারা অতি সহজেই বড় মনের পরিচয় দিয়ে থাকে। আসলে গোটা পৃথিবীটা হচ্ছে একটি কল কারখানা। এখানে সবাই শ্রমিক।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, আমার সাধন দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে তারাপীঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল সাধক বামাক্ষ্যাপার মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে তারাপীঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সেবা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার একটি অন্যতম পথ। আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেকব হতে বলছি। সেবা করাই পরম ধর্ম।

ভারতীয় ক্রিকেটের পৃষ্টপোষক রাজ পরিবারের সদস্যদের বংশধরেরাই আজকের রাজনীতিতে

রবীন্দ্র কুমার শীল

ব্রিটিশ শাসকেরা রাজ অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে বিলাতের রানির অধীনে গোটা ভারত শাসন করা হতো। পরাধীন ভারতের নামটা ছিল ব্রিটিশ-ভারত। সেই ব্রিটিশ ভারত শাসন কালে একের পর এক রাজ পরিবারদের কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। টিপু সুলতান, ওয়াজেদ আলি শাহ এর রাজ্যত্ব কেড়ে নিয়ে ব্রিটিশ ভারতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তার ফলে গোটা ভারতটা তখন ইংল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাকের অধীনে ছিল। তার ফলে কোনও রাজ পরিবারের সদস্যরা ব্রিটিশ সরকারের অধীনতাকে মনে প্রাণে গ্রহণ না করে নিতে না পারলেও বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেনি। যারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তাদের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আবার বহু রাজারা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থেকে রাজপাট পালন করতে থাকে। যেমন কাশ্মীর রাজাদের কথা বলা যেতে পারে। তারা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিল। কোনও সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। সিকিম ভুটান, কুচবিহার থেকে শুরু করে রাজস্থান সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানের রাজ পরিবার ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকতো। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে তারপর থেকে স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে থাকে ভারতের রাজপরিবারের সদস্যরা। তবে ব্রিটিশ শাসন চলাকালীন যে রাজপরিবারে জন্য ভাতা চালু রেখে দিয়েছিল তা আজও রয়েছে। প্রতিটি রাজপরিবার এখনও সরকারী থেকে ভাতা পান। সেই ভাতা দিয়ে তাদের সংসার চালান। তারা রাজত্বের অবসান ঘটে গিয়েছে। এখন আর কোনও রাজার অস্তিত্ব নেই। স্বাধীন ভারতের রাজ শাসন চলছে না। সবার রাজ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে গণতান্ত্রিক ভারত। তার ফলে রাজ পরিবারের সদস্যরা এখন তাদের যে রাজ শাসন করার নেশাটা ছিল তাকে বহাল রাখতে দেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। রাজ শাসন করার যে রক্ত তাদের ধমনীতে বইতে শুরু করে দিয়েছিল তা এখনও বহাল রয়েছে। তবে তা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে লোকসভা বা র‍্যজ্য সভার সদস্য পদ গ্রহণ করে তাদের মতামতকে ব্যক্ত করছে এবং পাশাপাশি জনগণের ইচ্ছাকে সংসদের প্রকাশ করছে। একন আর কেউই প্রজা নয়। সবাই কিন্তু স্বাধীন ভারতের নাগরিক। তবুও দেখতে পাই যে এখনও পরেক্ষাভাবে রাজ প্রভাব রয়েছে। পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পুরীর রাজ পরিবারের প্রভাব রয়েছে। যদিও রাজার সেখানে কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। তবুও পুরীর রথ বের হওয়ার সময়ে রাজা এসে রশিতে টান এবং রথ যাওয়ার রাস্তাটা পরিস্কার না করে দিলে রথ চলতে শুরু করে না। রাজত্ব নেই। কিন্তু কোথাও কোথাও আগেকার মতো মানসিকতা চলন দেখতে পাওয়া যায়। রাজস্থানে একবার বেড়াতে গিয়েছিল। আমরা সাংবাদিক গোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে জয়শালমির দুর্গে প্রবেশ করে যখন সব ঘুরতে দেখতে শুরু করলাম তখন আমি গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। তারপরে দেখতে পেলাম একটি বড় গাড়ি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সেই গাড়ি থেকে একজন অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা বের হলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্র। গাড়ির সঙ্গে বেশ কয়েকজন নিরাপত্তা রক্ষী। সেই সব রক্ষীগুলি আবার ভারত সরকার দ্বারা নিয়োজিত। পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে একটি লক্ষী মন্দিরে প্রবেশ করলেন তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। দেখলাম চারপাশে রাজস্থানের লোকেরা মহিলাকে দেখে হাত জোড় করে নমস্কার করছে। কৌতুহল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম উনি (মহিলাটি) কে? উত্তর এলো- রাজমাতা। তিনি আজকে লক্ষী মন্দিরে পুত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন পুজো দিতে। দূর্গের মধ্যেই ছিল লক্ষনী মন্দিরটি। আমি অবাক হয়ে গেলাম। এখনও রাজ পরিবারের দাপট রয়েছে। তাদেরকে প্রতি রাজস্থানের বাসিন্দাদের শ্রদ্ধা রয়েছে। ব্রিটেনের মতো

শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশে রাজপরিবার বর্তমান। সেখানকার পার্লামেন্ট কোনও সময়ে চিন্তা করতে পারে না যে রাজপারিবার থাকবে না। ব্রিটিশ রাজ পরিবারকে রক্ষা করে চলেছে। এটা ইংরেজদের ঐতিহ্য। হেরিটেজ বলা যেতে পারে। বিলাতের রাজপরিবারকে কেন্দ্র করে কত নোংরা কাহিনী তৈরি হয়েছে। প্রিন্সেস ডায়না রাজপরিবার ত্যাগ করে নিজের পুত্রদ্বয়দের ত্যাগ করে প্রেমিক টোডির সঙ্গে নিয়ে মিশে গিয়েছিল। এক বড় কাহিনী তৈরি হয়েছিল যা সারা বিশ্বের লোকেরা উপভোগ করেছে। কিন্তু ব্রিটিশরা এতে ক্ষুন্ন হয়েছে এবং রাজপরিবারের গায়ে কোনও আঁচড় দিতে দেয়নি। তার ফলে আজও রাজবরিবার বহাল তবিয়তে রয়েছে ইংল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ডের বাকিংহাম প্রসাদ দেখতে দেশ বিদেশ থেকে বহু পর্যটক আসে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে। ব্রিটিশ রয়্যাল ফ্যামিলি নিপাত যাক এই কথাটা তারা একবার উচ্চারণ করে না। তাদের কাছে রাজপবিরার একটি গৌরব। ভারতের রাজনীতিতে বহু রাজপরিবারের সদস্যরা রয়েছেন। তাদের মধ্যে কংগ্রেসের সধারণ সম্পাদক ছিলেন মধ্য প্রদেশের রাজ্যের রাজা পরিবারের একজন সদস্য বলভদ্র সিং। মধ্য প্রদেশের গুনা জেলার বাঘোগড় রাজ্যের শাসক ছিলন তারা। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য মাধরাও সিন্ধিয়া হলেন মধ্য প্রদেশের গোয়ালিওর মহারাজের প্রয়াত শ্রী মাধব রাও জিবাজিরাও সিন্ধিয়ার পুত্র। সিন্ধিয়ারা ১৮ শতকের শেষার্দ্ধ থেকে গোওয়ালিওয়ের শাসক ছিলেন। এবং জ্যোতিরাদিতের পিতামহ জর্জ জিজাজিরাও সিন্ধিয়া ছিলেন শেষ রাজত্বকারী মহারাজা। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার প্রথম চাচাতো ভাই দুষ্যন্ত হলেন বসুন্ধরা রাজের সিন্ধিয়া এবং রাজস্থানের ধোলপুরের শেষ স্বীকৃত রাজা মহারাজ হেমন্ত সিং ধোলপুরের ছেলে। তিনি লোসসভার সদস্য, বিজেপি সদস্য হিসাবে ঝালওয়ার-বরান আসনের প্রতিনিধিত্ব করছেন। মহারাও কুনভার ইজ্যরাজ সিং। তাঁকে কোটাহবাসীরা তাঁর নামজানে। কোটার একজন সাংসদ। তিনি কোটাহ রাজ্যের প্রাক্তন যুবরাজ। যোধপুরের রাজ রাজেশ্বর মহাধীরাজ শ্রীহনবন্ত সিং এর কন্যা চন্দ্রেশ কুমারী কটাচ। তাঁর মায়ের দিক থেকে তিনি গুজরাটের ধ্রাংধরার রাজপরিবারের অন্তর্গত। তিনি হিমাচল প্রদেশের কাংলার ৪৮৮ তম রাজা আদিত্য কোটাচকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি লোকসভার কংগ্রেস দলের যোধপরের প্রতিনিধিত্ব করেন। ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছেন। দিয়া কুমারী সওয়াই মাধোপুর কেন্দ্র থেকে রাজস্থান বিধানসভার সদ্যসা। তিনি জয়পুর মহারাজা সোয়াই ভবানী সিং এবং পদ্মিনী দেবীর কন্যা। তিনি জয়পুরের রাজমাতা গায়ত্রী দেবীর নাতনী। বালায় কোচবিহারের রাজবাড়ির কন্যা গায়ত্রী দেবী। আগে কোচবিহারের নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। পরে প্রাগজ্যোতিষপুরের পশ্চিম অংশ কামরূপ নামে পরিচিতি লাভ করে। এক সময়ে মুসলান শাসকেরা কামরুপ জয় করেছিল। তারা বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেনি। তাদের বিতারিত করার পরে কামতা রাজ্য অরাজকতায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে কোচ রাজার উত্থান শুরু হয়। ১৫১৫ সালে মহারাজা বিশ্ব সিং সিংহাসনে বসেন। কোচবিহারের মহারাজা নৃরেন্দ্র নারায়ণকে কোচবিহারের রূপকার বলা হয়ে থাকে। তাঁর রাজশাসনের কাল হচ্ছে ১৮৬৩ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত। কোচবিহারের শেষ রাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ। মহারাজার সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যোগ রাখতেন না। কোচবিহারের রাজকুমারী গায়ত্রী দেবীর সঙ্গে জয়পুরের মহারাজার বিবাহ হয়। স্বাধীনতা লাভের পর দেশীয় রাজ্যগুলি লোপ হয়ে যাওয়ার পরে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন গায়ত্রী দেবী। ১৯৬২ সলে তিনি লোকসভার সদস্যা হয়েছিলেন। ১৯৬৭ এবং ১৯৭১ সলেও স্বতন্ত্র পার্টি টিকিটে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাস্ত করে জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৭১ সলে আয়কর আইন ভাঙার অপরাধে তাঁকে পাঁচ মাস তিহারের কারাগারে বন্দি হয়ে থাকতে হয়েছিল। বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া দু’বার মুথ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। গোয়ালিওর রাজপরিবারের গৃহবধূ ছিলেন। তিনি রাজস্থানের ধোলপুরের রাজ পরিবারের রাজা হেমন্ত সিংকে বিবাহ করেছিলেন। বিজয় রাজে সিন্ধিয়া জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ১৯৮২ সালে তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের বনওয়ারি লালকে পরাস্ত করেন। তিনি অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন। মহারাজা কারনী সিং বাহাদুরের পৌত্রী সিদ্ধি কুমারী পূর্ব বিকানীর থেকে বিজেপি দলের হয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন। কোটা রাজপরিবারের রানি কল্পনা দেবী। তিনি মহারাও জয় রাজ সিংকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্বামী জয়রাজও ২০০৯ সালে কোটা থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন। পরে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন। কুনওয়ার বিশ্বরাজ সিং উদয়পুর রাজপরিবারের সদস্য। বিশ্বরাজ সিং মেওয়ার বিজেপিতে যোগদান করেছেন। ভরতপুরের বিশ্বেন্দ্র সিং। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিন বার বিজেপি দলের সাংসদ হয়েছিলেন। বাংলার নদীয়ার রাজপরিবারের পূর্ব পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার দিল্লির বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে মজুমদার উপাধি লাভ করেন। ১৪টি পরনগা নিয়ে রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। তখন রাজধানি ছিল মাটিয়ারিতে। পরে রাজা রাঘব রায় কৃষ্ণনগরে রাজধানি স্থানান্তরিত করেন। ১৬৭৬ সলে বর্তমান রাজবাড়ির রূপদান করেছিলেন রাজা রুদ্র রায়। রাজা রুদ্রের প্রপৌত্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮৩) রাজত্ব করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি সিংহাসন লাভ করেছিলেন। রাজপরিবারের বংশধর সৌমীশচন্দ্র রায় এর স্ত্রী অমৃতা রায়। বর্তমানে বিজেপি দলের হয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছেন কৃষ্ণনগরে। পূর্ব মেদিনীপুরের রাজবাড়ির মেয়ে জুন মালিয়া। ১৬৫৭ সলে বর্ধমান রাজ পরিবারের সূচনা হয়। প্রাক স্বাধীনতা পুর্বে উদয়চন্দ দুইবার বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচনে উদয়চন্দ কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছিলেন। পরাজিত হন। তারপরে তাঁর স্ত্রী রাধারানি দেবী বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিনয় চৌধুরীকে পরাস্ত করেন। ঝাড়গ্রামের শেষ রাজা নরসিংহ মল্লদেব ছিলেন প্রথম লোকসভার নির্বাচিত সাংসদ (১৯৫২-৯১৫৭)। জাতীয় কংগ্রেস থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। নরসিংহের পুত্র বীরেন্দ্র বিজয় মল্লদেব দুইবার ঝাড়খণ্ডের বিধানসভায় কংগ্রেসের বিধায়ক হয়েছিলেন। বীরেন্দ্রবিজয়ের ছোট পুত্র জয়দীপ মল্লদেব দুবার ঝাড়গ্রাম পুরসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বীরেন্দ্র বিজয়ের বড় ছেলে দুর্গেশ মল্লদেব কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন। এখন তিনি ঝাড়গ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি। দুর্গেশের ছেলে বিক্রমাদিত্য মল্লদেব একন ঝাড়গ্রাম শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সদস্যা কীর্তি সিং দেববর্মা বিজেপি দলের হয়ে লোকসভার প্রার্থী হয়েছেন। শ্রীমতি কীর্তি সিং যোগেশ্বর রাজ সিংহকে বিবাহ করেছিলেন। রাজ পরিবারের আর একজন সদস্য প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মা বিজেপির লোকসভার মিছিলে অংশ গ্রহণ করে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। তার ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এবারে ত্রিপুরাতে রাজ পরিবারের সদস্য এবং সদস্যারাই ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন।

বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশেষ প্রতিবেদন
(পূর্ব প্রকাশের পর)

এবং গো-পালন বিষয়ে পড়তে। রথীন্দ্রনাথ শিখে এসে গ্রামের মানুষকে শেখাবেন, এই হল তাঁর ভাবনা। মনে পিতৃবন্ধু জগদীশচন্দ্রের মতো বিজ্ঞানী হওয়ার ইচ্ছে থাকলেও, বাবার ইচ্ছে পূরণ করতে ছেলে বেশ আগ্রহ নিয়েই আমেরিকা গেলেন। কারণ, নতুন কিছু শিখতে, নতুন কিছু করতে রথীন্দ্রনাথের চিরকালই প্রবল আগ্রহ। আমেরিকা থেকে ফিরে শিলাইদহে উন্নতমানের কৃষিযন্ত্রপাতি নিয়ে একটি কৃষিফার্ম গড়ে তুললেন। চাষিদের আলু, টমেটো আর আখের চাষ শেখালেন। মাটি পরীক্ষার জন্য ল্যাব তৈরি করলেন। শেখালেন ট্রাক্টরের ব্যবহার। নিজে ট্রাক্টর চালিয়ে তাদের জমি চাষ করে দিলেন। পতিসর ও সুরুলেও এই ধরনের উন্নয়নে হাত দিলেন। এদিকে যখন এইসব কর্মকাণ্ড চলছে, তখন ওদিকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করে দিয়েছেন। একা হাতে তা সামলাতে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট হিমশিম খেতে হচ্ছে। তাই ছেলেকে তিনি ডেকে নিলেন এই কর্মযজ্ঞে। পিতার ডাক অগ্রাহ্য করার শিক্ষা রথীন্দ্রনাথের ছিল না। তবে, গ্রামের কৃষিজীবনের সঙ্গে তাঁর যে আন্তরিক একটা যোগসূত্র ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছিল, তা কাটিয়ে আসতে তাঁর ভারি কষ্ট হয়েছিল। তিনি লিখেছেন সে কথা- ‘সেই শিলাইদহ;যার কুঠিবাড়ির চারদিকে গোলাপ ফুলের বাগিচা, একটু দূরে সুদূরবিস্তারী ক্ষেত, যা বর্ষার দিনে কচি ধানে সবুজ, শীতকালে সরষে ফুলের হলদে রঙে সোনালি ; সেই পদ্মা নদী...এই সব যা-কিছু আমার ভালো লাগত;সেইসব ছেড়ে আমায় চলে যেতে হল বীরভূমের উষর কঠিন লাল

মাটির প্রান্তরে।’

প্রিয়ভূমি ছেড়ে এসেও রথীন্দ্রনাথ নিশ্চেষ্ট রইলেন না। শান্তিনিকেতনে পিতার দেওয়া দায়িত্বভার মাথায় তুলে নিয়েও উদ্যান পালনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যে শান্তিনিকেতনের মাটিতে গোলাপ ফুটতে চাইত না, সেখানে তিনি হরেক রকমের গোলাপের বাগান করলেন। লতানো আমের আশ্চর্য এক বাগান তৈরি করলেন। তার সঙ্গে ছবি আঁকা- শিল্পচর্চাও অব্যাহত রইল। এরই সঙ্গে বিশ্বভারতীর জন্য তাঁর ত্যাগেরও অন্ত রইল না। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হল বটে, কিন্তু তার ব্যয় চালানোর মতো সামর্থ্য রবীন্দ্রনাথের তখন কমে এসেছিল। ঋণের দায়ে জমিদারি যেতে বসেছে। হাতে শুধু বইয়ের রয়্যালটির টাকা। কাজেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর তখনও পর্যন্ত লেখা সমস্ত বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব লিখে দিলেন বিশ্বভারতীকে। সেটাই হল সদগুজাত প্রতিষ্ঠানটির একমাত্র সম্বল। লিখে না-দিলে এই রয়্যালটির উত্তরাধিকারী হতেন রথীন্দ্রনাথ। তিনি এই লিখে দেওয়ার ব্যাপারটিতে আপত্তি জানাতেই পারতেন, কিন্তু জানাননি। দাবি করতে পারতেন নিজের অধিকার। কিন্তু, করেননি। প্রথমত, তাঁর মানসিক গঠনই সে-রকম ছিল না; দ্বিতীয়ত, তিনি তো রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীতেই ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। জীবনের শেষ ক’টি বছর ছাড়া তিনি প্রায় আজীবন পিতার স্বপ্নের বিশ্বভারতীতে বিনা বেতনে কাজ করে গেছেন।

বহু অভিনেতাদের ট্রামে চাপার পয়সা ছিল না

বিশেষ প্রতিবেদন

এখন ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলা সিনেমা ও টিভি সিরিয়াল এর নবাগত তারকাদের ও সেলিব্রেটি দের দেখতে পাই বিদেশী দামি গাড়ি ও কয়েক কোটি টাকার ফ্লাটে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। অথচ বাংলা সিনেমা কোন হলে দুই থেকে তিন দিনের বেশি চলে না। কয়েকটি ভালো সিনেমা নিশ্চয়ই চলে, সেখানে আবার দেখবেন সেখানে কোন নামি দামি অভিনেতা নেই। আমার ছোটবেলায় মুদিয়ালি পাড়ায় মামাবাড়িতে থাকার সময় দেখেছি সুখেন দাসকে ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে যেতে। অনুপ ঘোষাল, নিমু ভৌমিক, অসিত বরন, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত (যীশু সেনগুপ্তর বাবা), তপেন চট্টোপাধ্যায়,প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, পরিচালক গৌতম ঘোষ (আমার সহপাঠী) আমাদের পাড়া দিয়ে হেটে যাতায়ত করত। ষাটের দশকের শেষ দিকে জ্যোতি বসুকে দেখতাম ১১০০ ডি ছোটো ফিয়াট গাড়ি নিজে চালিয়ে সিপিএমের নেতা মুজফফর আহমেদের লেক প্লেসের বাড়িতে আসতেন। কোন ড্রাইভার অথবা সিকিউরিটি গার্ড দেখিনি। তবে সত্তরের দশকে জ্যোতি বসুকে ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে আসত। উত্তম কুমার ছোটো ফিয়াট গাড়িতে চড়তে দেখতাম। সমিত ভন্জ আমাদের দুটো বাড়ির পড়ে একজনের বাড়িতে ট্যাক্সি করে আসত, তখন ও বিখ্যাত অভিনেতা। সত্তরের দশকে মুক্তগন থিয়েটারের সামনে রাত নটার সময় অল্প বৃষ্টি হচ্ছে, অপর্ণা সেন ও বুলবুল চৌধুরী (পরিচালক পারথপ্রতিম চৌধুরীর স্ত্রী) নাটক দেখে বেড়িয়ে আমি ও আমার বন্ধু কে অনুরোধ করেন একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিজের চোখে এদের অতি সাধারণ জীবন যাপন করতে দেখেছি। আর একটি ঘটনা ১৯৬৬ সাল আমাদের পাড়ায় একটি তিন কামড়ার ফ্রাট নিতে সৌমিত্র ভাড়া নিতে এসেছেন। বাড়ি আলা ৮০০ টাকা চেয়েছেন, সৌমিত্র দালাল কে বলছে আমি ৬০০ র বেশি দিতে পারব না। বাড়ির মালিক রাজি না হওয়ায় সৌমিত্র বাড়ি ভাড়া নিলেন না। অরিজিত সিংহ এখন ভারতের সব থেকে নামি দামি গায়ক, বম্বেতে কাজ মিটিয়ে জংগীপুরে বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকেন। সারা বহরমপুর স্কুটি তে ঘুরে বেড়ান। ছেলে মেয়েকে স্কুল থেকে বেশির ভাগ দিন স্কুটিতে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। অতএব জীবন কে কিভাবে চালাবে সেটা তোমাকে স্থির করতে হবে। অনেকেই জানেন না, কাগজে ও টিভি তে যে নেতা ৬০ লাখ টাকা দামের রেন্জ রোভার গাড়ি চড়ে লোকের আলোচনার বস্তু হয়েছেন তিনি সুখেন দাসের মেয়ের ছেলে। কোন কাগজে বা টিভিতে উনি গরিব দাদুর পরিচয় দেন নি। কারণ তাহলে ওর সামাজিক বিচ্যুতি ঘটবে। মান্না দে যখন মধ্য গগনে, কলকাতায় আসলে উত্তর কলকাতার মদনমোহন ঘোষ লেন এর বাড়ির রকে বসে লুংগি পরে আড্ডা দিতেন। এতে ওনাদের কারুর সম্মান হানি হয় নি, বরং আমাদের ঘরের লোক বলে মনে হয়েছে।

কত প্রতিভাবান শিল্পীরা কত কষ্ট পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের অভিনয় গুণে কোনও ঘাটতি ছিল না। সবাই নিষ্ঠাভরে অভিনয় করে গিয়েছেন। তখন অভিনয় করে বেশি পয়সা পাওয়া যেত না। অভিনয় করাটা একটা নেশায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সিনেমা ব্যবসায় পরিণত হতে শুরু করে বাংলায় ষাটের দশকের পর থেকে। তার আগে থিয়েটারের দিকে সবাই ঝোঁক থাকতো। চলচ্চিত্রে যাঁরা অভিনয় করতেন তারা আবার থিয়েটারে অংশ গ্রহণ করতেন। রোজগার না করতে পারলে সংসার চালানো বড় কষ্টকর ছিল। সত্যজিৎ রায় তো পথের পাঁচালি ছবি তৈরি করতে পারছিলেন না পয়সার অভাবে। সবার কপাল ভালো থাকে না। গিরিশ ঘোষ যদিও শেষ দিকে বেশ খানিকটা অর্থ লাভ করেছিলেন। তার আগে কোনও রকমে ধার দেনা করে থিয়েচার করে গিয়েছিলেন। স্টার থিয়েটার হওয়ার পরে গিরিশ পয়সার মুখ দেখতে পেলেন।

কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর প্রেম

বিশেষ প্রতিবেদন
(পূর্ব প্রকাশের পর)

এবং নিরুপমা দেবী এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন যেখানে ভাললাগা ছিল, ভালবাসা ছিল কিন্তু হাতের ওপর হাত রাখা সহজ ছিল না, সারা জীবন বইতে পারাও সহজ ছিল না। তাই নিরুপমার সাথেও শরৎচন্দ্রের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এই বিচ্ছেদে শরৎচন্দ্রের ওপর এক শোকের, একাকিত্বের ছায়া নেমে আসে। তাঁর সৃজনে বাধা পড়ে যায়। তিনি নিরুপমাকে কিছুতেই ভুলতে পারেন না। সংগ্রহ করতে থাকেন তাঁর প্রকাশিত রচনাগুলিকে। চিঠি লিখে তাঁর দাদার কাছে অনুরোধ করেন নিরুপমা দেবীর লেখার খাতাগুলো একবার লুকিয়ে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে খাতাগুলোর সত্যিই শরৎচন্দ্রের কাছে পৌঁছেছিল কি না জানা নেই। ৩. গায়ত্রীর প্রেম ঃ শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে। এই সময় তাঁর জীবনে প্রবেশ করেন মন্ত্রের মতো গায়ত্রী। আবারও একটি বাল্যবিধবা রমণী শরৎচন্দ্রের জীবনকে নাড়া দিয়ে গেলেন। গায়ত্রী বিধবা হওয়ার পর সৎ মায়ের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে পাড়াতুতো বিশ্বাসী বন্ধু নন্দদুলালের সঙ্গে মাসির বাড়ি পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। লখনউয়ের উদ্দেশে রওনা হন কোনও এক মধ্যরাত্রে। কিন্তু তাঁর জীবনে যে সেই রাত্রি আরও অন্ধকার নিয়ে আসবে তিনি বুঝতে পারেননি ফলে ভাগ্যের পরিহাসে বন্ধুরূপে কাল সাপ নন্দদুলালের খপ্পরে পড়ে কালাপানি পার করে তিনি চলে আসেন রেঙ্গুনে। লোলুপ নন্দদুলালের হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে খুঁজতে তাঁর স্থান হয় শরৎচন্দ্রের অভিভাবকত্বের মধ্যে। নন্দদুলালের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র নিজেই গায়ত্রীর প্রেমে পড়ে যান। তিনি তাঁর মনের কথা গায়ত্রীকে জানালেও গায়ত্রী ছিলেন পাথর সমান। কোনও আবেগ তাঁকে টলাতে পারেনি। সময়ের সাথে যেভাবে শরৎচন্দ্রের মদ্যপান, খামখেয়ালিপনা বেড়ে উঠেছিল, সেইভাবেই বেড়েছিল গায়ত্রীর প্রতি

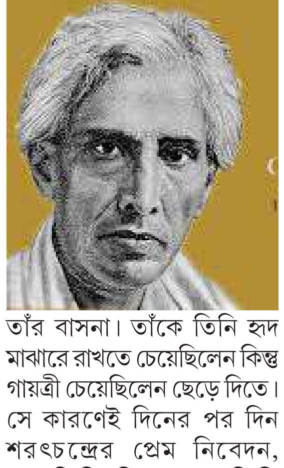

তাঁর বাসনা। তাঁকে তিনি হৃদ মাঝারে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু গায়ত্রী চেয়েছিলেন ছেড়ে দিতে। সে কারণেই দিনের পর দিন শরৎচন্দ্রের প্রেম নিবেদন, কাকুতিমিনতি সত্ত্বেও তিনি শরৎচন্দ্রকে গ্রহণ করেননি। গায়ত্রী জানতেন তাঁর আর বাড়ি ফেরার উপায় নেই, সমাজে তাঁর স্থান নেই। তা সত্ত্বেও তিনি কোনও পুরুষ মানুষের কাছে সেবাদাসী হতে চাননি। সে কারণেই রেঙ্গুনের পরিচিত উকিল দম্পতির সহায়তায় তিনি ফিরে গেছেন লখনউয়ে মাসি মেসোর কাছে। গায়ত্রী চলে যাবার দিন নির্বাক থেকে গেছেন শরৎচন্দ্র। পারেননি তাঁকে ধরে রাখতে। ৪. শান্তির প্রেম ঃ শরৎচন্দ্রের জীবনে এসেছেন তাঁর প্রথমা স্ত্রী শান্তি। এই শান্তির কাছেই যেন ভবঘুরে নেশারু শরৎচন্দ্র স্থিতি পেলেন। খুঁজে পেলেন শান্তির নীড়। অন্যান্য সব চাহিদা ভুলে গিয়ে তিনি ডুবে গেলেন সংসার প্রেমে। অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে তিনি ফিরে আসতেন শান্তির কাছে শান্তির খোঁজে। বিধাতা শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে শুধুই লিখেছিলেন বিড়ম্বনা তাই এই সংসার সুখ তাঁর সহ্য হল না। বাবা হওয়ার পর বাবা ডাকটি শোনার আগেই হারালেন পুত্র সন্তানকে। ৫. সুমিত্রার প্রেম ঃ স্ত্রীর মৃত্যু ঘটনার কিছু সময় পরে আর এক যাযাবরের সঙ্গে তাঁর ক্ষণিকের সান্নিধ্য ঘটে। শরতের কাছে সে সুমিত্রাই ছিল। তিনি কোকেন ব্যবসায়ের মক্ষীরানি। সেই সুমিত্রা একদিন পুলিশ তাড়া করে।

ভোটের মুখে রক্তক্ষরণ বিরোধী শিবিরে, ভাঙড়ে আরও শক্তি বাড়ল তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ৩১ মার্চঃ লোকসভা নির্বাচনের মুখে দ্রুত বদলাচ্ছে ভাঙড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ। ভাঙন জমি জীবিকা বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ রক্ষা কমিটির। রক্তক্ষরণ চলছে আইএসএফেরও। পোলেরহাট ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে কয়েকশো জমি কমিটির সদস্য ও আইএসএফ সমর্থকেরা যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। শনিবার রাতে পাকাপোল বাজারে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার হাত ধরে যোগ দেন তাঁরা। ক'দিন আগেই পাওয়ার গ্রিড আন্দোলনকারী হিসাবে পরিচিত জমি কমিটি থেকে কয়েক'শো সদস্য যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূলে। তারপর আবারও একসঙ্গে জমি কমিটির সদস্য ও আইএসএফের সদস্যরা যোগ দিলেন শাসকদলে। তা নিয়েই এখন জোর চর্চা চলছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। যোগ দেওয়া নতুন সদস্যদের গলায় উত্তরীয়

পরিয়ে স্বাগত জানান ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। অন্যদিকে আবার দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তাও দেন। পাকাপোল বাজারে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, ভাল না লাগলে চলে যাবেন, কিন্তু দলে থেকে যারা বেইমানি করবে চার তারিখের পর সুদে আসলে বুঝে নেব। তাঁর গলায় শোনা যায় দুর্নীতি দমনের কথাও। বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। কোনও নেতা যদি কারও কাছ থেকে টাকা নেয় তাহলে দল সর্বতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে শওকত মোল্লার হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে ভিড়েছিলেন জমি জীবিকা বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ রক্ষা কমিটির শতাধিক সদস্য। তা নিয়েও জেলার রাজনৈতিক মহলে বিস্তর হিন্দোল উঠেছিল। এদিকে শেষ পঞ্চায়েত ভোটে পোলেরহাট ২ পঞ্চায়েত নিজেদের হাতে রেখেছিল জমি কমিটি। বিগত কয়েকদিনে সেই কমিটি থেতে শতাধিক সদস্য তৃণমূলে ভেড়ায় ভোটের মুখে শাসক শিবিরের পুরনো কর্মীদের মনোবল অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশ।

শাশুড়িকে কুপিয়ে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ বউমার

দুরন্ত বার্তা, মহেশতলা, ৩১ মার্চঃ সন্তান না হওয়ায় শাশুড়ির নিত্য লাঞ্ছনার মুখে পড়তে হত ৫২ বছরের গৃহবধূকে। পুঞ্জীভূত সেই ক্ষোভ থেকে শাশুড়িকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ করলেন বধূ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা থানা এলাকার রায়পুর এলাকায়। দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত বধূকে। মহেশতলা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত রায়পুরের বাসিন্দা গোপাল নস্করের সঙ্গে ভারতী নস্করের বিয়ে হয়েছিল প্রায় ২০ বছর আগে। গোপালবাবু একটি ব্যাটারি তৈরির সংস্থার কর্মী। অনেক চেষ্টাতেও মা-বাবা হতে পারেননি দম্পতি। যার জেরে পুত্রবধূ ভারতীকে দিন রাত গঞ্জনা দিতেন শাশুড়ি যমুনা নস্কর (৭৬)। রবিবার সকালে শাশুড়ি-

বউমার কলহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। তখন ঘরে থাকা কাটারি দিয়ে শাশুড়িকে বারবার আঘাত করতে থাকেন তিনি। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন বৃদ্ধ যমুনাদেবী। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় তাঁর। এর পর মহেশতলা থানায় পৌঁছে যান ভারতীদেবী। সেখানে পুলিশ আধিকারিকদের কাছে তিনি শাশুড়িকে খুন করার কথা স্বীকার করেন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বধূর বাড়িতে পৌঁছয় পুলিশ। সেখান থেকে রক্তাক্ত যমুনাদেবীকে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এর পর গ্রেফতার করা হয় ভারতী নস্করকে। অভিযুক্তের স্বামী গোপাল নস্কর জানিয়েছেন, মায়ের সঙ্গে স্ত্রীর ঝামেলা হত। অন্য সব বাড়িতে যেমন হয় তেমনই। সেজন্য যে ও মাকে আক্রমণ করবে তা বুঝতে পারিনি। যমুনা নস্করের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। শুধুই শাশুড়ি বউমার ঘরোয়া বিবাদ না কি এই খুনের পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে? জানতে ধৃতকে জেরা করছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

শীতলকুচিতে কেন গুলি চালিয়েছিল বাহিনী? বীরভূমে প্রার্থী হয়ে বিস্ফোরক প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধর

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩১ মার্চঃ দেবাশিস ধর। একটা সময় তিনি ছিলেন কোচবিহারের এসপি। সেই সময়তেই শীতলকুচি কাণ্ড। পরবর্তী সময় তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। সম্প্রতি তিনি চাকরি ছাড়েন। এরপর তিনি যে বিজেপি মুখী হচ্ছেন তার ইঙ্গিতও মিলছিল। এমনকী তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা পর্যন্ত বিজেপি অপেক্ষা করছে এমন জল্পনাও চলছিল। তবে যাবতীয় জল্পনাকে সত্যি করে এবার বীরভূমের বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধর। প্রার্থী হিসাবে কী বললেন তিনি? একটি সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে তিনি জানিয়েছেন, ''আমাদের নানাভাবে কাজ করতে হয়। পুলিশে এসেও নানা ধরনের কাজ করা যায়। আবার করোনার সময় তার ব্যাপ্তি অনেকটাই বেড়ে যায়। আবার যখন এতদিন সাসপেনশনে ছিলাম বা কমপালসারি ওয়েটিংয়ে যে দীর্ঘ তিন বছর ছিলাম তখন মঠ মিশন, সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে কাজ করেছি।'' দেবাশিস ধর অনুব্রতর গড় প্রসঙ্গ বলেন, ''বীরভূমের খেলার সবথেকে বড় শক্তি হলেন মা তারা। যিনি ওপর থেকে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি, তার উপর খেলাধূলা করার ক্ষমতা কারোর নেই। বীরভূম কোন দিকে যাবে, কোন দিকে খেলবেন সেটা তাঁর উপর নির্ভর করছে।'' আর বিপক্ষের প্রার্থী শতাব্দী রায় প্রসঙ্গে

তিনি বলেন, ''ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ভালো। তাঁকে দিদি বলে ডাকি। শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছি দুটি পার্টির লড়াই হবে। দুটি আদর্শের লড়াই হবে। আমি জানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন শুধু বুথে নয়, তবে দেখা যায় আগের দিন যা হল, সাদা থান দিল, মার্ডার হয়ে গেল, বোমাবাজি হল আর মানুষ যেতে পারেন না ভোট দিতে।'' শীতলকুচি কাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''প্রথমত শীতলকুচির ঘটনার জন্য আমায় সাসপেন্ড করা হয়নি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে ভোট পরবর্তী হিংসায় আমি ঠিকমতো কাজ করিনি। সেকারণে কোচবিহার জেলায় হিংসা হয়েছিল। শীতলকুচির কোনও উল্লেখ ছিল না। দুদিনে ১৩২ জনকে গ্রেফতার করেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহার কমিশনের গাইডলাইন মেনে কাজ হয়। ডিএম সেখানে সর্বশক্তিমান।'' শীতলকুচিতে ভোটের দিন গুলি চালানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''কেন্দ্রীয় বাহিনী সেদিন ভোটারদের নিয়ে আসছিল। সেই সময় একটি মোড়ের কাছে ওদের উপর পাথরবৃষ্টি হয়েছিল। তখন ওরা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য শূন্যে গুলি করে। আর সেই সময় একটি বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চা মাটিতে পড়ে যায়। আর তারপরেই সেখানে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বাচ্চাটি মারা গিয়েছে বলে গুজব ছড়ায়। এরপর বাহিনীর উপর সরাসরি আক্রমণ করেছিল জনতা। কিন্তু কে বা কেন আমার উপর পুরোটা চাপিয়ে দেওয়া হল তা বুঝলাম না। আমার রিপোর্ট ছিল ফ্যাক্টের উপর।'' বিস্ফোরক দেবাশিস ধর।

'দেহ' উদ্ধার করতে গিয়েছিল পুলিশ, হাত দিতেই নড়ে উঠল বডি! কে তিনি? তোলপাড় বিষ্ণুপুর

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ৩১ মার্চঃ একেবারে চমকে দেওয়া ঘটনা বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ার জয়পুর থানার পরশিয়া গ্রামের এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, ওই গ্রামের পুকুরপাড়ে একটি

দেহ পড়ে রয়েছে বলে এলাকায় রটে গিয়েছিল। এরপরই চারদিক থেকে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশও যায়। কার দেহ, কে ওখানে পড়ে রয়েছে তা নিয়ে নানা গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। এরপরই পুলিশ সেই দেহ উদ্ধার করতে যায়। এদিকে সেই দেহের গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠল পুলিশ। কেমন যেন নড়ছে বলে মনে হয় পুলিশের। এরপর দেখা যায় বাস্তবিকই ওই দেহটি নড়ছে। এরপরই পুলিশ তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। আসলে ওই ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। কিন্তু এমনভাবে পড়েছিলেন যে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি হয়তো মৃত অবস্থায় রয়েছেন। সূত্রের খবর, শনিবার সন্ধ্যা থেকেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একেবারে তোলপাড় হয়ে যায় এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা জয়পুর থানায় ফোন করে জানিয়েছিলেন যে একটি দেহ পড়ে রয়েছে গ্রামের পুকুর ধারে। কিন্তু ওই ব্যক্তিকে চিনতে পারা যাচ্ছে না। তাছাড়া তার গায়ে কোনও বস্ত্র নেই। এদিকে ওই ব্যক্তির পায়ের দিকের অংশটি জলের মধ্যে ছিল। তবে বাকি অংশটি ডাঙাতেই ছিল। কিন্তু কীভাবে ওই দেহটি ওখানে এল তা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না। এরপরই চারদিকে হইচই পড়ে যায়। এরপর পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। তারা দেহটি উদ্ধার করার চেষ্টা করে। আর দেহটিকে স্পর্শ করতেই একেবারে অবাক করা কাণ্ড। ওই দেহটি নড়ে ওঠে। প্রথমে স্থানীয়রা ভাবছিলেন হয়তো চোখের ভুল। পরে বুঝতে পারেন যে চোখের ভুল নয়। আসলে ওই ব্যক্তির শরীরে প্রাণ রয়েছে। কিন্তু তিনি অসার হয়ে পড়ে রয়েছেন। এরপরই ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। কিন্তু ওই ব্যক্তির বাড়ি কোথায়, তার আসল পরিচয় কী সেটা ঠিক জানা যায়নি। কেন তিনি ওখানে ওভাবে পড়েছিলেন সেটাও জানা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে তিনি হয়তো অন্য কোথাও থেকে এসে ওই পুকুরপাড়ে গিয়েছিলেন। এরপর শারীরিক অসুস্থতার জেরে তিনি পুকুরপাড়েই পড়ে যান।

দু'হাতে কাটারি নিয়ে ব্যবসায়ীকে হুমকি, বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা!

দুরন্ত বার্তা, গোঁসাইপুর, ৩১ মার্চঃ হাতে ধারাল অস্ত্র। আর সেটা হাতে ধরে রেখেছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ল সেই ছবি। সেই অস্ত্র দেখিয়ে ব্যবসায়ীকে হুঁশিয়ারির অভিযোগ উঠল তৃণমূলের এই পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, শনিবার বাগডোগরার গোঁসাইপুরের এক হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ীর দোকানে যান আপার বাগডোগরার গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য কুলপ্রসাদ শর্মা ওরফে উজ্জ্বল শর্মা। তাঁর এই কীর্তিতে কার্যত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন দোকানের কর্মচারী সহ ক্রেতারা। এরপরই সিসিটিভি ক্যামেরাবন্দি এই ছবি নিয়ে বাগডোগরা থানায় অভিযোগ দায়ের

করেন ওই ব্যবসায়ী। জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ীর দোকান থেকে রড কেনার পর তার গুণগুত মান খারাপ হওয়ায় টাকা ফেরতের দাবি করেন অভিযুক্ত উজ্জ্বল। দোকানে ঢুকে কর্মরত কর্মচারী ও ক্রেতাদের ধাক্কাধাক্কি করার পাশাপাশি জিনিসপত্র ভাঙচুর ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ব্যবসায়ী মহল। বাগডোগরা সমিতির সদস্যদের অভিযোগ, এভাবে দিনেদুপুরে অস্ত্র নিয়ে দোকানে ঢুকলে রাতে কী হবে। পাল্টা আবার সরব হন অভিযুক্ত। তাঁর বক্তব্য ব্যবসায়ী দোকান থেকে খারাপ সামগ্রী দিয়েছে। তবে তা নিয়ে বলতে গিয়ে ধারাল অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করেন তিনি। আঘাত করার কোনও ইচ্ছা তাঁর ছিল না বলে মন্তব্য অভিযুক্তের। এ দিকে, এই ঘটনার পর উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে দল। উজ্জ্বল শর্মাকে অঞ্চল যুব সভাপতির পদ থেকে এবং সমস্ত দলীয় পদ থেকে বহিষ্কার করেছে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সমতল।

মালা পরানো নিয়ে তৃণমূল প্রার্থীর সামনেই হাতাহাতি!

কীর্তি আজাদ বললেন, এটা প্রেমের বর্হিপ্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩১ মার্চঃ প্রচারে তখন ব্যস্তি ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। পায়ে হেঁটেই চলছিল প্রচার। নিজেই কার্যত হাত দেখিয়ে 'কন্ট্রোল' করছিলেন। হঠাৎ করেই তাঁর সামনেই কার্যত এক হয়ে উঠেছিল ১২ নম্বর ওয়ার্ড। এমনকী শেখ শাহাবুদ্দিন একবার গুলিবিদ্ধ হন। এরপর গোষ্ঠী কোন্দল আরও প্রকট আকার ধারণ করে। কিছুদিন আগে আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত আজাদকে সঙ্গে নিয়ে শাহাবুদ্দিন ও তাঁর দলবল আমরাই গ্রামের রাস্তায় মিছিল শুরু করেন। অপরদিকে, ৩০০ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমিনুর রহমান ও তাঁর দলবল। কীর্তি আজাদকে নিয়ে শাহাবুদ্দিন ও দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। ভোটের বাজারে এমন ঘটনাকে ইস্যু বানাতে কালক্ষেপ করেনি বিজেপি। তৃণমূল প্রার্থীর উদ্দেশে বিজেপির দুর্গাপুরের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের কটাক্ষ, ''মালা পরানোকে ঘিরেও

তৃণমূল কর্মী এসে হামলা করলেন অপরজনের উপর। একদম কীর্তি আজাদের সামনেই শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর মারামারি দুর্গাপুরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের আমরাইয়ে। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পর দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ঠিকা শ্রমিক সংগঠনের রাশ সিটুর হাতবদল হয়ে শাসক দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির হাতে আসে। শ্রমিক নেতা প্রভাত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতা শেখ শাহাবুদ্দিন সহ অন্যান্যরা এই ঠিকা শ্রমিক সংগঠন দেখভালের দায়িত্ব পান। তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় ১২ নম্বর ওয়ার্ডে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। একদিকে আমিনুর রহমান ও তাঁর গোষ্ঠী। অন্যদিকে শেখ শাহাবুদ্দিন ও তাঁর গোষ্ঠী। মাঝে মধ্যেই উত্তপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএনটিটি ইউসির জেলা সভাপতি অভিজিৎ ঘটকের হাত ধরে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ঠিকা শ্রমিক সংগঠনের কমিটিতে বদল আসার পর। শেখ শাহাবুদ্দিন এবং তাঁর সঙ্গীদের জায়গায় কমিটিতে রাখা হয় আমিনুর রহমান ও তাঁর সঙ্গীদের। নতুন করে ১২ নম্বর ওয়ার্ডে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ঘৃতাহুতি পড়ে। এতদিন যে আগুন ধিকধিক করে জ্বলছিল। রবিবাসরীয় সকালে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ ১২ নম্বর ওয়ার্ডে আসেন প্রচারে। প্রথমেই বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় শেখ শাহাবুদ্দিনকে তৃণমূল কংগ্রেসের ২ নম্বর ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শহিদ বেদীতে মাল্যদান করার পর কীর্তি তাঁর দলবল সেখানে যাওয়া মাত্রই শুরু হয়ে যায় দুই পক্ষের হাতাহাতি। অস্বস্তিতে পড়ে প্রার্থী কীর্তি আজাদ সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। প্রভাত চট্টোপাধ্যায়কেও দেখা যায় ঘটনাস্থলে। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন কীর্তি আজাদ। সামনেই থাকা একটি মন্দিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে দেখা যায় কীর্তি আজাদকে। ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেখ শাহাবুদ্দিন বলেন, ''আমরা যখন প্রার্থীকে নিয়ে মিছিল করছিলাম, সেই সময় অনেক অবাঞ্ছিত লোক ঢুকে পড়ে আমাদের মিছিলে। তারাই মূলত গন্ডগোল করতে শুরু করে। আমি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে বিষয়টি জানাব। আমিনুর রহমান বা তাঁর গোষ্ঠীর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।'' হাতাহাতির ঘটনায় তৃণমূলের দু'পক্ষ পরস্পরের তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল! ভাবা যায়! এখনও ৪০ দিন বাকি আছে। কীর্তি আজাদ দেখতে থাকুন, আর কী কী হয় ওর সঙ্গে। তাহলেই বুঝতে পারবে কাদের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন!'' যদিও তৃণমূল প্রার্থীর দাবি, ''এখানে গোষ্ঠী কোন্দলের কোনও বিষয় নেই। কর্মীরা সকলে চায় মালা পরাতে, কেউ চায় কথা বলতে, অতি উৎসাহ, প্রেম থেকেই কর্মীরা এটা ঘটিয়ে ফেলেছেন। এর মধ্যে অন্য মানে খোঁজা ঠিক নয়। এটা ভালবাসার বর্হিপ্রকাশ!'' একই সঙ্গে তাঁর দাবি, ''বিজেপি এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজেদের ঘর সামলাক। কারণ, আমার সঙ্গে মমতাদিদি রয়েছেন। বিজেপির পরাজয় কেউ আটকাতে পারবে না বর্ধমান দুর্গাপুরের মানুষ আমাকেই আর্শীবাদ করবেন।''

রবিবাসরীয় প্রচারে বাজারকেই জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিলেন বামপ্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ মার্চঃ ভোট এসে গিয়েছে। আর প্রচারে বেরিয়েছেন প্রার্থীরাও। সাত সকালেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ থেকে চাকরীজীবী সাধারণ মানুষ থলে হাতে হাজির হন সবজি বাজারে। আর বাজারে আসা স্থানীয় মানুষদেরই প্রচারের মুল হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিলেন বাম প্রার্থী। নিত্যদিনই ভিড়ে গিজগিজ করে বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের অন্যতম সবজি বাজার ঝাঁটিপাহাড়ি স্টেশন বাজার। তবে রবিবারের সেই দিনটা অনেকাংশে আলাদা। সবজি বাজারেই সাত সকালে দলের নেতা কর্মীদের নিয়ে হাজির হলেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত। বাজারে আসা সবজি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতাদের মাঝে বামেদের পক্ষে ভোটদানের আবেদন জানান নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত। সিপিএম প্রার্থীর দাবি, একসময় ঝাঁটিপাহাড়ি এলাকায়

কমবেশি ৪০টি মিল ছিল। চাল মিল, তেল মিল সহ এই ৪০ টি মিলে কমবেশি আড়াই হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। আজ সে জায়গায় মাত্র একটি মিল টিমটিম করে চলছে। কর্মহীন বহু মানুষ। এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয় জল সরবরাহের অবস্থাও তথৈবচ। এলাকার বিধায়ক থেকে সাংসদ কেউ সেদিকে নজর দেননি। এদিন মানুষের কাছে সেই ইস্যুগুলিকে তুলে ধরেই ভোট প্রচার করেন তিনি।

ভোটের মুখে সিঙুরে তৃণমূল ছেড়ে শ'য়ে শ'য়ে যোগ দিলেন বিজেপিতে

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর, ৩১ মার্চঃ লোকসভা ভোটের মুখে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন সিঙুরের এক পঞ্চায়েত সদস্যসহ কয়েকশ তৃণমূল সমর্থক। রবিবার সিঙুরে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টপাধ্যায়ের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেন তাঁরা। এদিনের সভা থেকে প্রতিপক্ষ তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেন স্বীকার করে নিচ্ছেন সিঙুরে শিল্প হয়নি। শুধু ঘাসই হয়েছে। ওনার দিদি বীজ ছড়িয়েছিলেন। সেই বীজ থেকে ঘাসফুল হয়েছে। সেই ঘাসফুল এখন গরুতে খাচ্ছে।'' বলে রাখি দিন কয়েক আগে সিঙুরের মিষ্টি খেয়ে প্রশংসা করেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''এখানে চারিদিকে এত সবুজ ঘাস, টাটকা শাক পাতা খেয়ে গরু ভালো দুধ দেয়। তাই এখানকার মিষ্টিতে

তিনি। রবিবার পশ্চিম বারুপাড়ায় লকেট চট্টোপাধ্যায়ের যোগদান সভায় বিজেপির হাত ধরেন তৃণমূলের এক মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য। লকেটের দাবি, সন্দেশখালির ঘটনার পর থেকে আরও বেশি করে মহিলারা বিজেপির হাত ধরছেন। পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে প্রায় ১০০ তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেন। এদিনের সভা থেকে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন লকেট। বলেন, ''উনি বলছেন সিঙুরের ঘাস খেয়ে না কি গরু ভালো দুধ দিচ্ছে। তার মানে উনি এত স্বাদ।'' রচনার সেই মন্তব্য ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। হুগলি কেন্দ্রে এবার লড়ায় বিদায়ী সাংসদ বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী তথা অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। টেলিভিশনের পরিচিত মুখ রচনার সঙ্গে যে লকেটের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো তা স্বীকার করে নিয়েছেন ২ জনেই। লকেট ও রচনা বেশ কয়েকটি বাংলা চলচ্চিত্রে একসঙ্গে অভিনয়ও করেছেন। সেই জুটিই এবার যুযুধান ভোটের ময়দানে।

মহারাজা ভেবে বর্ধমানে ভুল মূর্তিতে মালা দিয়েছেন দিলীপ

বর্ধমান, ৩১ মার্চঃ দিলীপ ঘোষ আর বিতর্ক যেন একে অপরের সমার্থক শব্দ হয়ে গিয়েছে। এবার মালা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্কে জড়ালেন দিলীপ ঘোষ। তিনি এবার মেদিনীপুরে প্রার্থী হতে পারেননি। দাঁড়িয়েছেন বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্র থেকে। এদিন একটি সাদা রঙের মূর্তিতে মালা দিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। এরপর তিনি স্লোগানও দেন মহারাজ উদয়চাঁদ অমর রহে। এদিকে তারপরই উপস্থিত বিজেপি কর্মীরা নেতার ভুল ধরিয়ে দেন। আর তারপর দিলীপ ঘোষ বলেন, ''এখানে আবার কপূর এলেন কোথা থেকে।'' আসলে ওই মূর্তিটি ছিল বনবিহারী কপূরের। আর তাঁর মূর্তিতেই মালা দিয়ে মহারাজার নামে স্লোগান দিলেন দিলীপ। বর্ধমানের জহুরিপট্টির ঘটনা। সেখানে গিয়ে তিনি মহারাজার মূর্তি ভেবে অপর একটি মূর্তিতে মালা দিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর মহারাজার নামে স্লোগান দিতে শুরু করেন। তবে বিজেপি প্রার্থীর এ হেন স্লোগানের কথা শুনে হেসে ফেলছেন অনেকে। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে দিলীপ ঘোষও অস্বস্তিতে পড়েন বলে খবর। বিষয়টি ম্যানেজ করার জন্য তিনি দ্রুত এলাকা ছাড়েন। তবে কে এই বনবিহারী কপূর? আসলে তিনি মহারাজা নন। তিনি ছিলেন রাজ পরিবারের জ্যোতিষী। কিন্তু মূর্তির নীচে নাম লেখা থাকলেও কেন দিলীপ ঘোষ ভুল করলেন তা নিয়েও প্রশ্ন। মূর্তির নীচে লেখা রয়েছে শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর বাহাদুর সিএস, দেওয়ান ই রাজ ১৮৭৭-১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। ম্যানেজার রাজ বর্ধমান।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ/ই-প্রকিউরমেন্ট/২৪/১৮

তারিখ: ২২/০৩/২০২৪। পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত সরবরাহগুলির জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক বিডের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। প্রত্যাশিত/সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এইগুলি ই-টেন্ডার শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিড গ্রহণ করা হবে। **ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; স্টোরের বর্ণনা; পরিমাণ; বকেয়া তারিখ; টেন্ডারের খরচ** নিম্নরূপ; [০৫৮]; **২৫২৪৫০১২;** কর্ডলেস হিট গান। নির্দিষ্টকরণ সংযুক্তি - ০৫ অনুযায়ী। নির্মাতা/প্রস্তুতকারক- মাকিতা/বস/হিটাচি; **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী;** ১১/০৪/২০২৪; ₹ ০.০০। [০৫৯]; **২৫২৪৫০২০;** লোকো রক্ষণাবেক্ষণ বুকিং রেকর্ড বই (৭৫ পৃষ্ঠার লোকো লগ বুক বুকলেট) ৭০ জিএসএম এ৪ আকারের সাদা কাগজে মুদ্রণ, উভয় দিকে মুদ্রণ (পিডিএফ-এ দেওয়া বিষয়বস্তু অনুযায়ী সংযুক্ত করা হয়েছে), মোট শীটের সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠা, শীটগুলিকে আঠালো পেস্ট এবং শক্তিশালী থ্রেডিং দিয়ে বাঁধতে হবে, শক্ত পিন দিয়ে সঠিক স্টেপেল্ড এবং লাল বাঁধাই কাপড় দিয়ে আটকানো, মোটা সামনের কভারের সঙ্গে সঠিকভাবে একটি বই হিসাবে এক পাশ বাঁধাই বিভিন্ন রঙের প্রিন্টেড পেজ-১ লেমিনেটেড আর্ট পেপার এবং পৃষ্ঠা-২ থেকে ৭ একপাশ এবং পেছনে সাদা ছাপা, অবশিষ্ট পৃষ্ঠা উভয় পাশে মুদ্রিত। টিকা: ছাপার প্রয়োজন অনুযায়ী বেশির ভাগ বই সরবরাহের আগে একটি নমুনা অনুমোদিত করতে হবে; **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী;** ১৫/০৪/২০২৪; ₹ ০.০০। [০৬০]; **২৫২৪৫০৩২;** ইওটি ক্রেনের জন্য ব্রাস কালেক্টর শু রেটিং ৫০০ এএমপি। এইচডিবিসি তারের জন্য উপযুক্ত, কার্বন ইন্সার্টের জন্য উপযুক্ত পুরুত্ব ২০ এমএম এবং কালেক্টর স্পিন্ডেল ডিআইএ ১৫ এমএম। এইচএসএন কোড:- ৭৪১৮ নির্মাতা:- ইলেক্ট্রো পাওয়ার, পল, জয়চ্যাম্পিয়ন, ডিআইসি; **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী;** ২৩/০৪/২০২৪; ₹ ০.০০। [০৬১]; **২৫২৪৫০০৪এ;** ফ্লোকুলেটর (জার পরীক্ষার যন্ত্র) ০৬টি (ছয়) ষ্টারার সহ। আপলোড করা স্পেসিফিকেশন নম্বর অনুযায়ী; **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী;** ১৯/০৪/২০২৪; ₹ ০.০০। [০৬২]; **২৫২৪৫০৩৭;** পিডব্লিউও ওয়াটার অয়েল কুলার, প্রকার - বি১০টিএইচ x ৩০/১পি - এসসি, নির্মাতা/প্রস্তুতকারক- অয়েল টেক/সোএপ/ওরেল টেক/পার্কার; **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী;** ৩০/০৪/২০২৪; ₹ ০.০০। [০৬৩]; **২৫২৪৫০৩৪;** স্প্রিং রিটার্ন সহ মাস্টার কন্ট্রোলার ৪ স্টেপস ৭ সিএম সিলভার টিপস সহ ৪০ এএমপি রেট করা ইওটি ক্রেনের জন্য উপযুক্ত এইচএসএন কোড ৮৫৩৬ নির্মাতা: স্পীডেজ, ইলেকট্রো পাওয়ার, কাক্কু; **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী;** ৩০/০৪/২০২৪; ₹ ০.০০। [০৬৪]; **২৫২৪৫০৩৬;** দুটি অংশে কাস্টিং রোলার হাব ড্রয়িং নম্বর ৩ডি/সিএলডব্লিউ/০২/২০২৩ অনুযায়ী আর.জি. প্ল্যান্ট মেশিনের জন্য। এইচএসএন কোড: ৮৪৮৩; **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী;** ২৩/০৪/২০২৪; ₹ ০.০০। [০৬৫]; **৩১২৪২৯২৯;** লকটিটে ৫৭৭ বা সমতুল্য সিএলডব্লিউ -এর ডিআরজি./ নির্দিষ্টকরণ নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/ ৩/০৬৫০/এ অনুযায়ী। (স্ব জীবন - ১৮ মাস); **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী;** ১৯/০৪/২০২৪; ₹ ০.০০। [০৬৬]; **২৫২৪৫০৩৩;** শ্রউডেড ডিএসএল বার কপার (৪ বার) ৪০০ এএমপি ইনসুলেটেড ডিএসএল লাইনের জন্য উপযুক্ত ৪টি রং সহ লাল, হলুদ, নীল, কালো কপার বার, পুরুত্ব ১.২ থেকে ১.৩ মিমি, প্রস্থ ৫৯ থেকে ৬৬ মিমি ১ টি সংখক প্রতি মিটারে ৪টি পোল হ্যাঙ্গার ক্ল্যাম্প নির্মাতা :- ইলেক্ট্রোপাওয়ার, স্পিডেজ, কাক্কু এইচএসএন কোড:-৮৫৩১; **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী;** ২৩/০৪/২০২৪; ₹ ০.০০। [০৬৭]; **২৫২৪৫০০৫;** বিশেষ ধরনের ইন্ডাকশন হিটার সরবরাহ, স্থাপন এবং চালু করা নির্দিষ্টকরণ নং. সিএলডব্লিউ/ডব্লিউএস/০৯/ইন্ডাকশন হিটার/০২ অনুযায়ী তারিখ ২০.১২.২০২৩ (প্রস্তুতকারকের বিকল্পগুলি অবশ্যই মেক ইন ইন্ডিয়া নীতি মেনে হতে হবে); **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী;** ১৯/০৪/২০২৪; ₹ ০.০০।

PR6/358 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন

Like us on : www.facebook.com/clwrailways

ফ্যাসান ও রূপচর্চা

আলিয়ার শাড়িটি ৩০ বছরের পুরোনো, বানাতে সময় লেগেছে ৩৫০০ ঘণ্টা

আলিয়া ভাট নামকরা ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনার জুটি আবু জানি-সন্দীপ খোসলার নকশা করা এই শাড়ি পরে যোগ দেন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থিত হোপ মেট গালায়। এই ইভেন্টের আয়োজকদের একজন আলিয়া ভাট। 'সালামা বোম্বে' ফাউন্ডেশনের হয়ে টাকা তুলছেন তিনি। এই অর্থ খরচ হবে ভারতের পিছিয়ে পড়া, সুবিধা বঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের জন্যশাড়িটি ৩০ বছরের পুরোনো। তৈরি করা হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। শাড়িটি তৈরি করতে সময় লেগেছে ৩ হাজার ৫০০ ঘণ্টা। মসলিনের শাড়ির ওপর সিল্কের সুতা দিয়ে অ্যামব্রয়ডারি করা হয়েছে। ছিল জরির কাজ আর মুক্তার ব্যবহারও। এই শাড়ির সঙ্গে সাজ আর গয়না মিলিয়ে ছিল মিনিমালিস্টিক লুক। কানে পরেছিলেন এমারেল্ড পাথরের টপ। শাড়ির নকশা যাতে ভালোভাবে ফুটে ওঠে, তাই গলা খালি-ই রেখেছিলেন। এমনকি হাতে বা আঙুলেও ছিল না কোনো গয়না। চোখ আর ঠোঁটের সাজও যেটুকু না হলেই নয়, কেবল সেটুকুই। প্রথম দিন

আলিয়া দেখা দেন মেরুন রঙের ভেলভেটের একটা ককটেল ড্রেসে। এই পোশাকেই অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন তিনি। মিনিমালিস্টিক মেকআপে কান রেখেছিলেন খালি, ডিপ নেকের পোশাকটির সঙ্গে পরেছিলেন সাদা আর নীল পাথরের হীরার চোকার। আজ দিয়া মির্জার জীবনসঙ্গী বৈভব রেখির প্রথম পক্ষের কন্যা সামাইরা রেখির ১৫তম জন্মদিন। জন্মদিনে মেয়ের সঙ্গে ছবি প্রকাশ করলেন দিয়াভালো মা হিসেবে নামডাক আছে দিয়ার। নিজের ছেলে আজাদ আর সামাইরার ভেতর কোনো পার্থক্য করেন না বলে একাধিকবার জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যমে।দক্ষিণ ভারতীয় তারকা

তামান্না ভাটিয়ার পরনে যে পোশাকটি দেখছেন, সেটি শাড়ি। কয়েক বছর ধরেই শাড়ি নিয়ে ফ্যাশন বিশ্বে চলছে নিরীক্ষা। সেই ধারায় যোগ দিলেন তামান্না ভাটিয়া। চলমান আইপিএল খেলায় ভাইরাল হয়েছেন পাঞ্জাব কিংসের অন্যতম মালিক প্রীতি জিনতা। ৪৯ বছর বয়সী প্রীতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ নেটিজেনরা।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটা রিল ভাইরাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেটার ক্যাপশনে যা লেখা, তার মর্মার্থ দাঁড়ায় অনেকটা এ রকমসৌন্দর্যের দিক দিয়ে প্রীতি জিনতা নাকি এখনো হলিউড আর বলিউড তারকাদের দিব্যি পেছনে ফেলে দিতে পারবেন।

বিলাসবহুল ঘড়ির খোঁজে বাড়িতে ৭ ঘণ্টা তল্লাশি, পদত্যাগ করবেন না পেরুর প্রেসিডেন্ট

পদত্যাগের দাবি নাকচ করে দিয়েছেন লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুর প্রেসিডেন্ট দিনা বলুয়ার্তে। বিলাসবহুল ঘড়ির খোঁজে দিনার বাড়িতে সাত ঘণ্টা তল্লাশি চালান দেশটির পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তারা। এরপর দুর্নীতির অভিযোগে দিনার পদত্যাগের দাবি ওঠে। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট দিনা জানিয়ে দেন, তিনি পদত্যাগ করবেন না। সেই সঙ্গে বাড়িতে তল্লাশিকে 'অসামঞ্জস্যপূর্ণ' ও 'অপমানজনক' বলে মন্তব্য করেন তিনি। ৬১ বছর বয়সী দিনা আরও বলেন, 'আমি সরকারি প্রাসাদে পরিষ্কার হাত নিয়ে প্রবেশ করেছিলাম, ২০২৬ সালে আমি পরিষ্কার হাত নিয়েই প্রাসাদ ছেড়ে যাব।'

বিলাসবহুল কয়েকটি ঘড়ির তথ্য গোপন করার অভিযোগে দিনার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এর অংশ হিসেবে গত শুক্রবার রাতে দিনার বাড়িতে এবং গতকাল শনিবার সকালে তাঁর সরকারি প্রাসাদে সাত ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়। এতে সরকারি কৌঁসুলির দপ্তরের ২০ জন পুলিশ ও ২০ কর্মকর্তা অংশ নেন। রাজধানী লিমার সারকুইলো এলাকায় দিনার বাড়ি। এ বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে তাঁর সরকারি প্রাসাদ। এ প্রাসাদেই প্রেসিডেন্টের দপ্তর। পেরুর প্রেসিডেন্টের দপ্তর এক এক্স পোস্টে জানিয়েছে, তল্লাশিতে প্রাসাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সহায়তা করেছেন। কোনো ধরনের অঘটন ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে এ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে লা এনসাররোনা নামের একটি গণমাধ্যম বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে বিলাসবহুল ঘড়ি পরা অবস্থায় দিনা বলুয়ার্তের একাধিক ছবি প্রকাশ করে। ছবিগুলো ২০২২ সালের ডিসেম্বরের পরের সময়কার। সেই মাসে তিনি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন। ছবি প্রকাশের পর এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা তৈরি হয়। তখন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত দুই বছরে প্রেসিডেন্ট দিনার যে সম্পদ হয়েছে, তার পর্যালোচনা করা হবে। এরপর শুরু হয় তদন্ত। দেশটিতে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট দিনা বলুয়ার্তের জনপ্রিয়তা এমনিতেই কমতির দিকে। এরই মধ্যে দুর্নীতির এ তদন্তের কারণে নতুন করে রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়লেন তিনি।

বিচ্ছেদের আংটি সুখী করেছে এই মডেলকে

বাগদানের আংটি থেকে শুরু হয় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। নারীদের কাছে বাগদানের আংটি মানেই বিশেষ কিছু! কিন্তু ডিভোর্সের আংটির কথা কখনো শুনেছেন? বিচ্ছেদের পর অনেকেই উদযাপন করেন। ঘোষণা দিয়ে, কেক কেটে, পার্টি করে। কিন্তু আংটি বানিয়ে তা স্মরণীয় করে রাখা? এমনই এক আংটি বানিয়ে আলোচনায় মার্কিন মডেল এমিলি রাতাজকস্কি। মার্কিন ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে জনপ্রিয় এক নাম এমিলি রাতাজকস্কি। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ভক্তসংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৩ কোটি। প্রতিটি ফ্যাশন উইক আর চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁকে নজরকাড়া পোশাকে দেখা যায়। ২০১৮ সালে হলিউডের নামকরা প্রযোজক সেবাস্তিয়ান বিয়ার-ম্যাকক্লার্ডের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এমিলি। তাঁদের সংসার আলো করে জন্ম নেয় এক পুত্রসন্তান। কিন্তু ২০২২ সালে সেবাস্তিয়ানের বিরুদ্ধে পরকীয়া ও নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনার জের ধরেই বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দেন এমিলি। বিবাহবিচ্ছেদ হলেও সেবাস্তিয়ানের দেওয়া আংটির মায়া ছাড়তে পারেননি এমিলি। সযত্ন রেখে দিয়েছিলেন নিজের কাছে। অবশেষে বিচ্ছেদের প্রায় দুই বছর পর সেই আংটি থেকে তৈরি করেছেন নতুন দুইটি আংটি। কেননা, ডিভোর্স মানেই বিচ্ছেদ, আলাদা হয়ে যাওয়া। নিজের জন্য যেটি রেখেছেন, সেটির নাম দিয়েছেন 'ডিভোর্স রিং'।

বান্ধবী স্টেফানি ডেনলার, আরও নির্দিষ্ট করে বললে তাঁর দাদির কাছ থেকে এই ডিভোর্স রিংয়ের আইডিয়া পান এমিলি। ডেনলারের দাদির কাছে একটি 'স্নেক রিং' (সাপ থিমের আংটি) ছিল। পুরো জীবনে যতগুলো বিয়ে করেছিলেন, তার পাথরগুলো নিয়ে নতুন একটি আংটি তৈরি করেছিলেন তিনি। এই এক আংটিতেই ধরে রেখেছিলেন জীবনের প্রতিটি ধাপ। সেখান থেকেই আইডিয়া নিয়ে বান্ধবী অ্যালিসন চামেলার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এমিলি। অ্যালিসন নিউইয়র্কের নামকরা জুয়েলারি ব্র্যান্ড 'অ্যালিসন লু'র ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর। এমিলির বাগদানের আংটিও তৈরি করেছিলেন তিনি। নতুন আংটির জন্যও এমিলির পছন্দ ছিল অ্যালিসন।

এমিলির আংটিতে নতুনত্ব আনতে আংটিটাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন অ্যালিসন। ভোগকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অ্যালিসন বলেন, 'ডিভোর্স মানেই বিচ্ছেদ। দুটো মনের, দুটো মানুষের বিচ্ছেদ। তাই ডিভোর্সের আংটি হিসেবে আমার শুরু থেকেই উদ্দেশ্য ছিল বাগদানের আংটিকে দুই ভাগে ভাগ করা।' দুটো আংটিই তৈরি করা হয়েছে আসল বাগদানের আংটির পাথর থেকে। শুরুতে আংটিতে ছিল দুটো হীরার টুকরা। একটি পিয়ার-আকৃতির, অন্যটি প্রিন্সেস কাটের। দুটো হীরার টুকরা থেকে তৈরি হয়েছে দুটো আলাদা আংটি। প্রিন্সেস কাট হীরাকে আরও আকর্ষণীয় করতে ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের পাত ও দুই পাশে দুটো ট্র্যাপেজোয়েড পাথর যোগ করেছেন অ্যালিসন। প্রথমে রিয়ানার মতো পায়ের আংটি বানাতে চেয়েছিলেন এমিলি। পরে দুটো আলাদা আংটিতেই মনস্থির করেন। ভোগকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমিলি জানান, 'নিজের এনগেজমেন্ট রিং পায়ে পরব, প্রথমে এমনটাই চিন্তা করেছিলাম। পরে অ্যালিসন আর আমি মিলে পরিকল্পনা শুরু করলাম। আসল আংটির ডিজাইন আমার আর ভালো লাগছিল না। এখনকার আংটিটি আমার এতটাই পছন্দের যে সারা দিন পরে থাকি। এমনকি ঘুমাতে যাওয়ার সময়ও। কেননা, এই আংটি আমাকে বন্দিদশা থেকে, প্রতারণার ফাঁদ থেকে মুক্তির স্বস্তি দেয়।' এমিলির কাছে এই আংটি খুবই প্রিয়, 'গত দুই বছর আমার জন্য বেশ কঠিন ছিল। এখন নিজেকে কিছুটা শান্ত মনে হচ্ছে। এই আংটি আমাকে মনে করিয়ে যে আমি নিজেই নিজেকে খুশি রাখার জন্য যথেষ্ট। আংটিটি একটি প্রতীক, আমার জীবন আবার আমার নিজের হয়ে যাওয়ার প্রমাণ।'

৮ এপ্রিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের দিন নায়াগ্রায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা

কানাডা , ৩১ মার্চঃ ৮ এপ্রিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে। এই দৃশ্য যেসব স্থান থেকে সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে, সেগুলোর একটি নায়াগ্রা জলপ্রপাত। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি এমনটাই জানিয়েছে। তবে এ নিয়ে মধুর সমস্যায় পড়েছে কানাডার কর্তৃপক্ষ। ওই দিন লাখ লাখ দর্শনার্থীকে স্বাগত জানাতে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কানাডা অংশের আশপাশের শহরে জরুরি অবস্থা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। ১৯৭৯ সালের পর এই প্রথম কানাডার অন্টারিও প্রদেশে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি জানিয়েছে, যেসব স্থান থেকে এই সূর্যগ্রহণ সবচেয়ে ভালো দেখা যাবে, নায়াগ্রা জলপ্রপাত সেগুলোর একটি। নায়াগ্রা জলপ্রপাত কানাডার অন্টারিও প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বে ও আমেরিকার নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। নায়াগ্রা নদীর প্রবাহিত জল থেকে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে।

নায়াগ্রা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জলপ্রপাত। এর হৃদয়ছোঁয়া নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখতে এমনিতেই প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক কোটি পর্যটক জড়ো হন। ৮ এপ্রিল সূর্যগ্রহণের দিন কয়েক মিনিটের জন্য সূর্যের রশ্মি পুরোপুরি আড়াল করে দেবে চাঁদ। আর সেই দৃশ্য অন্টারিও শহর থেকে ভালোভাবে দেখা যাবে। এই দৃশ্য দেখতে ওই দিন নায়াগ্রা জলপ্রপাতে বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী সমাগম হবে। নায়াগ্রা ফলস মেয়র জিম ডিওডাটি মার্চের শুরুর দিকে বলেছেন, দিনটি ঘিরে এক দিনে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক দর্শনার্থীর সমাগম হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ এই দিন ঘিরে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আগে থেকেই জরুরি অবস্থা জারি করেছে নায়াগ্রা আঞ্চলিক পৌর কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দিনটি ঘিরে অতিরিক্ত প্রস্তুতির পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে, যানজট নিয়ন্ত্রণ, বর্ধিত জরুরি পরিষেবার চাহিদা পূরণ এবং ফোন নেটওয়ার্কে চাপ সামলানো। এই সূর্যগ্রহণ মেক্সিকোর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে পৌঁছাবে সকালের দিকে।

এরপর যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস থেকে মেইন পর্যন্ত তির্যকভাবে কেটে বিকেল নাগাদ কানাডার পূর্বাঞ্চলে পৌঁছাবে। এই মহাদেশের বাকি অংশে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। এমনই এক মনোরম দৃশ্য এমন দিনে দর্শনার্থীদের আফসোস করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ৯ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের গাঁজা সহ ৪ জন ব্যক্তি আটক

মালিগাঁও, ৩১মার্চ ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিজেদের জোনের মধ্যে অসামাজিক ব্যবসা ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সময় প্রায় ৯.১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯১ কেজিরও বেশি ওজনের গাঁজা উদ্ধার করে। ২৭ ও ২৮ মার্চ, ২০২৪-এর মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে বিভিন্ন ট্রেন ও স্টেশনে আরপিএফ-এর দ্বারা নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় এই নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। ২৮মার্চ, ২০২৪ তারিখে আগরতলার আরপিএফ ও জিআরপি লামডিঙের আইটিসেলের সাথে যৌথ ভাবে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালানোর সময় ২জন ব্যক্তিকে আটক করে। আরপিএফ-এর যৌথ টিমটি ৩.৯০লক্ষ টাকা (আনুমানিক) মূল্যের ৩৯ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে, যা চারটি ব্যাগে লুকানো ছিল। একই দিনে অন্য আরেকটি

ঘটনায় রঙিয়ার আরপিএফ টিম ট্রেননং. ১২৫২০ ডাউন (আগরতলা-লোকমান্য তিলক) এক্সপ্রেস থেকে ১.৫৫লক্ষ (আনুমানিক) টাকা মূল্যের দাবিহীন ১৫.৫কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য পরে ধৃত ব্যক্তিদের উদ্ধার কৃত গাঁজা সহ আগরতলা ও রঙিয়ার জিআরপি পোস্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়। একই ভাবে, ২৭মার্চ, ২০২৪ তারিখে আগরতলা ও ধর্মনগর আরপিএফ যৌথ ভাবে তাদের সংশ্লিষ্টরেলও য়েস্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় প্রায় ৩৭.৪কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। ঘটনা সম্পর্কে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে একজন ব্যক্তিকে আটক করা হয় তবে ধর্মননগর স্টেশন থেকে উদ্ধার কৃত সামগ্রী এখনও দাবিহীন অবস্থায় রয়েছে। উদ্ধার কৃত নিষিদ্ধ সামগ্রীর মূল্য আনুমানিক ৩.৭৪ লক্ষ টাকারও বেশি। পরে উভয় স্টেশন থেকে উদ্ধার কৃত সামগ্রী এবং ধৃত ব্যক্তিকে আগরতলা ও ধর্মনগর জিআরপি পোস্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উত্তর পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী রেলওয়ে চত্বরে অবৈধ মাদক ও সামগ্রীর ব্যবসা প্রতিরোধের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অপরাধ মূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ও অভিযান চালিয়ে আসছে। ২৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখে ডিমাপুররেলওয়ে স্টেশনে ডিমাপুর আরপিএফ রেলওয়ে যাত্রীদের বেহুশকরার কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে একজন ব্যক্তিকে আটক করে।

আরপিএফ টিমটি সন্দেহ জনক বিস্কুট সহ বেহুশকরার মাদকের ২০টি প্যাকেট, নগদটাকা, ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতল এবং একটি ফোনের সাথে একজনব্যক্তিকে আটক করে। পরে ধৃত ব্যক্তিকে ডিমাপুরের জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়। রেলওয়ে চত্বর ও ট্রেনের ভেতরে যে কোনও ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ ও ব্যবসা নির্মূল করে এগুলিকে নিরাপদ অঞ্চল করে তোলার পাশাপাশি রেলওয়ের সম্পত্তি এবং যাত্রী এলাকা সুরক্ষিত করে রাখার ক্ষেত্রে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) দায় বদ্ধতার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

বাঁধা অবস্থায় জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ৩১ মার্চঃ পিঠমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। চোখমুখে বিষণ্নতা। ওপরে লেখা, 'ট্রাম্প ২০২৪'। না, এটি সত্যি কোনো ঘটনা নয়। একটি পিকআপের পেছনে দেখা গেছে এমনই এক ছবি। আর সেই পিকআপের ভিডিও প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে গত শুক্রবার ভিডিওটি প্রকাশ করেন ট্রাম্প। ভিডিওর শিরোনাম অনুযায়ী, সেটি ধারণ করা হয়েছে আগের দিন বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড এলাকায়।

Name Change
I MOHAMMED FAYIZ BABAR, S/O MOHAMMED BABAR, R/O 171/2B, A. J. C BOSE ROAD, ENTALLY, KOLKATA -700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD FAYIZ BABAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/03/2024, THAT MOHAMMED FAYIZ BABAR AND MD FAYIZ BABAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Ebadullah Sk (old name) S/O Imam Box Sekh, residing at Vill.- Dakshin Chak Enayetnagar, P.O.- Chak Enayetnagar, P.S.- Bishnupur, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743503, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ebadullah Sekh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore (South 24 Pgs) on 28/03/2024. Ebadullah Sekh (new name) and Ebadullah Sk (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Ramij Rasid Sk (old name) S/O Harun Rasid Sekh, residing at Vill.- Enayetnagar, P.O.- Chak Enayetnagar, P.S.- Bishnupur, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743503, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Ramij Rasid Sekh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore (South 24 Pgs) on 28/03/2024. Md Ramij Rasid Sekh (new name) and Md Ramij Rasid Sk (old name) both are same identical person.

Name Change
I ANURADHA DAS, DAUGHTER OF ASHOK KUMAR ROY, RESIDING AT 186/A NETAJI ROAD, EAST MANIKTALA ICHAPUR, PO-ICHAPUR NAWABGANJ, NORTH 24 PARGANAS - 743144, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANURADHA ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/03/2024.THAT ANURADHA DAS AND ANURADHA ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHAFIQ KHAN, S/O- ABDUL RASHID, R/O-16B, DARGA ROAD, KOLKATA-700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SHAFIQUE KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/03/2024, THAT SHAFIQ KHAN AND MD SHAFIQUE KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RIZWANA KHATOON, W/O-ANSAR AHMED KHAN, R/O-19, DARGA ROAD, KMC BENIAPUKUR, KOLKATA-700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIZWANA BEGUM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/03/2024, THAT RIZWANA KHATOON AND RIZWANA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RABIYA BIBI, W/O SK JABED ALI, R/O PASCHIM RAJBATI, RAJARHAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABIA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/03/2024, THAT RABIA BIBI AND RABIYA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Gargi Koner Kundu (old name) W/O Raju Kundu, residing at 148/21, Sardarpara, Malirbagan, Kaikhali, P.O. & P.S.- Airport, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700052, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Gargi Koner (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/03/2024. Gargi Koner (new name) and Gargi Koner Kundu (old name) both are same identical person.

Name Change
I MOHAMMAD BABAR, S/O MOHAMMAD OSMAN, R/O 171/2B, A.J.C BOSE ROAD, ENTALLY, KOLKATA -700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED BABAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/03/2024, THAT MOHAMMAD BABAR AND MOHAMMED BABAR, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAMBHAV SIHOTA, S/O-BINOD KUMAR SHARMA, R/O- 48, DOBSON ROAD,FLT-706,7TH FLOOR, HOWRAH, PIN-711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISHHAL SHARMA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/03/2024, THAT SAMBHAV SIHOTA AND BISHHAL SHARMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

একটি জাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট র‍্যাকেটের সন্ধান খড়্গাপুরে

খড়গপুর, ৩১ মার্চঃ খড়গপুরের ডিআরএম অফিসে একটি জাল নিয়োগ র‍্যাকেটের বিষয়ে বেশ কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। রেলের কর্মচারী এবং বহিরাগত উভয়েই এই র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে, আইপিএফজি-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছিল। স্টোরকেজিপি, সুরেশ কুমার, আরপিএফ পোস্ট পিকেইউ-এর এসআই সুনীল কুমার ঝা এবং আরপিএফ পোস্ট এমসিএ থেকে এইচসি এসপি মহাপাত্র। অভিযোগ যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হওয়া গেছে, সাবিনা খাতুন নামে এক মহিলা, যিনি সুইটি বা পিঙ্কি নামেও পরিচিত, বয়স প্রায় ৩৫ বছর, মৃত আনসার মল্লিকের বিধবা স্ত্রী, নিউ টাউন রোড, ফ্ল্যাট নং-এ বসবাস করেন। এ ১, ভোরের আলো, এলআইসি ভবনের কাছে, ইন্দা, পিএস-খড়গপুর (স্থানীয়), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, এই মামলায় জড়িত ছিল। তিনি রেলওয়েতে চাকরি খুঁজছেন এমন ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। দুই তথ্যদাতা সাবিনা খাতুনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে নিযুক্ত হন। কথোপকথনের সময়, তিনি রেলওয়ে আধিকারিকদের সাথে খড়গপুরের ডিআরএম অফিসে যোগাযোগ করার দাবি করেছিলেন এবং ৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি তথ্যদাতাদের তাদের নথিপত্র এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য নগদ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে. ডিআরএম অফিসে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি রেলওয়ে কর্মকর্তাদের সাথে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাদের নথিগুলি নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে জমা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ২৮.৩.২৪ তারিখে, আরপিএফ স্পেশাল টাস্ক টিম, খড়গপুর থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে, আরপিএফ এবং জিআরপি দ্বারা ডিআরএম অফিস কমপ্লেক্স, খড়গপুরের পাশাপাশি কেজিপি স্টেশন এলাকায় ১০,০০ টা থেকে একটি যৌথ নজরদারি এবং অভিযান চালানো হয়েছিল। ১৫,১৫ নাগাদ এম. সাই নামে একটি জাল রেলওয়ে নিয়োগের শিকার কেজিপি স্টেশনের দক্ষিণ পাশের সার্কুলেটিং এলাকায় RPF দলের কাছে যান এবং রেলে চাকরি দেওয়ার নামে সাবিনা খাতুনের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার অভিযোগ করেন। অবিলম্বে যৌথ দল সাবিনা খাতুনকে টাকা ১০,০০০ টাকা (কিস্তিতে পরিশোধ করে) খড়্গাপুর স্টেশনের প্রচলন এলাকায় আটকায়। জিজ্ঞাসাবাদে, তিনি এই মামলায় তার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন এবং একজন রেল কর্মচারীর নাম প্রকাশ করেছেন, দুলাব চিন্না, বয়স ৪৯ বছর, খড়্গাপুরের নিমপুরা ইয়ার্ডে অপারেটিং বিভাগে পয়েন্টসম্যান-বি হিসাবে কর্মরত এবং এম কোটেশ্বর নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী। খড়্গাপুর স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় এসবিআই এটিএম-এর কাছেও তাদের পাওয়া যায়। তাদের উভয়ের কাছ থেকে শিকারের বায়োডাটা উদ্ধার করে টিম দ্বারা আটক করা হয়েছিল। তারা দুজনেই এ ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই র‍্যাকেটের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য উদঘাটনের জন্য আরও জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

প্রযুক্তির প্রভাব প্রসঙ্গে এন. আই.টি.দূর্গাপুরে আলোচনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ মার্চঃ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধমঞ্চ প্রজ্ঞা প্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা 'লোকপ্রজ্ঞা' যৌথ উদ্যোগে দূর্গাপুর এন আই টি-র সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল অনুভব দর্শন ১৭ জ্ঞান-বিজ্ঞান এর অতীত এবং বর্তমান স্থিতির উপর একটি আলোচনা সভা। আলোচনার বিষয় ছিল 'ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব'। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন এন আই টি দূর্গাপুরের নির্দেশক অধ্যাপক ড. অরবিন্দ চৌবে। তিনি বলেন, হাজার-হাজার বছর পূর্বে আমাদের ঋষিরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, আজও যাকিছু গবেষণা হচ্ছে- ওষুধের ক্ষেত্রই হোক বা পারমাণবিক ক্ষেত্র ,প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত- শাস্ত্র অধ্যয়ন করেই দেশ বিদেশে সেই গবেষণার কাজ এগিয়ে চলছে। প্রজ্ঞা প্রবাহের পূর্বক্ষেত্রের সম্পর্ক প্রমুখ ডা. আনন্দ পান্ডে বলেন, জ্ঞানী পুরুষরা এক হাতে শাস্ত্র এবং অন্য হাতে শস্ত্র ধারণ করে রাষ্ট্রের বিকাশে আত্ম নিবেদন করে থাকেন কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতাই চরিত্রকে উন্নত করে। কার্যক্রম সমন্বয়ক অধ্যাপক পরিমল আচার্জী, নির্দেশক অধ্যাপক ড. চৌবে এর শৈক্ষণিক ব্যক্তিত্ব ও বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন । প্রজ্ঞা প্রবাহের পূর্ব ক্ষেত্র সংযোজক মাননীয় অরবিন্দ দাস এর সাথে লোকপ্রজ্ঞার প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তুহিনা প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীহিমাংশু মাইতির উপস্থিতিতে কয়েকটি পুস্তকের লোকার্পণ করে বক্তব্য রাখেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়,রাজ্য লোকপ্রজ্ঞা বিজ্ঞান প্রমুখ অধ্যাপক রাসবিহারী ভড়, লোকপ্রজ্ঞার শৈক্ষণিক প্রমুখ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার, মাতৃশক্তি প্রমুখ সুতপা বসাক ভড়, ছাত্রশক্তি প্রমুখ শশাঙ্ক নায়েক এবং মধ্যবঙ্গ প্রান্ত-সংযোজক শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা, সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপক অভিষেক সাহা, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত-সংযোজক শ্রীগোপাল বিশ্বাস প্রমুখ।

গীতিময় সংগীত স্কুলের রজতজয়ন্তী বর্ষের আনুষ্ঠানিক সূচনা

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর, ৩১ মার্চঃ আম্রমুকুল আর পলাশের সমারোহ ঠিক জানান দেয় বসন্ত এসে গেছে। মনকে রাঙিয়ে তোলা সেই ঋতুর একান্ত উৎসব দোল। বসন্ত উৎসব, এই উৎসবে কোন ধর্মীয় অনুবঙ্গ নেই। এটি সর্বাঙ্গিন ভাবেই ঋতুর উৎসব। কৃষ্ণচূড়া, পলাশ আর আবিরের স্পর্শে রঙিন হয়ে ওঠার দিন। এরকম চন্দননগর বেনেপুকুরে গীতিময় সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র সোমবার বসন্ত উৎসবের মাধ্যমে তাদের স্কুলের রজতজয়ন্তী বর্ষের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন। গীতিময- এ ' হিল্লোল', শীর্ষক অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হলো চন্দননগর বিবেকানঃদ ক্লাব প্রাঙ্গনে । বৈদ্যবাটি রাজ ড্যান্স একাডেমি ও চুঁচুড়া প্রিয় নগর কলা কেন্দ্রম নৃত্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গান ও নাচে অংশ গ্রহণ করে । সঙ্গীতশিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষিকা সাগরিকা ঘোষ বলেন , সারা বছরই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হবে রজতজযন্তী বর্ষ। ফোক নৃত্যের পরিবেশন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন তরুণ প্রতিভাবান আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী ও ময়দানের প্রাক্তন ফুটবলার কৃষ্ণ গোপাল চৌধুরী , সংগীত শিল্পী সাগর দাস। শ্রোতারা উপভোগ করলেন এক মনোরম সন্ধ্যা।

পাহাড়ে বৃষ্টি, ফার্স্ট ফ্লাশ চায়ের জন্য চা পাতা তোলা শুরু চা শ্রমিকদের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চঃ দার্জিলিংয়ের চা জগত বিখ্যাত, বিশেষ করে ফার্স্ট ফ্ল্যাশ চায়ের কদর গোটা বিশ্বজুড়ে। পাহাড়ের বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টির জল পড়তে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চা বাগান গুলিতে নতুন পাতা গজিয়েছে। সবুজে সবুজ হয়ে গেছে চা বাগান গুলি। এক অদ্ভুত নস্টালজিয়া, চারিদিকে শুধু সবুজ। ইতিমধ্যেই চা পাতা তোলার কাজ শুরু করে দিয়েছে চা শ্রমিকরা। মনের আনন্দে গুনগুন করে গান গেয়ে তারা চা পাতা তুলছে। ফার্স্ট ফ্লাশ চায়ের জন্য একটি কুড়ি দুটি পাতা তুলবার কাজ শুরু করে দিয়েছে চা শ্রমিকরা। পাহাড়ের বর্তমান আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম। শীতের তীব্র কামড় নেই, হালকা শীত শীত আমেজ। প্রসঙ্গত এই সময় পর্যটকরা পাহাড়ে ভিড় জমাতে ভালবাসেন। বৃষ্টি হবার কারণে চা বাগানগুলি সবুজ হয়ে গিয়েছে, এরকম অপরূপ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ পর্যটক মহল। দার্জিলিংয়ের ফার্স্ট ফ্ল্যাস চায়ের আলদা কদর রয়েছে। এইটা বিশ্ব বাণিজ্যে একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। বিভিন্ন চা বাগান গুলিতে চা শ্রমিকদের দেখা গেছে খোশ মেজাজে চা পাতা তুলতে।

গ্রামের একমাত্র সাবমারসিবল পাম্প মেশিন চুরি করল দুষ্কৃতীরা

মালদা, ৩১ মার্চঃ প্রত্যন্ত গ্রামের একমাত্র সাবমারসিবল পাম্প মেশিন চুরি করে পালালো দুষ্কৃতীরা। রবিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামপুর এলাকায়। গ্রামের একমাত্র পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ভরসা ছিল এই সাবমারসিবল পাম্পটি । কিন্তু আচমকাই এই সাবমারসিবল পাম্পের মেশিন চুরি ঘটনাকে ঘিরেই অসন্তোষ ছড়িয়েছে ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে। এদিন পানীয় জল না পেয়েই সমস্যায় পড়েছেন সংশ্লিষ্ট গ্রামের শতাধিক বাসিন্দারা। গরম শুরু হতেই সাবমারসিবল পাম্প চুরি হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন গ্রামবাসীরা। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করার দাবিও জানিয়েছেন ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয় গ্রামবাসী সুজাতা বারুই, বাপন স্বর্ণকার

জানিয়েছেন, এদিন সকালে দেখতে পাই গ্রামের একমাত্র পরিশ্রুত পানীয় জলের সাবমার্সিবল পাম্পটি চুরি হয়েছে। সেই পাম্পের অন্যান্য সামগ্রীগুলি ভেঙে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। গত ১৫ বছর ধরেই গ্রামের পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে এই সাবমারসিবল পাম্পটি ছিল একমাত্র ভরসা। কিন্তু এটি চুরি হয়ে যাওয়ায় পানীয় জল পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে। পুরো বিষয়টি পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। এদিকে গরম শুরু হতেই পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিতে পারে বলেও মনে করছে ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দারা। লোকসভা নির্বাচনের মুখে এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরও হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। মঙ্গলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাপ্পা দাস জানিয়েছেন, ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দারা আমাকে বিষয়টি জানিয়েছে। ঘটনাটি কিভাবে ঘটলো সে ব্যাপারে পুলিশকে তদন্ত করার জন্য অভিযোগ জানিয়েছি। পাশাপাশি ওই গ্রামে নতুন করে সাবমারসিবল পাম্প বসানোরও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

নির্বাচনী প্রচার সারলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩১ মার্চঃ রবিবাসরীয় নির্বাচনী প্রচার সারলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। এইদিন সকালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট শহরের জোড়া ব্রিজ পাইকারি বাজারে নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ যাত্রা ও সাধারণ মানুষ ও পথ চলতি মানুষ সহ বাজারের দোকানদারদের সাথে সৌজন্য সাক্ষা নির্বাচনী প্রচার করলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সংসদ রত্ন সম্মানীয় ড. সুকান্ত মজুমদার। রবিবার সকালে জেলার সদর শহর বালুরঘাট জোড়া ব্রিজ পাইকারি বাজারে নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার জানান, গত কয়েকদিন ধরে সমগ্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ যাত্রা চলছে। মানুষের কাছে অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি। প্রত্যেকের মুখে একটাই কথা বিজেপি তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই তারা ভোট দেবে। আজ সকালে বালুরঘাট এই জোড়া ব্রিজ বাজারে প্রচারে এসে সেই একই কথা সকল মানুষের মুখে। মানুষের কাছে এমন অভূতপূর্ব সারা পেয়ে আমি আপ্লুত। কারণ মানুষ বুঝে গেছে তৃণমূল নামের এই ভাওতাবাজ দলটি শুধু গুন্ডামি মস্তানি ও দুর্নীতি করেই চলে। বাংলার মানুষ সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে ভোট দিয়ে। রবিবার সকালে বালুরঘাট জোড়া ব্রিজ এলাকায় সুকান্ত মজুমদারের নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির অন্যান্য কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে নিহত ৪ আহত শতাধিক, উদ্বেগ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ মার্চঃ ১৫ মিনিটের কালবৈশাখী ঝড়। আর তাতেই লন্ডভন্ড হয়ে যায় জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা। এখনও পর্যন্ত ৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় গাছ উপড়ে পড়েছে। অসংখ্য বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাটিতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গে দু-তিনদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল আবহাওয়া দফতর। রবিবার বেলা সাড়ে ৩ টে নাগাদ জলপাইগুড়ি জেলায় ব্যাপক কালবৈশাখী ঝড় ও শিলাবৃষ্টি শুরু হয়। ময়নাগুড়িতে ৫০০ গ্রাম ওজনের শিল পড়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীদের। মাত্র কিছুক্ষণের ঝড়ের তাণ্ডবে জলপাইগুড়ি সদর ব্লক, ময়নাগুড়ি ব্লকের বেশ কিছু এলাকায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঝড়ের সময়েই জলপাইগুড়ির সুকান্ত নগর এলাকায় গাছ চাপা পড়ে এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঝড়ের সময় দিজেন্দ্র নারায়ণ সরকার নামে ওই ব্যক্তি গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আচমকা তাঁর মাথার উপর গাছ ভেঙে পড়ে। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা দিজেন্দ্র। অপর এক মৃতের নাম অনিমা মণ্ডল। বছর ৪৮-এর ওই মহিলার বাড়ি জলপাইগুড়ি পাহাড় পুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ঝড়ের সময়ে তিনি টোটো চাপা পরে মারা গিয়েছেন। দুজনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঝড়ের তাণ্ডবে আরও দুই মৃত ব্যক্তির নাম যোগেন রায় (৭০) এবং সমর রায় (৬৪)। ঘটনাটিতে দুঃখ প্রকাশ করে পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'হঠাৎ ভারী বৃষ্টিপাত এবং ঝড়ো হাওয়ায় আজ বিকেলে জলপাইগুড়ি-ময়নাগুড়ি এলাকায় বিপর্যয় নেমে আসে। মানুষের প্রাণহানি হয়েছে, আহত হয়েছেন বহু মানুষ, ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়েছে। গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে।' একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, জেলা ও ব্লক প্রশাসন, পুলিশ, ডিএমজি এবং কিউআরটি দল বিপর্যয় মোকাবিলায় কাজ করছে। ত্রাণ সরবরাহ চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন নিয়মানুযায়ী এবং লোকসভা ভোটের আদর্শ আচরণ বিধি অনুসরণ করে নিহতদের পরিবার এবং আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। জেলা প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দিতে সমস্ত ব্যবস্থা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। স্থানীয় সূত্রের খবর, ঝড়ের তাণ্ডবে জলপাইগুড়ি-ময়নাগুড়ি এলাকায় প্রচুর বাড়ি ভেঙে গিয়েছে, ঝোড়ো হাওয়ায় চাল উড়ে গেছে। বিদ্যুতের তারের উপর গাছ পড়ে গোটা এলাকায় বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আহত হয়েছেন ২০০-র বেশি মানুষ। ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ৬০ জনের বেশি মানুষ ভর্তি রয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে জরুরি ভিত্তিতে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে ডাক্তার পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন জলপাইগুড়ি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার অসীম হালদার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি হাসপাতালে রাতেই আহতদের দেখতে আসেন গৌতম দেব। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর পাওয়ার পর এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আহতদের দেখতে সোমবার বিকেলে

জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এদিন ঝড়ের পর উদ্ধারে নামে পুলিশ, দমকল। বিভিন্ন ব্লকের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসেন প্রশাসনের আধিকারিকেরা। জলপাইগুড়ি শহরে ঝড়ের পর পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেমেছে পৌরসভা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন জলপাইগুড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। আসেন পৌরসভার আধিকারিকেরা।

মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে টোটোর দাপটে রুজির সঙ্কটে প্যাডেল রিক্সা চালকরা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩১ মার্চঃ প্যাডেল রিক্সা যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। শহর থেকে গ্রাম, কোথাওই আর সেভাবে প্যাডেল রিকশা চোখে পড়ছে না। দু-চারজন এখনও কোনওরকমে এই প্যাডেল রিক্সা চালিয়ে রোজগারের চেষ্টা করছেন। কিন্তু আর কতদিন টোটোর সঙ্গে অসম লড়াই করে তাঁরা টিকে থাকতে পারবেন তা নিয়ে সন্দেহ আছে। দ্রুতগামী হওয়ায় এবং নির্ঝঞ্ঝাটে একসঙ্গে অনেকে মিলে পাড়ার অলিগলি দিয়ে যাতায়াতের সুযোগ থাকায় দ্রুতই প্যাডেল রিক্সার জায়গা দখল করে নিচ্ছে টোটো। শহরের পথে এখন আর শোনা যায় না প্যাডেল রিক্সার হর্নের প্যাঁ পুঁ শব্দ। একসময় বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের সামনে থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাজারগুলির সামনে এবং বাস স্ট্যান্ডে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত রিক্সা। আলাদা করে থাকত রিক্সা স্ট্যান্ডও। সেখানে গেলেই মিলত তিন চাকার সাইকেলে রিক্সা। সেই সময় রিক্সায় চড়ার চল ছিল এতটাই যে রিক্সা পাওয়া মুশকিল হয়ে যেত সাধারণ মানুষের। কিন্তু এখন কান্দী, বেলডাঙা ও বহরমপুর শহরে সেসব জায়গায় গেলে শুধুই চোখে পড়ে টোটোর ভিড়। রিক্সার জায়গা সেখানে নেই বললেই চলে। অনেক খুঁজলে হয়ত দু'চারটে রিক্সা চোখে পড়তে পারে। তবে তারা আর কতদিন সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এদিকে টোটোর দাম কয়েক লক্ষ টাকা হওয়ায় দরিদ্র রিকশাচালকদের সকলের পক্ষে পেশা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় অসহায় গরিব মানুষগুলো আগামী দিনে কীভাবে সংসার চালাবেন সেটাই সবচেয়ে বড় চিন্তা হয়ে দেখা দিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী, বহরমপুর, বেলডাঙা, রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর ও ডোমকল শহরে একসময় চলত প্রায় কুড়ি হাজারের মত রিক্সা। সেখানে বর্তমানে মাত্র ৪০ থেকে ৫০ টি রিক্সা এসে দাঁড়িয়েছে। সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে টোটো। ভবিষ্যতে হয়ত স্মৃতির খাতাতেই থাকবে তিন চাকার সাইকেল রিক্সা।

বন্ধ রায়পুর চা বাগানে সিপিএম-র নির্বাচনী র‍্যালী

দুরন্ত বার্তা রায়পুর, ৩১ মার্চঃ রায়পুর বাগান বহুদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। মালিক ২৭ কোটি বাকি রেখে পালিয়েছে। তৃণমূলের সিন্ডিকেট চক্র চায় না বাগান খুলুক। কারণ তারাই পাতা বিক্রি করে বেআইনি ব্যবসা করছে। শ্রমিকদের বাধ্য হয়ে বহু দূরের বাগানে কাজ করতে যেতে হচ্ছে। তারা বলছে লাল পার্টিই ঠিক ছিলো। বাগানে জমির সমস্যা তীব্র হচ্ছে। কেন্দ্র সরকার বেচে দিতে চাইছে সে সব

জমি। এদিকে মজুরি কম থাকায় বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছে বহু শ্রমিক। ভিন রাজ্যে, ভিন দেশে, অন্য কাজে। প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্ট নামেই রয়েছে। নেই স্কুল, শিক্ষক। শুধু নেই আর নেই নয়া জমানায়। এই অবস্থা থেকে মুক্ত করার লড়াই অতীতে করেছে লাল ঝাণ্ডা। এখনো লড়ছে সেই লাল ঝান্ডাই। ঐক্যবদ্ধ লড়াই করেছে মজুরি, জমির ইস্যু নিয়ে। প্রথম দফা নির্বাচনে চা বাগান চষছে 'বাগানের পুরানা পার্টি।' জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী দেবরাজ বর্মণের সমর্থনে প্রতিদিন কর্মীরা এভাবেই মানুষের কাছে যাচ্ছে। আজ করোলা ভ্যালি চা বাগানে প্রচারে।

নদীয়ায় মতুয়া ভোট-ই পাখির চোখ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩১ মার্চঃ দোরগোড়ায় করা নারছে লোকসভা নির্বাচন। আর এইবারে নির্বাচনে বেশ কিছু কেন্দ্র প্রথম থেকেই রয়েছে নজরকাড়া বা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে। তার মধ্যে অন্যতম নদীয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র, একদা যা নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্র নাম ছিলো। আর এই কেন্দ্রের বিজেপি ও তৃণমূলের প্রার্থীর লড়াই এখন রাজ্যের অন্যতম কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে। আর সামগ্রিক ভাবে এই লোকসভা কেন্দ্রে সবার নজর মতুয়া ভোটে। কারন এই কেন্দ্রের কমবেশি প্রায় চল্লিশ শতাংশ রয়েছে মতুয়া ভোট। তাই মতুয়া অষ্দ্ধুষিত এলাকায় বিশেষ জনসংযোগ জোর দিচ্ছে তৃণমূল ও বিজেপি। মতুয়া ভোটব্যাংকের দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তার উপর এবার দল পরিবর্তন করে তৃণমূলের হয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন ডাঃ মুকুটমণি অধিকারী। তিনি একাধারে যেমন পেশায় ডাক্তার, পাশাপাশি বিধায়ক ও তার সাথে বিশেষ করে নদীয়া দক্ষিনের মতুয়াদের বড় মাপের একটা পরিচিত মুখও বলা চলে। এবং অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ নদীয়া দক্ষিনের একাধিক দায়িত্বও সামলেছেন। ফলত মতুয়াদের সাথে প্রত্যক্ষ্য ও অতপ্রতভাবে জরিত তিনি। তাই মতুয়া ভোট ব্যাংক অনেকটাই প্রভাব ফেলবে বলে আশাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস। অপরদিকে মতুয়াদের দাবি ছিল নিঃস্বর্ত নাগরিকত্ব। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সামনে এনেছে তাতে করে সেই আইনের গ্যারাকলে পরে মুতুয়াদের আসল দাবি লাভ হয়নি এমনটাই দাবী

মতুয়াদের একটা বড়ো অংশের। তাই এখন তারা বিজেপির থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করেছে। তারা জানিয়েছেন তাঁদের কে আশা দেখানো হয়েছে, প্রতারণা করা হয়েছে তাই এবার তৃণমূলের সাথে হাতধরে বিজেপিকের উখাত করতে হবে।

তবে শুধু মতুযা সম্প্রদায়ের মানুষ নন বর্তমান তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী ও সুর চড়িয়েছেন এই কালা আইনের বিরুদ্ধে তিনি জানাচ্ছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষজন এই গ্যারাকলে পড়ে তাদের দিনানা দিন খাওয়া পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারবেনা বিজেপি সরকার যেভাবে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে এবং মতুয়াদের নিয়ে তাদের সেন্টিমেন্ট নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তা সত্যি ঘৃণ্য বিষয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক জল কল্যাণ মূলক প্রকল্প সাধারণ মানুষের জন্য নিয়ে এসেছে মানুষ জন্মানো থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আজ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত মতুযাদের বিশেষভাবে আগলে রেখেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তৈরি করেছেন মতুয়াদের জন্য বিশেষ কলেজ এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতি এতটাই ভালোবাসা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাতে এই সমস্ত মানুষজনকে তিনি কোনদিনই ঠকাবেন না তাদের হকের পাওনা লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন। তাই নদীয়ার শান্তিপুর, নবদ্বীপ, রানাঘাট সহ বিভিন্ন মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় জোর কদমে চালাচ্ছে প্রচার। প্রচারে বেরিয়ে মুকুট মনি অধিকারী যেমন বিদায়ী সাংসদ জগন্নাথ সরকার এর বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন পাশাপাশি গত পাঁচ বছরে এলাকায় অনুন্নয়ন নিয়েও জগন্নাথ সরকারকে কটাক্ষ করতে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়ছে না তৃণমূল প্রার্থী। পাশাপাশি বিশেষ করে মতুয়া গড়ে প্রচারে বেরিয়ে একদম সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। আবার কখনো নিজের হাতে মতুয়া সম্প্রদায়ের ডঙ্কা বাজিয়ে সকলের সাথে মিসে যাচ্ছে। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ নবদ্বীপ ব্লক কমিটির নেতৃত্ব রনজি মন্ডল জানান মুকুট মনি অধিকারী সর্বদা মানুষের জন্য কাজ করে আমাদের মতুয়াদের জন্য অধিকারের লড়াইয়ে সামিল হয়েছে, আমরা রাজনীতির উর্দ্ধে গিয়ে মুকুট মনি অধিকারীর সাথে আছি, সব মিলিয়ে একাধারে যেমন মতুয়া ভোটকে পাখির চোখ করে প্রচারে ঝাপিয়েছে তৃণমূল, পাশাপাশি মতুয়াদেরও একাংশ ব্যাক্তি হিসেবে মুকুট মনি অধিকারীকেও প্রকাশ্যে সমর্থন জানাচ্ছে, ফলত মতুয়া ভোটে এবার যে তৃণমূল অনেকটাই ভাগ বসাবে তা বলাই বাহুল্য, তবে জয়ের মুকুট কার মাথায় ওঠে সেটা দেখা এখন সময়ের অপেক্ষা।

ঝাড়গ্রামে সাহিত্যিকের বিরুদ্ধে সমাজসেবী চিকিৎসক প্রণো টুডু

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৩১ মার্চঃ পদ্মশ্রী প্রাপক সাহিত্যিক কালীপদ সোরেন, পঞ্চায়েত সদস্যা সোনামণি টুডুর বিরুদ্ধে এবার ঝাড়গ্রামে বিজেপির টিকিটে লড়ছেন চিকিৎসক প্রণো টুডু। বিদায়ী সাংসদ কুনার হেমব্রম শেষ মুহূর্তে দল ছাড়ায় চব্বিশের লড়াইয়ে নতুন মুখ খুঁজে নিতে হল পদ্মশিবিরকে। ফলে বাকিরা যখন জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছে তখন সবেমাত্র প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল গেরুয়া শিবির। শুরুতেই কিছুটা হলেও পিছিয়ে থেকে দৌড় শুরু করলেন ঝা।ড়গ্রাম হাসপাতালের প্রাক্তন চিকিৎসক। পরের ল্যাপগুলিতে সেই দূরত্ব তিনি অতিক্রম করে ফেলতে পারেন কিনা সেটাই এখন দেখার। ঝাড়গ্রাম লোকসভা তফসিলি উপজাতি সংরক্ষিত আসন। সেখানে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালের চিকিৎসক প্রনো টুডুকে প্রার্থী করল বিজেপি। তিনি আগেই হাসপাতালের কাজ থেকে ইস্তফাও দিয়েছেন। ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্তৃপক্ষের কাছে ইস্তফাপত্র জমা করেছেন। তিনি সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত। আদিবাসী চিকিৎসক এবং ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বিভিন্ন স্বাস্থ্যশিবির, রক্তদান শিবির-সহ একাধিক সমাজ সচেতনামূলক কাজ করেন। প্রনোবাবুর আদিবাড়ি গোয়ালতোড়ের ধবাটি গ্রামে। বর্তমানে থাকেন ঝাড়গ্রাম শহরের ঘোড়াধরায়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল থেকে এমবিবিএস করেছেন প্রণোবাবু। এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে ডিএমআরডি করেছেন। এছাড়াও ডিএনবি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কলকাতার বেসরকারি হাসপাতাল থেকে। গত ১২ বছর ধরে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালের রেডিওলজিস্ট বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বাবা প্রয়াত যদুনাথ টুডু সাঁওতালি ভাষার কবি, সাহিত্যিক। আকাশবাণীর ডিরেক্টর পদেও ছিলেন। প্রনোবাবুর স্ত্রী স্বর্ণলতা সোরেনও কলকাতার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা। লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই তৃণমূলের সাহিত্যিক প্রার্থী কালীপদ খেড়োয়াল সোরেনকে নিয়ে প্রচার, দেওয়াল লিখন শুরু করেছে শাসকদলের নেতাকর্মীরা। তবে বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা না হলেও নামের জায়গা ফাঁকা রেখে দেওয়াল লিখন, মিটিং, মিছিল করছেন বিজেপির নেতাকর্মীরা। চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে এই চিকিৎসকের নাম উঠে এসেছিল আগেই। তিনি চিকিৎসক জগতে পরিচিত মুখ হলেও রাজনীতির ময়দানে একেবারে আনকোরা। অন্যদিকে তৃণমূলের ক্ষেত্রেও প্রার্থী সাহিত্য জগত থেকে এসেছেন। প্রণোবাবু চিকিৎসক হলেও সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এলাকাবাসীর কাছে পরিচিত মুখ। তাই রাজনীতিতে নতুন মুখ হলেও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। এ বিষয়ে চিকিৎসক প্রণো টুডু বলেন, ''দল আমাকে ঝাড়গ্রাম আসন থেকে প্রার্থী করেছেন। বিজেপি দলের হয়ে জয়ী হয়ে আদিবাসী সমাজ-সহ সার্বিক উন্নয়নের কাজ গুরুত্ব দিয়ে করব।''

নোটিশ

আমমোক্তার নামা

রতন মাঝি, পিতা বিনোদ মাঝি, সাং - চিকরণ্ড, জলাপাড়া, পো: চিকরণ্ড, থানা - চন্ডিতলা, জেলা - হুগলী বিগত ইং ২১/১০/২০০৯ তারিখে হুগলি সাবরেজিস্ট্রার অফিস ২ নং বাহির ৫৩৮ নং আমমোক্তার দলিল মুলে রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা-বিভূত ভূষণ আমাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশিল .জেলা - হুগলী, মৌজা শ্রীপ্রতিপুর, জে, এল নং ১৫৩ , L. R খতিয়ান নং ১৬৮৯, L.R দাগ নং ২২৮০ (দুই হাজার দুই শত আশি) ১ (ষোল আনা) সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ০৪ শতক বা ২.৪২ কাঠা এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে আমার মক্কেল সেখ সাবির আলি, পিতা সেখ সাহাদাত আলি, সাং - শিমুল পুকুর, পোঃ - বাসুবাটি, থানা - সিঙ্গুর, জেলা হুগলী কে জানাইতে হইবে।

ইতি

উকিল বাবু

Mir Md Kalimuddin

Judges'Court, Chinsurah Hooghly

গম্ভীর বীজ পুঁতেছিলেন, ফল খাচ্ছে লখনউ সুপার জায়ান্টস!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মায়াঙ্ক যাদব নামটা শনি-রাতের আইপিএল ম্যাচের পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং। লখনউ সুপার জায়ান্টস শিবিরে তিনি রয়েছেন টিমের জন্মলগ্ন থেকে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে বছর দু'য়েক আগে ২টো নতুন টিমের আত্মপ্রকাশ হয়েছিল। লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং গুজরাট টাইটান্স। দিল্লির ছেলেকে লখনউ টিমে নিয়েছিলেন সেই সময়ের মেন্টর গৌতম গম্ভীর। ২০২২ সালের আইপিএলে তিনি খেলার সুযোগ পাননি। আর গত বছর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট মায়াঙ্ক যাদবের আইপিএলে খেলার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয়। চলতি মরসুমে অবশেষে তাঁর আইপিএলে অভিষেক হয়েছে। আর অভিষেক ম্যাচে লখনউকে জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রেখেছেন তিনি। বছর

দু'য়েক আগে দিল্লির তরুণ পেসার মায়াঙ্ক যাদব নজরে পড়েছিলেন গৌতম গম্ভীরের। সেই সময় গৌতি ছিলেন লখনউয়ের মেন্টর। গৌতম গম্ভীরের মগজাস্ত্র কাজে লাগিয়ে মায়াঙ্ককে ২০২২ সালের আইপিএলের নিলামে ২০ লক্ষ টাকায় কেনে লখনউ। কিন্তু তিনি গৌতম টিমে থাকাকালীন, গত ২টো মরসুম তাঁর জাদু দেখানোর সুযোগ পাননি। কিন্তু এ বার তিনি আইপিএলে নিজের ছাপ রাখতে তৈরি। গৌতম বেছেছিলেন তাঁকে ঠিক, এখনও লখনউ সুবিধা পাচ্ছে মায়াঙ্ককে রেখে। ঘরের মাঠে নিজের ডেবিউ ম্যাচে ছাপ ফেলেছেন, এ বার দেখার আইপিএলের ওয়ান্ডার বয় মায়াঙ্ক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেন কিনা। বর্তমানে কেকেআরের মেন্টর গৌতম। হয়তো নাইট শিবির থেকে তিনি ভাবছেন, লখনউকে ভালো সম্পদই দিয়ে এসেছেন তিনি। দিল্লির হয়ে ২০২২ সালে রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক হয়েছিল মায়াঙ্ক যাদবের। তিনি এখনও অবধি ১টিই প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন। ২০২২ সালে ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রবেশ করেন তিনি। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সাদা বলে ছাপ ফেলা শুরু করেন। এখনও অবধি তিনি ১৭টি লিস্ট এ ম্যাচে খেলেছেন। আর মায়াঙ্ক ১১টি টি২০ ম্যাচে খেলেছেন। এখনও অবধি যথাক্রমে প্রথম শ্রেণি, লিস্ট এ এবং টি-২০ ম্যাচে মায়াঙ্ক নিয়েছেন ২টি, ৩৪টি ও ১৫টি উইকেট।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রেকর্ড গড়ল শ্রীলঙ্কা

চট্টগ্রাম, ৩১ মার্চঃ প্রথম দিনেই শ্রীলঙ্কা বুঝিয়ে দিয়েছিল বড় রান তুলবে তারা। রবিবার টেস্টের দ্বিতীয় দিনে শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষ হল ৫৩১ রানে। কিন্তু কোনও ব্যাটারের শতরান নেই। টেস্টে এমন নজির খুব বেশি নেই। নিউ জিল্যান্ডের শতরান ছাড়া ৫২৪ রানের ইনিংসই এত দিন ছিল শীর্ষে। সেই রেকর্ড ভেঙে দিল শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার হয়ে সব থেকে বেশি রান এসেছে কুশল মেন্ডিসের ব্যাট থেকে। তিনি ৯৩ রান করেন। ৯২ রান করেন কামিন্দু মেন্ডিস। মোট ছ'জন অর্ধশতরান করেছেন। দুই মেন্ডিস ছাড়াও রান পেয়েছেন দিমুথ করুণারত্নে (৮৬), ধনঞ্জয় ডি সিলভা (৭০), দীনেশ চন্ডিমল (৫৯) এবং নিশান মদুশঙ্ক (৫৭)। শ্রীলঙ্কা ১৫৯ ওভারে ৫৩১ রান তুলেছে। এই ম্যাচে শাকিব আল হাসান দলে ফিরেছেন। তিনি তিনটি উইকেটও নিয়েছেন। হাসান মেহমুদ নেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট খালেদ আহমেদ এবং মেহেদি হাসান মিরাজের। শ্রীলঙ্কার তিন ক্রিকেটার রান আউট হয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫৫ রানে একটি উইকেট হারিয়ে লড়ছে বাংলাদেশ। ওপেনার মেহমুদুল হাসান জয় ৪২ বলে ২১ রান করে আউট হয়ে যান। অন্য ওপেনার জাকির হাসান ২৮ রানে অপরাজিত। সঙ্গে রয়েছেন তাইজুল ইসলাম।

'সব সইতে হবে', হার্দিকের জন্য কোনও বাড়তি নিরাপত্তা নয়

মুম্বই, ৩১ মার্চঃ রাত পোহালেই ঘরের মাঠে এ বারের আইপিএলের প্রথম ম্যাচ খেলবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে ওয়াংখেড়েতে জিততে চায় এমআই ব্রিগেড। রোহিত শর্মাদের ঘরের মাঠে মরসুমের প্রথম ম্যাচের আগে শোনা গিয়েছিল বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে হার্দিক পান্ডিয়ার জন্য। জোড়া হারের ক্ষত নিয়ে ঘরের মাঠে নামবে মুম্বই। হার্দিক এ বারের আইপিএলে মুম্বইয়ের গত ২টি ম্যাচে চরম বিদ্রুপের শিকার হয়েছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, এ বার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হার্দিক যেন দর্শকদের বিদ্রুপের শিকার না হন, সেই চেষ্টাই করছিল মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। ম্যাচের একদিন আগে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, গুঞ্জন ছড়িয়েছে। এমন কোনও ব্যবস্থা করছে না মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। ৫ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সোমবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে নামবে। সেখানে যেন কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তা হার্দিকের অনুরাগীরা চাইছেন। কিন্তু মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন তার জন্য বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এমসিএ সম্প্রতি একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, দর্শকদের ভিড়ের জন্য বিসিসিআই-এর যে নির্দেশিকা রয়েছে, সেটিই তারা অনুসরণ করবে। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বিবৃতিতে জানিয়েছে, একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে যে এমসি নিরাপত্তা বাহিনীকে বলেছে যাঁরা হার্দিককে বিদ্রুপ করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটা ভুয়ো খবর। এই ধরণের কোনও বার্তা নিরাপত্তাকর্মীদের দেওয়া হয়নি। একটা গুজব ছড়িয়েছে। এমসি বিসিসিআইয়ের নির্দেশিকাই মানবে। অর্থাৎ এমসিএর এই বার্তা থেকে পরিস্কার, হার্দিক কোনও বাড়তি নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। অর্থাৎ তাঁকে হয়তো এ বার ওয়াংখেড়েতেও ঘরের মাঠের দর্শকদের কাছে নেতিবাচক মন্তব্য শুনতে হবে। আপাতত পয়েন্ট টেবলের লাস্ট বয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ঘরে মাঠে পিঙ্ক আর্মিকে হারিয়ে এ বার হারের হ্যাটট্রিক আটকানোই মুম্বইয়ের লক্ষ্য।

সানরাইজার্সকে হারিয়ে জয়ে ফিরল জিটি

হায়দরাবাদ, ৩১ মার্চঃ ঘরের মাঠে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে আইপিএল ২০২৪ অভিযান শুরু করে গুজরাট টাইটানস। যদিও তার পরেই চিপকে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হারের মুখ দেখতে হয় শুভমন গিলদের। তবে ধোনিদের কাছে হারের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াল টাইটানস। নিজেদের

ডেরায় ফের জয়ের সরণীতে ফিরল টাইটানস। এবার মোতেরায় তাদের শিকার সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আমদাবাদে আইপিএল ২০২৪-এর ১২তম লিগ ম্যাচে সম্মুখসমরে নামে গুজরাট টাইটানস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। টস জিতে শুরুতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় সানরাইজার্স। যদিও তারা নিয়মিত অন্তরে উইকেট খোয়াতে থাকায় বড় রানের ইনিংস গড়ে তুলতে পারেনি। হায়দরাবাদ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৬২ রান তোলে। তাদের কোনও ব্যাটারই ব্যক্তিগত ৩০ রানের গণ্ডি টপকাতে পারেননি। অভিষেক শর্মা ও আবদুল সামাদ উভয়েই ব্যক্তিগত ২৯ রানের মাথায় আউট হন। অভিষেক ২০ বলের ইনিংসে ২টি চার ও ২টি ছক্কা মারেন। সামাদ ১৪ বলের ইনিংসে ৩টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। এনরিখ ক্লাসেন ১টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ১৩ বলে ২৪ রান করে সাজঘরে ফেরেন। ১৪ বলে ১৯ রান করেন ট্র্যাভিস হেড। তিনি ৩টি চার মারেন। ১৭ বলে ১৬ রানের যোগদান রাখেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। তিনি ২টি চার মারেন। ১৯ বলে ১৭ রানের ধীর ইনিংস খেলেন এডেন মার্করাম। ১টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ২০ বলে ২২ রান করেন শাহবাজ আহমেদ। খাতা খুলতে পারেননি ওয়াশিংটন সুন্দর। ২ বলে ২ রান করে নট আউট থাকেন ক্যাপ্টেন প্যাট কামিন্স। গুজরাট টাইটানসের হয়ে ৪ ওভার বল করে ২৫ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট নেন মোহিত শর্মা। এছাড়া ১টি করে উইকেট দখল করেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই, উমেশ যাদব, রশিদ খান ও নূর আহমেদ। উইকেট পাননি দর্শন নালকান্ডে। পালটা ব্যাট করতে নেমে গুজরাট টাইটানস ধীরে সুস্থে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। তারা ১৯.১ ওভারে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৬৮ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায়। অর্থাৎ, ৫ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জেতে টাইটানস। ওপেন করতে নেমে ঋদ্ধিমান সাহা ১টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ১৩ বলে ২৫ রান করেন। ২৮ বলে ৩৬ রান করে আউট হন শুভমন গিল। তিনি ২টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। ৩৬ বলে ৪৫ রান করে সাজঘরে ফেরেন সাই সুদর্শন। তিনি ৪টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। ডেভিড মিলার ২৭ বলে ৪৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। তিনি ৪টি চার ও ২টি ছক্কা মারেন। ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ বলে ১৪ রান করে নট আউট থাকেন বিজয় শঙ্কর। হায়দরাবাদের হয়ে ১টি করে উইকেট নেন শাহবাজ আহমেদ, মায়াঙ্ক মার্কান্ডে ও প্যাট কামিন্স। উইকেট পাননি ভুবনেশ্বর কুমার, জয়দেব উনাদকাট ও ওয়াশিংটন সুন্দর। ম্যাচের সেরা হন মোহিত শর্মা।

ভাইজ্যাগ যাওয়ার পথে 'লুট' হলেন রিঙ্কু, ধমক রাসেলের

ভাইজ্যাগ, ৩১ মার্চঃ এ বারের আইপিএলের শুরুটা ভালোই হয়েছে শ্রেয়স আইয়ারের কলকাতা নাইট রাইডার্সের। মরসুমে নাইটরা প্রথমে ম্যাচে ইডেন গার্ডেন্সে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়েছিল। তারপর আরসিবির ডেরায় বিরাট কোহলিদের হারান সুনীল নারিন-ভেঙ্কটেশ আইয়াররা। জোড়া ম্যাচ জিতে নাইটরা এ বার ভাইজ্যাগ পৌঁছে

গেলেন। রবি-রাতে ঋষভ পন্থের দিল্লি ক্যাপিটালস ভাইজ্যাগে হোম ম্যাচ খেলতে নামবে। প্রতিপক্ষ ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের চেন্নাই সুপার কিংস। আইপিএলে ওই ম্যাচের আগে কেকেআরের ক্রিকেটাররা পৌঁছে গেলেন বিশাখাপত্তনমে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ কেকেআরের ক্রিকেটারদের বিশাখাপত্তনমে পৌঁছনোর ছবি শেয়ার করা হয়েছে। সেখানে যাওয়ার পথে বিমানে অবশ্য 'লুট' হয়েছেন কেকেআরের যোদ্ধা রিঙ্কু সিং। জানেন কী ভাবে? আসলে, দলের সদস্যদের সঙ্গে ভাইজ্যাগ যাওয়ার পথে বিমানে রিঙ্কু সিং একটি গান গাইছিলেন। সেটি হল কেকেআরের মালিক শাহরুখ খানের 'ডানকি' সিনেমার জনপ্রিয় 'গান লুট পুট গ্যায়া'। সত্যি সত্যি তিনি লুট হননি। এই গান গেয়ে লুট হয়েছেন। বিশেষ চমকের হল রিঙ্কু ওই গান যখন গাইছিলেন, সেই সময় হঠাৎ করেই রাসেল বলে ওঠেন, 'ওটা আমার গান, তুমি গেয়ো না।' এরপর তিনিও 'লুট পুট গ্যায়া' গাইতে শুরু করেন এবং হেসে ফেলেন। রাশভারী রাসেল যে রিঙ্কুর সঙ্গে মজা করছিলেন, তা অবশ্য বোঝা গিয়েছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ রিঙ্কু সিং আন্দ্রে রাসেলের গান গাওয়ায় ওই ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'কে ভালো করেছে-দ্রে নাকি রিঙ্কু?' সঙ্গে রয়েছে একটি হাসি ও একটি বেগুনি হৃদয়ের ইমোজি।

সুয়ারেজ গোল করেও জেতাতে পারলেন না মেসিবিহীন মায়ামিকে

ফ্লোরিডা, ৩১ মার্চঃ চোটের কারণে লিওনেল মেসি নেই ইন্টার মায়ামি দলে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক দলটির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাঁকে ছাড়া খেলা প্রতিটা ম্যাচেই তা টের পাচ্ছে মায়ামি। তাঁকে ছাড়া মেজর লিগ সকারে আজ নিউইয়র্ক সিটি এফসিসহ ৪টি ম্যাচ খেলেছে জেরার্দো মার্তিনোর দল। এর মধ্যে হেরেছে দুটি, একটিতে জয় পেয়েছে আর একটি করেছে ড্র। মেসিবিহীন মায়ামি যে একটি ম্যাচে জয় পেয়েছে, ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে সেই ম্যাচে জোড়া গোল করেছিলেন লুইস সুয়ারেজ। উরুগুইয়ান তারকা গোল পেয়েছেন আজও। এরপরও অবশ্য জিততে পারেনি মায়ামি। মেজর লিগ সকারে আজ নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে সুয়ারেজের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরও ১-১ গোলের সমতা নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ফ্লোরিডার দলটি। বার্সেলোনা ও লিভারপুলের প্রাক্তন স্ট্রাইকার সুয়ারেজ মায়ামিকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেছেন ১৫ মিনিটে। জুলিয়ান গ্রেসেলের মাপা ফ্রি-কিকে বক্স থেকে নেওয়া দুর্দান্ত এক হেডে গোলটি করেছেন সুয়ারেজ। কিন্তু ৩৪ মিনিটে নিউইয়র্ক সিটির কোস্টরিকান ফরোয়ার্ড আলোনসো মার্তিনেজ সেই গোল শোধ করে দেন। মেজর লিগ সকারে নিজেদের আগের ম্যাচেই নিউইয়র্ক রেড বুলসের কাছে ৪-০ গোলে উড়ে যাওয়া মায়ামি পিছিয়ে পড়ার পর আক্রমণের গতি বাড়ায়। বেশ কিছু ভালো আক্রমণও করে তারা। কিন্তু নিউইয়র্ক সিটির আমেরিকান গোলকিপার ম্যাথু ফ্রিসের অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে গোল পায়নি তারা। ফ্রিসের দুর্দান্ত সব সেভগুলোর মধ্যমণি হয়ে থাকবে ৮০ মিনিটে সুয়ারেজকে গোলবঞ্চিত করা। উরুগুইয়ান স্ট্রাইকারের নেওয়া অসাধারণ শট এক হাতে ফিরিয়ে দেন তিনি। এই ড্রয়ের পর ৭ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের দ্বিতীয় স্থানে আছে মায়ামি। দুই কনফারেন্স মিলিয়েও একই অবস্থানে মার্তিনোর দল। দিনের আরেক ম্যাচে শার্লটের মাঠ থেকে ১-১ গোলে ড্র নিয়ে ফেরা সিনসিনাটি আছে এমএলএসের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। ৬ ম্যাচ খেলে দলটির পয়েন্ট ১২।

১০ জনের পালমাসের বিপক্ষে কষ্টের জয় পেল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ৩১ মার্চঃ রাফিনিয়া ৫৯ মিনিটে গোল করার পরই ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যায়। বার্সেলোনার হয়ে গোল করে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার কখনো হারেননি (১৩ জয়, ২ ড্র)। অর্থাৎ, লাস পালমাসের বিপক্ষে এই ম্যাচে আর যাই হোক, বার্সার হারের সম্ভাবনা নেই। পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ দশের বাইরে থাকা দলটি পরিসংখ্যানের এই দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেনি। পালমাসের বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয়ই পেয়েছে বার্সা। তবে জয়ের ব্যবধানটা মাত্র ১-০। বার্সা কোচ জাভি হার্নান্দেজ কি এমন জয়ে সন্তুষ্ট? সম্ভবত না। অতৃপ্তি থেকে যাওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে ম্যাচের ২৫ মিনিটে রেফারি একটি লাল কার্ড দেখানোর পর সুযোগের স্বদব্যহার করতে না পারায়। এখানেও জড়িয়ে রাফিনিয়ার নাম! সের্হি রবের্তোর দারুণ এক পাস ধরতে ছুটছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। পালমাস গোলকিপার আলভারো ভায়েস দৌড়ে বক্সের বাইরে গিয়ে তাঁকে কুংফু কায়দায় ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন। ম্যাচের বাকি সময় পালমাস ১০ জন নিয়ে খেললেও বার্সা সেই সুযোগটা নিতে পারল কোথায়! রবার্ট লেভানডফস্কি-হোয়াও ফেলিক্সরা যেমন সুযোগ নষ্ট করেছেন, তেমনি ভাগ্যও সহায় হয়নি। ৭৭ মিনিটে বক্সের ভেতরে পালমাস গোলকিপারকে একা পেয়েও বল ক্রসবারে মারেন ফেলিক্স। প্রথমার্ধে ৩৫ মিনিটে লেভার হেডও ক্রসবারে লেগেছে। ম্যাচের ৪ মিনিটে পোলিশ তারকার গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। ২০ মিনিটে আবারও গোল বাতিল! এবার অফসাইড রাফিনিয়া। সতীর্থের পাস পেয়ে পালমাসের এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে গোল করেন রাফিনিয়া। কিন্তু ভিএআর জানিয়ে দেয় অফসাইড ছিলেন তিনি। গোলটি বাতিল করা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে সরব হয়ে উঠেছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। শেষ পর্যন্ত রাফিনিয়া গোল পেয়েছেন ফেলিক্সের দারুণ এক চিপের কল্যাণে। বাতাসে ভাসানো পাসটি থেকে হেডে গোল করেন। এই জয়ে ৩০ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রইল বার্সা। ২৯ ম্যাচে ৭২ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগা টেবিলের শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। টেবিলে তৃতীয় জিরোনার সঙ্গে ৫ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে বার্সা। ২৯ ম্যাচে জিরোনার সংগ্রহ ৬২ পয়েন্ট।

রোনাল্ডোর ৬৪তম হ্যাটট্রিকে দুর্দান্ত জয় আল নাসরের

রিয়াধ, ৩১ মার্চঃ আন্তর্জাতিক বিরতিতে একটি ম্যাচ খেলেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। সেই ম্যাচে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরেছিল পর্তুগাল। দলের হারের পর সমালোচনার কেন্দ্রে ছিলেন আল নাসর তারকা। এমনকি রোনাল্ডো থাকলে দলের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার অভিযোগও এনেছিলেন অনেকে। এমন সমালোচনাই যেন তাতিয়ে দিয়েছিল রোনাল্ডোকে। আর তাঁর তেতে থাকার পুরো ঝড়টা গেল সৌদি লিগের অবনমন অঞ্চলের দল আল তাইয়ের ওপর। রোনাল্ডোর দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিকে আল নাসরের কাছে আল তাই উড়ে গেছে ৫-১ গোলে। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি রোনাল্ডোর ক্যারিয়ারে ৬৪ তম হ্যাটট্রিক। তিনটি গোলই তিনি করেছেন ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে। নিজেদের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল আল নাসর। তবে ম্যাচের প্রথম দিকে আয়োজকদের আক্রমণগুলো ভালোই সামলে নিয়েছিল আল তাই। এর মধ্যেই অবশ্য ২০ মিনিটে ওতাভিওর গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। বক্সের বাইরে থেকে দূরের পোস্টে শট নিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই পর্তুগিজ তারকা। ২ মিনিট পরই অবশ্য সমতা ফেরায় অতিথিরা। আল তাইর গোলটাও ছিল বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে। তবে ৩৬ মিনিটে দলের মূল স্ট্রাইকার এবং গোলদাতা ভার্জিল মিসিজান লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে বড় ধাক্কা খায় আল তাই। এই ধাক্কা সামলে আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি তারা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আল নাসরের হয়ে ব্যবধান ২-১ করেন আবু

ঘারিব। বিরতির পর ম্যাচের ৬৪ মিনিটে দারুণ এক ভলিতে নিজের প্রথম গোল করেন রোনাল্ডো। তিন মিনিট পর আদায় করে নেন নিজের দ্বিতীয় গোল। হ্যাটট্রিক গোলটি আসে ম্যাচের ৮৭ মিনিটে। ডান প্রান্ত দিয়ে গড়ে ওঠা আক্রমণ থেকে বল পেয়ে সহজেই লক্ষ্যভেদ করে মরসুমে নিজের ৩৩ তম গোলটি করেন প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। লিগে ২৩ ম্যাচে রোনাল্ডোর ২৬ তম গোল এটি। এই জয়ের পরও লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা আল হিলালের চেয়ে ১২ পয়েন্টে পিছিয়ে আল নাসর। ২৫ ম্যাচে আল হিলালের পয়েন্ট ৭১। ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে আল নাসর আছে দুইয়ে। দুর্দান্ত এই হ্যাটট্রিকের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ম্যাচের একাধিক ছবি পোস্ট করেছেন রোনাল্ডো। নিজের এবং দলের উদযাপনের এসব ছবি দিয়ে লিখেছেন লিখেছেন, "এভাবেই আমরা কাজটা করি। অসাধারণ জয় এবং আরও একটি হ্যাটট্রিক।"

যোগ করা সময়ে ম্যানইউকে আটকে দিল বেন্টফোর্ড

ম্যানচেস্টার, ৩১ মার্চঃ নাটক এবং তারপর মহানাটক! নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেছে। যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিট পর্যন্তও ম্যাচে গোলশূন্য ব্যবধানে সমতা। পরের মিনিটেই কাসেমিরোর পাস থেকে বদলি নামা ম্যাসন মাউন্টের গোল। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগ বুঝি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন! দল ১-০ গোলে এগিয়ে, মহামূল্য ৩ পয়েন্ট তুলে নিতে আর দুই-এক মিনিটের অপেক্ষা। কিন্তু কী অবিশ্বাস্য! তিন মিনিট পরই অর্থাৎ যোগ করা সময়ের ৯ মিনিটে জিটেক স্টেডিয়ামে তুমুল হর্ষধ্বনি! আইভান টনির কাটব্যাক থেকে সমতাসূচক গোল করেছেন ব্রেন্টফোর্ডের নরওয়েজিয়ান সেন্টারব্যাক ক্রিস্টোফার আয়ের। ম্যাচে ১-১ গোলে সমতা এবং এই স্কোরলাইনেই বেজেছে শেষ বাঁশি। পয়েন্ট ভাগাভাগিতে বাধ্য হওয়ায় ইউনাইটেডের এখন চ্যাম্পিয়নস লিগের আগামী মরসুমে খেলা নিয়েই টানাটানি। ২৯ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয়ে টেন

হাগের দল। পয়েন্ট টেবিলে চতুর্থ অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে ১১ পয়েন্ট ব্যবধান ইউনাইটেডের। পঞ্চম টটেনহামের সঙ্গে ব্যবধান ৮ পয়েন্টের। ৩০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে ১৫তম ব্রেন্টফোর্ড। চারবার ইউনাইটেডের পোস্টে বল মারা ব্রেন্টফোর্ড প্রাপ্য গোলই পেয়েছে। প্রতিপক্ষের মাঠে কোনো অর্ধেই ভালো খেলতে পারেনি টেন হাগের দল। একটি পরিসংখ্যানেই তা বোঝানো যায়। গোটা ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডের বক্সে মাত্র ১৬বার বল টাচ করতে পেরেছেন ইউনাইটেডের খেলোয়াড়েরা, যেখানে আয়োজকদের আইভান টনি একাই টাচ করেছেন ১৫ বার। ইউনাইটেডের বক্সে ৮৫বার বল টাচ করেছে ব্রেন্টফোর্ড, যা এই মরসুমে প্রিমিয়ার লিগের কোনও ম্যাচে সর্বোচ্চ। প্রথমার্ধে ইউনাইটেডের পোস্টে বল মেরেছেন ব্রেন্টফোর্ডের টনি ও ম্যাথিয়াস ইয়ুর্গেনসন। বিরতির পর একটু আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আলেহান্দ্রো গারনাচোব্রুনো ফার্নান্দেজরা। রাসমুস হয়লুন্দের দারুণ একটি শট রুখে দেন ব্রেন্টফোর্ডের গোলকিপার মার্ক ফ্লেকেন। দ্বিতীয়ার্ধে অফসাইডের কারণে টনির একটি গোল বাতিল হয়। ইউনাইটেডের বারে বল মারেন আয়োজকদের উইঙ্গার ব্রায়ান এমবিউমো। ইউনাইটেড গোলকিপার আন্দ্রে ওনানার আসলে ব্যস্ত সময়ই কেটেছে। চারটি ভালো সেভও করেছেন ওনানা। ম্যাচ শেষে ইউনাইটেড তারকা মাউন্ট হতাশাই করলেন, "১-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ফলটা ধরে রাখার চেষ্টা করে সবাই। ম্যাচে আমরা নিজেদের মান অনুযায়ী খেলতে পারিনি। আমরা সেটা জানি। শেষ দিকে গোল করলে জয়ের আশাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা সম্ভবত সেটার যোগ্য নই।"

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com